বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

নবম অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

(প্রথম খণ্ড)

স্থান—যশোহর।

(১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

যশোহর "হিন্দুপত্রিকা" প্রেসে-
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের
নবম অধিবেশনের অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্যালয় (যশোহর)
হইতে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার
বাহাদুর এম্ এ বি এল্ বেদান্তবাচস্পতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৩ বঙ্গাব্দ ২৫শে অগ্রহায়ণ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

যাঁহারা ১ম খণ্ড ২৲ টাকা দিয়া লইবেন, তাঁহারা ২য় খণ্ড বিনা মূল্যে পাইবেন।

নিবেদন।

ভগবৎকৃপায় যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিরাট্‌ব্যাপারে আমার স্বজেলাস্থ বহু ব্যক্তি অনেক প্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ। যে সকল সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহাত্মা, গতগৌরব বিলুপ্তবৈভব রোগতাপ-ক্লিষ্ট দারিদ্র্যনিষ্পিষ্ট যশোহরের অকিঞ্চিৎকর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের সাফল্য-সাধনে প্রযত্ন করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকমহাশয়গণ, সহকারিসম্পাদক-মহাশয়গণ এবং অভ্যর্থনাসমিতির ও তাহার কার্য্যকরীসভার সদস্যবর্গ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করায় আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে. তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকগণ, শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়-সহকারে সম্মিলনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অর্থে সামর্থ্যে সৎপরামর্শে সহযোগিতায় সহানুভূতিতে যাঁহারা আমার উপকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদ-ভাজন, আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞতাসূত্রে বদ্ধ। সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে এই সমস্ত মহোদয়গণই সেজন্য ধন্যবাদ-ভাজন।

আমি যাহার নিকট যেরূপ ভাবে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সবিশেষ বিবরণ ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ এবং উহা যতশীঘ্র পারি প্রকাশ করিব। যে সমুদয় প্রতিনিধি, সাহিত্য-সম্মিলনে নির্দ্ধারিত প্রতিনিধি-শুল্ক ২৲ দুই টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বিনা মূল্যে এই কার্য্য-বিবরণ প্রেরিত হইবে।

উপসংহারে আমি পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

যশোহর। নিঃ শ্রীযদুনাথ মজুমদার
২৫ অগ্রহায়ণ নবমবঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের
১৩২৩ বঙ্গাব্দ। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

নবম অধিবেশন।

স্থান—যশোহর।

(১৩২৩ বঙ্গাব্দ—৮। ৯ বৈশাখ)

(১৯১৬ খৃষ্টাব্দ—২১। ২২ এপ্রিল)

পূর্ব্বকথা।

১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (২৭।২৮।২৯ চৈত্র, ইংরেজী ১০।১১।১২ এপ্রিল ১৯১৪) কলিকাতা মহানগরীতে যখন বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, তখন (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, (ভূতপূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, (সুবিখ্যাতনামা রায়সাহেব) শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, প্রভৃতি কলিকাতাপ্রবাসী যশোহর-সন্তানগণ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি এম্ এ, বি এল্, মহাশয়কে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনকে যশোহরে আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। তখন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যশোহরবাসিগণের মুখপাত্ররূপে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনকে যশোহরে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তৎকালে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতা কাশীমবাজারাধিপতি অনারেবল্ মহারাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর বলেন যে "বর্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ্ কে সি এস্ আই, কে সি আই ই আই ও এম্ বাহাদুর মহোদয় আগামী বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনকে বর্দ্ধমানে আমন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং অষ্টম-সম্মিলন বর্দ্ধমানে এবং নবমসম্মিলন যশোহরে হইলেই সঙ্গত হইবে।" তখন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় স্বীয় প্রস্তাব

প্রত্যাহার করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন ও যশোহরে নবম অধিবেশন হইবে।

সপ্তমসম্মিলনের অবসানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় যশোহরে প্রত্যাগমন করিয়া নলডাঙ্গাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুর, নড়াইলভূস্বামিপরিবারের শীর্ষস্থানীয় রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, ও(বর্ত্তমানে অনারেবল্) শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, যশোহরের অন্যতম সুসন্তান সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং যশোহরের জেলাজজ রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রমুখ রাজ-কর্ম্মচারিবর্গ, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, স্থানীয় জমিদারবর্গ প্রভৃতি যশোহরের মুখপাত্রগণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা সকলেই এই শুভানুষ্ঠানে সম্মতি-জ্ঞাপন ও আনন্দপ্রকাশ করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়, যশোহরের বহু প্রধানব্যক্তি দ্বারা স্বয়ং বর্দ্ধমানে যাইয়া বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনকে যথাবিধি আমন্ত্রণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তদনুসারে তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও বর্দ্ধমানে গমন ও অষ্টমসম্মিলনে যোগদান করেন। কিন্তু, হঠাৎ বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যানুরোধে অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি যশোহরে ফিরিতে প্রস্তুত হন। আসিবার পূর্ব্বে তিনি বিভিন্ন-শাখাসভার সভাপতি-মহাশয়গণের অনুমতি লইয়া সমাগত সাহিত্যসেবিমহাশয়গণকে নবমসম্মিলনের জন্য যশোহরের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, যশোহরবাসী (বর্ত্তমানে 'বসুমতী'র অন্যতম সম্পাদক) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, মহাশয় এই সময় শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে বলেন যে "যশোহর-খুলনার পক্ষ হইতে একযোগে সম্মিলনকে আহ্বান করাই কর্ত্তব্য।" তখন শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, বর্ত্তমান খুলনার সন্তান ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাসায়নিক পণ্ডিত ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি মহাশয়কে বলেন যে "খুলনার অপর কেহ এখানে নাই। আপনি যদি খুলনার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তবে আসুন, খুলনা ও যশোহরের পক্ষ হইতে একযোগে যশোহরে সম্মিলনকে আহ্বান করা হউক্।" উত্তরে ডাঃ রায় মহাশয় বলেন, "খুলনার কাহারও সহিত আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয় নাই। সুতরাং আমি খুলনার পক্ষ হইতে,

নিমন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ।" কাজেই বাধ্য হইয়াই রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর একমাত্র যশোহরের পক্ষ হইতে সম্মিলনকে যশোহরে আমন্ত্রণ করেন। অষ্টমসম্মিলনের অবসানের প্রাক্কালে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের সাধারণসভায় যশোহরের পক্ষ হইতে পুনরায় নিমন্ত্রণ করা বিধিসঙ্গত জানিয়া যশোহরের অন্যতম গৌরবস্থল চৌবেড়িয়াবাসী কবিবর ৺ দীনবন্ধু মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় যশোহরবাসিগণের পক্ষ হইতে সম্মিলনকে যথাবিধি নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সানন্দে এই নিমন্ত্রণ গৃহীত হয়। পরে এই সংবাদ রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় যশোহরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সাহিত্যানুরাগী জন-সাধারণ ও সাহিত্যসেবিগণের গোচর করেন, তাহার ফলে সাধারণের মধ্যে উত্তম আগ্রহ জাগরিত হয়। অল্পকাল মধ্যেই যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবমঅধিবেশনের উদ্‌যোগ আয়োজন আরব্ধ হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতি ও তাহার কার্য্যকরীসমিতি গঠন।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৩ শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ) অপরাহ্নে যশোহর টাউন্‌হলে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের সর্ব্ববিধ আয়োজন করিবার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতিগঠন, অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যকারক-নির্ব্বাচন ও কার্য্যকরীসমিতিগঠন এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় কার্য্য-ব্যবস্থার জন্য যশোহরবাসী জনসাধারণের এক মহতী সভা হয়। এই সভায় যশোহরের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সুধী সজ্জনগণের সমাগম হইয়াছিল। যশোহর চাঁচড়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায় মহোদয়ের প্রস্তাবে যশোহরের প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যশোহরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেস্‌ন্স জজ্ রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে যশোহর মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান্ প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাঙ্খ্যমীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের সমর্থনে সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে যশোহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয় ও (অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে) সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ দত্ত

বি এল্ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী (উকীল,) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু (উকীল,) শ্রীযুক্ত সুখময় দাস গুপ্ত বি এল্, পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাঙ্খ্যমীমাংসাতীর্থ, খোন্দকার তফেল্-উদ্দীন মহাশয়গণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি এল্, শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র বি এল্, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী বি এল্, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বসু (উকীল) মহাশয়গণ সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন, এবং শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (উকীল) কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। অভ্যর্থনা-সমিতির এই কার্য্যকারকগণ এবং অপর কতিপয় গণ্য মান্য ব্যক্তিকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির উপর—বিশেষভাবে তাহার কার্য্যকরী-সমিতির উপর সম্মিলন-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়।

বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনের সময়।

যশোহর ডিঃ বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি এল্, মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার বি এল্, মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন ডিসেম্বরে বড়দিনের অবকাশে হইবে অবধারিত হয় ও অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্যকরী-সমিতির উপর বড়দিনের অবকাশে কোন্ কোন্ দিনে অধিবেশন হইবে তাহা স্থির করিবার ভার দেওয়া হয়।

বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনের সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ বাহাদুরের প্রস্তাবে ও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বর্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এ বাহাদুর বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যখন বর্দ্ধমানে অষ্টমসম্মিলনে উপস্থিত হন, তখন অনেক প্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যসেবী তাঁহাকে বলেন যে "মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি যে ভাবে বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-কল্পে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিতেছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণের পরিচর্য্যায় প্রযত্ন করিতেছেন—বিশেষতঃ তিনি যেভাবে

বঙ্গসাহিত্যসেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে আগামী সম্মিলনে (যশোহরে) তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করা কর্ত্তব্য।" এই কথা শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর মহারাজাধিরাজের নিকট উত্থাপন করিলে তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতি যদি তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তবে তাঁহার আপত্তি হইবে না। এই সূত্রেই মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বের প্রস্তাব অভ্যর্থনাসমিতিতে গৃহীত হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্যালয়।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে অভ্যর্থনাসমিতির ও তাঁহার কার্য্যকরীসমিতির কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট হয়।

দিন-নির্ণয়।

২৬ শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট ১৯১৫) বুধবার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্যকরীসভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে ২৫।২৬ ডিসেম্বর (১৯১৫) ৯। ১০ই পৌষ (১৩২২) শনিবার ও রবিবার যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন হইবে।

শাখা-সভাসমূহের সভাপতিগণ।

১লা ভাদ্র (১৮ই আগস্ট ১৯১৫) বুধবার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের গৃহে অভ্যর্থনাসমিতির এক অধিবেশন হয়। তাহাতে সর্ব্ববাদি-সম্মতিমতে স্থিরীকৃত হয় যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ মহাশয় দর্শন-শাখা-সভার সভাপতি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় ইতিহাস-শাখাসভার সভাপতি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি; এফ্, জি, এস্ মহাশয় বিজ্ঞান-শাখাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি, এফ্, জি, এস্ মহাশয় বিজ্ঞানশাখা-সভার নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক সদস্যগণ কর্ত্তৃক অষ্টমসম্মিলনের শেষে বর্দ্ধমানেই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।) নির্ব্বাচিত শাখা-সভাপতি মহাশয়গণ অচিরেই অভ্যর্থনা-সমিতিকে পদগ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এই সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে গমন করেন। তৎকালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে সাধারণসভাপতিত্ব-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে তিনি প্রথম দিনে সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হন। এ বিষয়ে অল্প-দিন পরেই তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়কে ইংরেজী ভাষায় যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"প্রিয় রায় বাহাদুর! আগামী ডিসেম্বর মাসে যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে আমি কেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিব না, তাহা আপনাকে মৌখিক বলিয়াছি, এখন তাহা লিখিয়া জানাই-তেছি। আপনি ও যশোহরের ভদ্র মহোদয়গণ আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নানা কারণে আমি আপনাদের প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অপারগ। নিম্নে কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিতেছি। (১) প্রথমতঃ আমার মতে যিনি বাঙ্গালাদেশে সমগ্রজীবন সাহিত্যচর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, তাঁহাকেই সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত। আমি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে সভাপতি-পদ-গ্রহণ শোভনীয় নহে। (২) দ্বিতীয়তঃ গত দুইবার সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া আমি যে অভিজ্ঞতাটুকু অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, সম্মিলনের সভাপতির পক্ষে শুধু প্রভূত অধ্যয়নশীল হইলেই চলে না, পরন্তু তাঁহাকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা-দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে অভি-নিবিষ্ট রাখিতে হয় এবং আপন অভিভাষণে নীরস ঘটনাবলীর সঙ্গে গবে-ষণামূলক অনেক মনোরম তথ্যের অবতারণা করিতে হয়। এক্ষেত্রেও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, আপনাদের প্রদত্ত সম্মান-গ্রহণের অন্যতম অন্তরায়। (৩) তৃতী-য়তঃ যেহেতু সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত অধিবেশন বর্দ্ধমানে হইয়াছিল তজ্জন্য এবং অন্যান্য কারণে আমি এবার সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইতে পারিব না, তা'সে যশোহরে হউক্, কি অন্যত্রই হউক্।"

সাধারণসভাপতি-পরিবর্ত্তন।

অতঃপর ২৪ ভাদ্র (১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫) শুক্রবার "যশোহর লোন্-কোম্পানী"র কার্য্যালয়ে অভ্যর্থনাসমিতির এক অধিবেশন হয়, তাহাতে

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের সভাপতিপদ-গ্রহণে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় নবমসম্মিলনের সাধারণ-সভাপতি ও সাহিত্যশাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অল্পকাল মধ্যেই শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় পদগ্রহণে স্বীকার জ্ঞাপন করেন এবং সাহিত্য-শাখা-সভা গঠনে উদ্‌যুক্ত হন।

কিছুদিন পরে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন।* তখন শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়কে অস্বাস্থ্য বশতঃ অসামর্থ্য জানাইয়া পদত্যাগেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্র এই—

"প্রিয় ও মাননীয় যদুনাথ বাবু,

আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় অনিদ্রা, অজীর্ণ এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি—যাহাতে আমি গত ৩ বৎসর যাবৎ ভুগিতেছিলাম, ঐ সকল পুরাতন উপসর্গ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরপক্ষে আমি যে কার্য্যভার লইয়াছি, তাহার গুরুত্ব দায়িত্ব এবং উহা সুসম্পন্ন করা যে খুব কষ্টসাধ্য তাহা ক্রমে অধিকতর ভাবে অনুভব করিতেছি। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, সম্মিলনের সময় আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

* শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহার অস্বাস্থ্য-জনিত পদত্যাগেচ্ছা জানাইয়া অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

"মাননীয়েষু

কিছুদিন হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করিয়াছিলাম, কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিবেন এবং সভাপতির পদ রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সেরূপ আশা এখন আর করা যায় না। দেখা যাইতেছে, সামান্য কোনরূপ চিন্তার ভার তাঁহার উপরে পড়িলেই তাঁহার অসুখের বৃদ্ধি হইতেছে।

যদিও আমরা মনে করিতেছি, সভাপতির কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না, কিন্তু তিনি যেরূপ প্রোগ্রাম্ করিয়াছেন,

উপরোক্ত অবস্থায় সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া সভাপতির দায়িত্ব হইতে আমাকে অবসর দিয়া ঐ পদে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার সম্বন্ধে কোন লেখকের বিরুদ্ধ সমালোচনার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। শারীরিক অসুস্থতায় আমার মন নানা প্রকার আশঙ্কায় পূর্ণ।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অধিক অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পদ-ত্যাগপত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্র এই—

"মাননীয় নবম বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের
অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়-
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

আমি ক্রমে অধিক অসুস্থ হইতেছি। পূর্ব্বপত্রে আপনাকে সমস্ত জানাই-য়াছি। অসুখের জন্যই সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি

বশংবদ
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।"

তাহাতে তাঁহার অতি গুরুতর পরিশ্রম করার প্রয়োজন। তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে এ পরিশ্রম হইতে কিছুতেই তাঁহাকে নিরস্ত করা যাইবে না। সভা-পতির পদ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রাখিতে হইলে এ গুরুতর পরিশ্রম তিনি করিবেনই। তাহাতে আমাদের বিশেষ আশঙ্কা এই যে, সম্মিলনের অধি-বেশনের পূর্ব্বেই তিনি একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন। এ জন্য আমরা ইচ্ছা করি, আপনারা এই সময়ে অন্যলোক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দি'ন।

শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয় জানাইয়া আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন জানি-লাম। আপনার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। তিনি এখনও এবিষয় লইয়া ভাবিতেছেন দেখিয়া আমি আপনাকে পুনরায় লিখিতেছি। প্রার্থনা করি, আপনি তাঁহাকে যতশীঘ্র হয় এই চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিবেন।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আশাকরি ভাল আছেন। ইতি

স্নেহাধীন
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।"

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, পদত্যাগের সংবাদ সাহিত্যপরিষৎকেও জ্ঞাপন করেন।§ ১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) স্থানীয় লোন্ অফিসে অভ্যর্থনাসমিতির এক অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয়ের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়। এই সভাতেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ বহুভাষাবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি এইচ্, ডি, মহোদয় নবমসম্মিলনের সাধারণসভাপতি ও সাহিত্য-শাখাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অবিলম্বে পদগ্রহণে সম্মতি-জ্ঞাপনপূর্ব্বক কার্য্যব্যবস্থায় মনোযোগী হন।

ইতিহাস-শাখার গোলযোগ।

ইতিহাসশাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ-স্বরূপে 'ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ইতিহাস-শাখাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন' এই অনুরোধ করিয়া প্রসিদ্ধঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়গণ ও যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়গণ অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয়ের নিকট ২৫ ভাদ্র তারিখে এক পত্র লেখেন। সেই পত্র এই—

§ সাহিত্যপরিষদের সহকারী সম্পাদক, অভ্যর্থনাসমিতিকে সে পত্রের যে প্রতিলিপি পাঠান, তাহা এই—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,—

শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আমি যশোহর সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব আপনার প্রেরিত পুস্তকগুলি আমার ভৃত্যের হাতে ফেরত পাঠাইলাম। প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

বশংবদ
(স্বাক্ষর) শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।"

১৬নং সাগর ধরের লেন
কলিকাতা ২৫শে ভাদ্র ১৩২২।

"মান্যবর
শ্রীযুক্ত নবমবঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনের
অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের অষ্টম (বর্দ্ধমানের) অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখা, নবমসম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতি সেই নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন এরূপ অবগত হইয়াছি। আমাদের বোধ হয়, ইতিহাসশাখার সভাপতিও ইতিহাসসেবিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। ইতিহাসের সেবায়, সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষা ও উদ্ধারকল্পে যিনি যথার্থ সাধনা করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতএব বঙ্গের ইতিহাসসেবিগণকে যশোহর-সম্মিলনের ইতিহাসশাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করুন. অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট আমাদের এই বিনীত অনুরোধ।

আমাদের এই প্রস্তাব যদি অভ্যর্থনাসমিতির অনুমোদিত হয়, তবে অভ্যর্থনাসমিতি সম্মিলনপরিচালনসমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে সত্বরই অর্থাৎ পূজাবকাশের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ইতিহাসসেবিগণের একটি সভা আহ্বান করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীআনন্দনাথ রায়
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়"
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয় ১৬নং সাগর ধরের লেন কলিকাতা ঠিকানায় প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের জানান যে "অভ্যর্থনাসমিতির ইতিহাসশাখার সভাপতি-নির্ব্বাচনে ন্যায়সঙ্গত ও প্রথাসিদ্ধ যে অধিকার আছে তদনুসারেই কার্য্য করা হইয়াছে। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক এই পত্র প্রত্যাহার করুন, অন্যথা অভ্যর্থনাসমিতির

সভ্যগণের সমক্ষে ঐ পত্র উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইব।" এই পত্র পাইয়া ১২ই আশ্বিন পত্রলেখকগণ পুনরায় অভ্যর্থনাসমিতিকে যে পত্র লেখেন, তাহা এই—

"যশোহর সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

যশোহর নবম-সাহিত্যসম্মিলনের ইতিহাসশাখার ভাবী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অভিভাষণ স্বাধীনভাবে আলোচনায় অধিকার সমবেত সদস্যগণের থাকিবে এবং কোন উপস্থাপিত প্রবন্ধে যদি সভাপতি মহাশয়ের প্রকাশিত কোন মতের প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধবাদ থাকে, তবে সভাপতি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না এবং সেগুলির যথাযথ আলোচনায় কোন বাধা প্রদত্ত হইবে না।

বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখাদ্বয়ের মত ইতিহাসশাখাতেও প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনের জন্য ১৪ জনের অনধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি নির্ব্বাচিত হউক এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ইতিহাসসেবকদিগকে তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক
,, রমাপ্রসাদ চন্দ	,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
,, সুরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শরৎকুমার রায়
,, রমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়
,, যতীন্দ্রমোহন রায়	

এই দুই বিষয়ে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির এবং ইতিহাসশাখার ভাবী সভাপতির লিখিত সম্মতি পাইলে আমাদের যশোহর-সম্মিলনে যোগদানের অন্তরায় থাকিবে না।

১২ই আশ্বিন }

শ্রীআনন্দনাথ রায়
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

১৬ই আশ্বিন অভ্যর্থনাসমিতির অধিবেশনে এই পত্রদ্বয় আলোচিত হয় ও যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহা পত্রলেখকগণকে বিশেষ বিনয়ের সহিত জ্ঞাপন করা

হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, দ্বিতীয় পত্রে কোন ঠিকানা না থাকায় অন্যতম স্বাক্ষরকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ঠিকনায় (১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা) ঐ পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। তৎপর পুনর্ব্বার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয় সমিতির পক্ষ হইতে যে বিশদ উত্তর লেখেন তাহার অবিকল প্রতিলিপি এস্থানে প্রদত্ত হইল—

"সবিনয় নিবেদন,

আপনাদিগের পত্রোত্তরে আমরা নিবেদন করিতেছি যে—

(১) বিজ্ঞানশাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখার সভাপতি-নিয়োগ অভ্যর্থনাসমিতি হইতেই হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে আমরা যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সদস্যবর্গ ইতিহাসশাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যদি নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাহা সম্মিলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গই করিবেন। সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা সম্মিলনে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎকর্ত্তব্য নিদ্ধারিত করুন।

(২) সভাপতির অভিভাষণ সভায় আলোচিত হওয়া রীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা দিতে অক্ষমতা-হেতু দুঃখিত।

(৩) বিষয়নির্ব্বাচনসমিতিতে সদস্যনিয়োগ প্রতিনিধিবর্গই করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনারাই প্রতিনিধিরূপে যশোহরে সমবেত হইয়া আপনাদের বিষয়নির্ব্বাচনসমিতি সংগঠিত করিয়া লইবেন।

আমরা আশাকরি, আপনারা সকলে যশোহরে সমবেত হইয়া সম্মিলনের সাফল্যে সাহায্য করিয়া যশোহরবাসীকে বাধিত করিবেন। ইতি"

ইহার পর উপর্যুক্ত পত্রলেখকগণ মিলিতভাবে অভ্যর্থনাসমিতিকে কোনও পত্র লেখেন নাই।

এতৎসম্পর্কে ঢাকা-মিউজিয়মের সুযোগ্য কিউরেটার্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয়কে (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫) যে পত্র লেখেন তাহা এই—

সসম্মান নিবেদন এই,

আপনার ২২-৯-১৫ তারিখের অনুগ্রহ-লিপি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি অবসর মত একটু একটু ইতিহাস ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকি এবং সাহিত্যসম্মিলনে সাধারণতঃ ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধই পাঠ করিয়া থাকি।

কিন্তু এবার আর ইতিহাসবিভাগ দাড়াইবার স্পৃহা নাই। আপনারা এবার ইতিহাসবিভাগের যে সভাপতি করিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাস-আলোচনার অপমান করা হইয়াছে বলিয়া শুধু আমার নহে, ইতিহাস-আলোচনা যাঁহাদের জীবনের প্রিয়তম কার্য্য তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিমত। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভ্যরূপে আমি এই নির্ব্বাচনে আমার প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলাম—অবশ্য তাহা টিকে নাই। যাক্—।

মহাশয়ের আহ্বান-মত আমি সাহিত্যশাখায়—"বাঙ্গালা-কাব্যের হিসাব-নিকাশ" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিব বলিয়া ঠিক্ করিয়াছি। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই প্রবন্ধ আপনার হস্তগত হইবে। ইতি

বিনীত নিবেদক

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।"

এই পত্র পাইয়া অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়কে সম্মিলনে যোগদান করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে এই মর্ম্মের কথা লেখা হয় যে "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচনে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু বহুলোকে অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং অভ্যর্থনাসমিতি ঐ নির্ব্বাচন অসঙ্গত মনে করেন নাই। ঐতিহাসিকগণের সহিত নগেন্দ্র বাবুর যে মতদ্বৈধ আছে, সে ক্ষেত্রে তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শন সঙ্গত মনে করি, বিরোধ শোভন মনে করি না।"

তাহার পর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-মহাশয়কে ২রা অক্টোবর তারিখে যে দ্বিতীয় পত্র লেখেন তাহা এই—

বিনীত নিবেদন,

মহাশয়ের ২৮-৯-১৫ তারিখের পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

মহাশয় আমার নমস্য ব্যক্তি; সামান্য একটা বিষয় নিয়া আপনার সহিত কথার কাটাকাটি করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতেছি। তবু অতিবিনীতভাবে মহাশয়ের বিবেচনার জন্য দুই একটি কথা লিখিতেছি।

সাহিত্য-সম্মিলন বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের নাড়ীস্পন্দনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি অনেকেরই ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলন দিন দিন লোকের প্রিয়তর হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় সমগ্র দেশের সম্মতি না লইয়া সভাপতি ইত্যাদি নির্ব্বাচিত করিলে ফলে শুধু অপ্রীতিকর আলোচনা জাগিয়া উঠে এবং উদ্যোক্তাগণের পদে পদে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে।

বসু মহাশয়কে আপনারা সভাপতি করিয়াছেন—ইহাতে "কেহ কেহ" আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু "বহুলোক" অনুমোদনও করিয়াছেন। আপনারা "বহুলোকের" অনুমোদনটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আপত্তি জিনিসটা যখন বিয়োগাত্মক এবং গোমূত্রধর্ম্মী, তখন ইহাকে এমন ভাবে অবহেলা করা সঙ্গত হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি। আর কোন সভাপতি-নির্ব্বাচনে ত এরকম আপত্তি উঠিতেছেনা! তাঁহাদের স্থানে হয়ত অন্য নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাচিত হওয়ায় কেহ প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া জানিনা।

বসু মহাশয়ের সহিত প্রবীণ ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধ আছে বলিয়া আপনি লিখিয়াছেন। শুধু মতদ্বৈধে কি এতবড় একটা ঝড় উঠিতে পারে? তিনি ইচ্ছা করিয়া সারাজীবন + + * এবং বিকৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু এতদিনে তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে এবং একটি একটি করিয়া তাঁহার + + + সব ধরা পড়িয়া—তিনি যে কিরূপ + + + লোক তাহা ঐতিহাসিকগণের নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তিনি + + + + + + + + + + + + হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে এই সমস্ত + + + + সংশোধন করিতে ঐতিহাসিকগণের তিনপুরুষ কাটিয়া যাইবে; তবু অনেক + + থাকিয়া যাইবে ও সত্যের মর্য্যাদা পাইবে। কোন controvertial বিষয় অভিভাষণে থাকিবেনা ইত্যাদি হুজুগ করিয়া সভাপতিত্ব-গ্রহণের প্রয়াস যে কি + + + তাহা আপনারা বুঝিতেছেন না কেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। বসু মহাশয়কে সভাপতি করিলে + + + + যে প্রশ্রয় পাইবে তাহাতে সাহিত্য-সম্মিলনের মঙ্গল উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং কালে বাঙ্গালাদেশের এই প্রাণের জিনিসটি তোষামোদকারী এবং স্বার্থানুসন্ধানরত জনগণের স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল সাহিত্যিক, সম্মিলনকেই বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রক্রিয়া আমার নিকট অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সম্মিলন বর্জ্জন করিবার আমাদের কোনও কারণ নাই। তবে ইতিহাসশাখার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবনা।‡

* পত্রের স্থলে স্থলে ভাষা এত অসংযত যে তাহা মুদ্রিত করা যুক্তিসঙ্গত না বুঝিয়া ঐ সব স্থানে + + + + চিহ্ন দেওয়া হইল।

‡ শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কার্য্যতঃ সম্মিলনকে বর্জ্জনই করিয়াছেন। সম্মিলনে যোগদান করেন নাই।

আপনারা এখনও একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে ভাল হয়। সুরাট্‌কংগ্রেসের ব্যাপার যশোহর-সম্মিলনে অনুষ্ঠিত হইতে না দেখিলেই সুখী হইব। নগেন্দ্র বাবু সভাপতির পদ যদি নিজ হইতে পরিত্যাগ করেন, তবেই সবদিক্ রক্ষা পায়। তাঁহার + + + সাক্ষ্য প্রমাণসহ লম্বা লিষ্ট তৈয়ার হইতেছে, মুদ্রিত হইয়া সম্মিলনস্থলে বিলি হইবে। তিনি যাহাতে Hooted out of the chair হন তাহারও উদ্যোগ সম্পূর্ণ। সম্মিলনের হিতাকাঙ্ক্ষায় মহাশয়ের নিকট এই সমস্ত নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।"

এই পত্র এবং পরবর্ত্তী পত্র হইতে বুঝা যাইতে পারে, মূল ব্যাপার কি এবং তাহাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ঐতিহাসিকগণকে পুনঃ পুনঃ সম্মিলনে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ ও ঐতিহাসিক বিতর্কসঙ্কুল বিষয়সমূহের মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন, কিন্তু কেহই উক্ত কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ইচ্ছুক হয়েন নাই। ইতিহাসশাখার গোলযোগে যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির যে কোনও অপরাধ নাই, একথা নগেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচনে অন্যতম আপত্তি-কারী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পত্রে বুঝা যাইতে পারে এবং গোলযোগের মূল কারণও অনেকটা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, এ জন্য সেই পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল; যথা—

১১।৪।১৬

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার ৯ই তারিখের পত্র (হেমেন্দ্র বাবুর মন্তব্য সহ) গতকল্য হস্তগত হইয়াছে। আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার পূর্ব্বপত্রের উত্তর দিয়াছি। বোধ হয় তাহা পাইয়াছেন। আপনাকে কুমার শরৎকুমার রায় যেরূপ কথা দিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি রাজসাহী আসিয়াছিলেন। আসিয়াই দেখেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সবিতাকুমার (বয়স ১৪ বৎসর) নিউমোনিয়া-রোগাক্রান্ত। গতকল্য ৯॥০ ঘটিকার সময় সবিতাকুমার ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে (দয়ারামপুরে) কুমার শরৎকুমারের স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই তিনি স্ত্রীকে এই ভীষণ সংবাদ শুনাইতে

বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। যদি এই দুর্ঘটনা না ঘটিত, তবে কুমার শরৎকুমার এখানে কথাবার্ত্তা কহিয়া কলিকাতায় যাইয়া সেখানকার বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কথানুরূপ কার্য্য নিশ্চয়ই করিতেন।

আমি রঙ্গপুরে উত্তরবঙ্গসম্মিলনে গিয়া হাঁটুতে আঘাত পাইয়া আসিয়াছি, এবং এখনও একরূপ শয্যাশায়ী। অবশ্য শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিব। কিন্তু ইষ্টারের ছুটীতে কুমার শরৎকুমারের সহিত মিলিত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

আমাদের কলিকাতার বন্ধুগণ ইতিহাসশাখায় নগেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন অন্যায় মনে করেন না। তাঁহারা এবং আমরা ইতিহাসশাখার প্রত্যেক তর্ক-সঙ্কুল বিষয়ের স্বাধীন আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানের ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সে অবসর দিয়াছিলেন না। বর্দ্ধমানেই বিরোধের সূত্রপাত। যদি এ বিষয়ের এবার মীমাংসা প্রয়োজন মনে করেন, তবে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিবেন (ঠিকানা ১৬নং চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, ভবানীপুর)।

আর একটি কথা, বর্দ্ধমানসম্মিলনের ইতিহাসশাখায় নগেন্দ্র বাবু "বিক্রমপুর" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু ইতিহাসশাখার সভাপতি নাকি সেই বিষয়টি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে দেন নাই। বিশেষতঃ বিক্রমপুরের পক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়কে কথা বলিতে দেন নাই। এই নিমিত্তই বিক্রমপুরবাসীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি এই ঔদাসীন্য। মূলকথা আপনাকে আমি খুলিয়া লিখিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্য সম্মিলনকে চারিশাখায় বিভক্ত করা হয়; কিন্তু বর্দ্ধমানে সেই আলোচনা রহিত করা হয়। তাহার পর ইতিহাস-শাখার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের যথেচ্ছাচার ও অত্যাচার। "উদার পিণ্ডী বুধার ঘাঁড়ে" পড়িয়াছে; বর্দ্ধমানের কর্ত্তৃপক্ষের এবং সেখানকার ইতিহাস-শাখার সভাপতির অনাচারের ফল দেখিতেছি আপনাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। আমরা বৎসর ভরিয়া এ বিষয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি করিয়াছি; বর্দ্ধমানের কথা আমি স্বাক্ষরিত পত্রে "বাঙ্গালীতে" লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু কেহ এ যাবৎ উচ্চবাচ্য করে নাই। এখন আর সময় নাই। আমরা ত কাজের বাহিরে। হেমেন্দ্র বাবুকে এই পত্রের মর্ম্ম জানাইবেন। জনকয়েক "পেত্নীতাত্ত্বিক" না গেলে সম্মিলনের কোনই ক্ষতি হইবে না। যশোহর-সম্মিলন

নিশ্চয়ই সফল হইবে। ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফীর অভাব একটা গুরুতর অভাব। বাগ্দেবতার নিকট আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

ভবদীয়—

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

এই পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, ঐতিহাসিকবর্গ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন অন্যায় মনে করেন না; যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির উপর দোষারোপও করেন না। অথচ ইঁহারাই সম্মিলিতভাবে আপত্তি জানাইয়াছেন এবং সংবাদপত্রে অভ্যর্থনাসমিতিকে আক্রমণ করিয়াছেন।

সম্মিলনের সময়-পরিবর্ত্তন।

সম্মিলনের উদ্‌যোগ আয়োজন অর্থসংগ্রহের চেষ্টা তীব্রতা লাভ করিতে করিতেই যশোহরের বক্ষে ম্যালেরিয়া-পিশাচীর উন্মত্ত তাণ্ডব আরব্ধ হইল। প্রতিগৃহে রোগশয্যা বিস্তৃতি লাভ করিল। অনেকে স্বাস্থ্য-সংস্কারার্থে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। একদিকে এই প্রাকৃতিককোপ ম্যালেরিয়াপ্রকোপ, অপরদিকে সাহিত্যসেবিগণের অনুরোধ, কাজেই সময় পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল্, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্, এ, বি, এল্, প্রমুখ সাহিত্যসেবিবর্গ ও নির্ব্বাচিত সাধারণসভাপতি এবং ইতিহাসশাখার সভাপতি মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে "সম্মিলনের অধিবেশন, বড়দিনের অবকাশে না হইয়া গুড্ ফ্রাইডের অবকাশে হউক্।" দর্শনশাখা ও বিজ্ঞানশাখার সভাপতিমহাশয়দ্বয়ও এই পরিবর্ত্তনে অনুমোদন করিলেন।

নির্ব্বাচিত সাধারণসভাপতি মহাশয় ও ইতিহাসশাখার সভাপতি মহাশয় একযোগে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়কে যে পত্র দেন, তাহা এই—

কলিকাতা,

১৩ই কার্ত্তিক ১৩২২।

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।

সসম্মান সবিনয় নিবেদন—

আগামী বড় দিনের বন্ধে যশোহরে সাহিত্যসম্মিলনের যে দিন স্থির হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যিকগণের বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ অনেক সাহিত্যিক ঐ সময়ে কাশী প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন। এত অল্প সময়ের

মধ্যে প্রবন্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে। আমাদেরও এ সময়ে যশোহরে উপস্থিত হওয়া সুবিধাজনক হইবে না। এ কারণ আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ইষ্টারের বন্ধে সাহিত্যসম্মিলনের সময় স্থির করিয়া সাধারণকে জানাইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

একান্ত বশংবদ
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।"

১২ই নভেম্বর (১৯১৫) তারিখে "যশোহর টাউন্‌হলে" অভ্যর্থনাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি মহাশয়গণের ও প্রখ্যাতনামা সাহিত্য-সেবিগণের পত্রাদি আলোচিত হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশেই যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন হইবে। এই সময়-পরিবর্ত্তনের সংবাদ সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়।

যশোহরের 'যশোহর'পত্র ও কলিকাতার 'বসুমতী'র মধ্যে সাহিত্যসম্মিলন-সম্পর্কে যে বাদ-প্রতিবাদ হয়, তাহাতে 'যশোহর'পত্র 'বসুমতী'র দলকে যে আক্রমণ করেন, সেই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির উপর কটাক্ষ করিয়া বসুমতীতে যে পত্র প্রকাশ করেন, তাহা এই সভায় আলোচিত হয় এবং স্থিরীকৃত হয় যে 'যশোহর'-পত্রে 'বসুমতীর' দলকে যে 'কাবুলীদাওয়াই' দিবার কথা প্রকাশিত হইয়াছে,* তাহার সহিত অভ্যর্থনাসমিতির কোনও সংস্রব নাই। বসুমতীর অন্যতম

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচন-সম্পর্কে 'যশোহর' ও 'বসুমতী'র মধ্যে বাক্‌কলহ উপস্থিত হয়। 'বসুমতী' যাহা লেখেন তাহার মর্ম্ম এই যে—'নির্ব্বাচন বৈধ হয় নাই, কমিটিতে হয় নাই; যদু বাবু ইচ্ছামত করিয়াছেন।' "যশোহর" প্রতিবাদে যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই যে—'শাস্ত্রী মহাশয় কমিটীতে বিধিমত "মনোনীত" হইয়াছেন, আমরা কমিটীতে ছিলাম।' 'যশোহর'পত্র 'নির্ব্বাচিত' স্থলে অসাবধানতাহেতু 'মনোনীত' লেখায় 'বসুমতী' 'যশোহরের' ভুল ধরেন এবং প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া 'যশোহর'-সম্পাদককে 'বিদেশী শত্রু' "নীলাম-ইস্তাহারভোজী" বলিয়া গালি দেন। পরে সুর চড়াইয়া 'যশোহর'-সম্পাদককে 'কুক্কুর' বলেন। 'যশোহর'-সম্পাদক শাসাইয়া এই মর্ম্ম লেখেন যে 'বসুমতী যদি বেশী বাড়াবাড়ি করেন, তবে "কাবুলী-দাওয়াই" দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে।' 'যশোহর'—সম্পাদক, 'বসুমতীর' দলকে স্পষ্টভাবেই "বক্কেশ্বরীদল" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদিগকে কাবুলীদাওয়াই দিতে চাহেন। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারকে অন্যরূপে বুঝাইয়া

সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। পরে এই নির্দ্ধারণ, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়। অতঃপর ৫ই ডিসেম্বর (১৯১৫) "যশোহর-সম্মিলনীবিদ্যালয়"গৃহে অভ্যর্থনাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৮।৯ বৈশাখ (১৩২৩) ইংরেজী ২১।২২ এপ্রিল (১৯১৬), বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের দিন স্থিরীকৃত হয়।

নিমন্ত্রণ।

অভ্যর্থনাসমিতি, বঙ্গের সাহিত্যসেবি-সম্প্রদায়কে প্রবন্ধরচনার জন্য ও সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। দর্শনশাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ও দর্শনশাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় একযোগে দার্শনিকগণকে প্রবন্ধ-রচনার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। বিজ্ঞানশাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন, এবং ইতিহাসশাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত

"যশোহর পত্র সাহিত্যিকগণকে "কাবুলীদাওয়াই" দিতে চাহিয়াছে 'যশোহর'-সম্পাদক অভ্যর্থনাসমিতির সভ্য, অতএব যশোহরে কাহারও যাওয়া উচিত নহে" ইত্যাদি ঘোষণা করিয়া কতিপয় লোক, অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা বিকৃত করায়, অভ্যর্থনাসমিতি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি কি কারণে সম্মিলনে আসিতে অনিচ্ছুক, তাহা এই পত্রে বুঝা যাইবে। পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"Dear Sir,

I have to thank you for your kind letter of the 30th March. for reluctance to attend the Jessore Conference is not due to the কাবুলী দাওয়াই and other articles published in the যশোহর newspaper though these writings have embittered our feelings. In a letter addressed to you by myself and other gentlemen we requested you to undertake to arrange for discussion of all controversial questions in the Historical Section—discussion of controversial questions raised even in the Presidential address. We also suggested certain names for the Subjects Committee of the Historical Section. As your reply to that letter could not give us satisfaction, so we resolved to hold ourselves aloof from the Jessore Conference. If is not possible for to do any thing now without consulting other signatories and friends interested in the question. But there is hardly

ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ইতিহাসচর্চ্চা-কারিগণকে পত্র লেখেন। সাহিত্যশাখা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনও পত্র লেখা হয় না। অভ্যর্থনাসমিতি সাহিত্যিকসভা, পাঠাগার, আলোচনাসমিতি প্রভৃতিকে এবং সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী সাহিত্যবন্ধুগণকে সাহিত্যসম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। হিন্দু মুসলমান্ বৌদ্ধ জৈন ব্রাহ্ম খৃষ্টান্ সকল সম্প্রদায়ের সাহিত্যসেবীকেই সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। যশোহরের কবিকুললক্ষ্মী শ্রীমতী মানকুমারী বসু মহাশয়ার নির্দ্দেশ-মত বঙ্গের সাহিত্যসেবাপরায়ণা মহিলামণ্ডলীকেও সসম্মানে সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হয়। সভামণ্ডপে তাঁহাদের বসিবার জন্য স্বতন্ত্রস্থান ও পর্দ্দার ব্যবস্থা করা স্থির হয়।

কন্‌শেশন্ সার্টিফিকেট্।

নবম বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে যে সমস্ত প্রতিনিধি বা দর্শক যশোহরে আগমন করিবেন, তাঁহাদের পাথেয়-ব্যয়ের আনুকূল্য অভিলাষে অভ্যর্থনা-সমিতি পূর্ব্বেই এতৎপ্রদেশীয় সমস্ত রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কন্‌শেশন্-(এক ভাড়ায় যাতায়াতের) ব্যবস্থা করিবার জন্য আবেদন করেন। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে ও আসামবেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, অভ্যর্থনাসমিতির প্রার্থনা পূর্ণ করেন। তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে অভ্যর্থনাসমিতি নিমন্ত্রণ-পত্রের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর জন্য কন্‌শেশন্ সার্টিফিকেট্ প্রেরণ করেন।

সম্মিলন-মণ্ডপ।

যশোহর টাউনহলের দক্ষিণে সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য বহু ব্যয়ে এক বিরাট্ সুন্দর মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়।

---

time for doing so. Besides, Sarat Kumar Ray is now in trouble. His eldest boy is attacked with Pneumonia and Col Brown has come from Calcutta to attend him. I myself am also practically bed-ridden. I went to Rangpore to attend the N. B. Lit. Conference and had an accident there. So these is no knowing when we shall be in a position to go to Calcutta to meet our friends there and discuss the question together. Under these circumstances I should request you not to harbour any sorrow for our in ability to attend the forth coming Jessore Conference.

Wishing the conference every success.

I remain yours sincerly
Rama Prosad Chanda"

স্থান-সংস্থান।

সম্মিলনের প্রতিনিধি ও দর্শক-মহাশয়গণের অবস্থানের জন্য সার্কিট্-হাউস্, ডাক্‌বাঙ্‌লো, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড-গৃহ, লোকালবোর্ড-গৃহ, জেলাস্কুল-গৃহ, জেলাস্কুলের হিন্দু ও মুসলমান্‌বোর্ডিংগৃহ, সম্মিলনীস্কুলগৃহ, লোন্‌কোম্পানীর গৃহ, নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুরের বাসাবাটী, নড়াইলের জমিদারগণের বাসাবাটী ইত্যাদি গৃহীত হয়। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের গৃহে এবং স্থানীয় সম্পন্ন সদাশয় ভদ্র-মহোদয়গণের গৃহেও বহুলোকের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

দুই জন সাহিত্যিকের নিমন্ত্রণ-প্রত্যাহার।

যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির আমন্ত্রণে অনেক মাননীয়া মহিলা সাহিত্য-সেবিকা যশোহরের নবমসম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে মাননীয়া মহিলামণ্ডলীর প্রতি আপত্তিকর ইঙ্গিতযুক্ত এক প্রবন্ধ কলিকাতার দৈনিক "বসুমতী" পত্রে ১৮ই চৈত্র প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধ মাননীয়া মহিলামণ্ডলীর অসম্মানকর বিবেচিত হওয়ায় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল্ মহাশয়, ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস্ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি এল্ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় প্রভৃতি বসুমতীর ঐ প্রবন্ধের লেখকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা সঙ্গত কিনা অভ্যর্থনাসমিতিকে ইহা স্থির করিতে অনুরোধ করেন।

পত্রগুলি এস্থানে উদ্ধৃত হইতেছে—

(অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের নিকট লিখিত)

নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পত্র—

6 Lansdown Road

12.4.16

"সাদরসম্ভাষণমেতৎ,

বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, এবারের সাহিত্যসম্মিলনে বাঙ্গলাদেশের মাননীয়া বিদুষী লেখিকাগণ যোগদান করিবেন। ভদ্রবংশজ সাহিত্যিকগণের নিকট এসংবাদ শুভসংবাদ; কারণ, যে সকল বিদুষী মহিলা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পে শ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার ইহা একটি শুভ সুযোগ।

এই উপলক্ষ ধরিয়া দৈনিক "বসুমতী" নানাপ্রকার কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে। 'যশোহর' পত্রিকা, এই সকল নীচমনা লোকের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অতি সমীচীন বলিয়া মনে করি। আপনি এবারের সম্মিলনের সারথি। মহিলাগণের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিতকারীদিগের যথাযোগ্য শাসন হওয়া উচিত একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শাসনের যে কোন পথই অবলম্বন করা হউক, তাহার উদ্যোগ আপনাকেই করিতে হইবে। উচিতমত শাস্তির বিধান করিলে আমাদের শিক্ষিতসমাজস্থ ভদ্র পুরুষের পৌরুষেরই পরিচয় দেওয়া হইবে এবং শিক্ষিত সাহিত্যিক-মণ্ডলী তাহাতে যৎপরোনাস্তি সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। কি ব্যবস্থা এ সম্বন্ধে করিবেন, যদি অনুগ্রহ করিয়া জানান তবে কৃতার্থ হইব; নিবেদন ইতি।

ভবদীয়

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।"

(নাটোর)

-০:*:০-

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয়ের পত্র।

১৩। ৪। ১৬

"শ্রীযুত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর

মহাশয় সমীপেষু।

"সবিনয় নিবেদন।

বিগত ১৮ই চৈত্রের দৈনিক বসুমতীতে আগামী সাহিত্যসম্মিলনে বঙ্গীয়-লেখিকাদিগের যোগদান-সম্ভাবনায় যে অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনার গোচরে আসিয়াছে। সংবাদপত্রে এরূপ ভাষার প্রয়োগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়। সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির এ সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য আছে কিনা তাহার নির্দ্ধারণ-জন্য বসুমতীর ঐ অশিষ্ট মন্তব্য সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করেন, ইহা আমার অনুরোধ। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।"

—-:*:০—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই, সি, এস্ মহাশয়ের পত্র।

১৯ ষ্টোর রোড

বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

১৪।৪।১৬

"রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী সাহিত্যসম্মিলনে মহিলারা যোগদান করিবেন এই উপলক্ষে দৈনিক বসুমতী যে অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় আপনি শুনিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আপনার চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। অতএব আমি অনুরোধ করি, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, "বসুমতী" কাগজের সম্পাদকের সম্মিলনে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

—০:*:০—

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই, প্রমুখ সাহিত্যিকগণের পত্র।

6, DWARKA NATH TAGORE'S LANE, CALCUTTA,

13. 4. 16.

"সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আগামী সাহিত্যসম্মিলনে মহিলাদের যোগদান উপলক্ষে দৈনিক "বসুমতী" কাগজে যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে, নিশ্চয় দেখিয়াছেন। সম্মিলনের পক্ষ হইতে আপনার ইহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যে কাগজে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার সম্পাদকদের সম্মিলনে প্রবেশ-নিষেধ হওয়া উচিত। কি ব্যবস্থা স্থির হইল, জানিতে পারিলে সুখী হইব।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

—০:*:০—

অপর একখানি পত্র—

"বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্, এ, বি, এল্

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

যে সকল সর্ব্বজনমান্য লেখিকা আগামী সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে দৈনিক "বসুমতী"তে অভদ্র ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক সাহিত্যসেবী নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছেন। সেই জন্য নিবেদন এই যে, আগামী অধিবেশনে ঐরূপ অভদ্র সম্পাদকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়া এই অপমানের প্রতিকার করিবেন। ইতি—

বিনীত—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী),
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।
শ্রীঅনন্তনারায়ণ সেন।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (মানসী)
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (ভারতী)
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ভারতী)
শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীজলধর সেন (ভারতবর্ষ)
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

—•:*:•—

'ভারতী'-কার্য্যালয় হইতে লিখিত অপর একখানি পত্র।

ভারতী-কার্য্যালয়।

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ১৩।৪।১৬

"শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী সাহিত্যসম্মিলনে 'বসুমতী' কাগজের সম্পাদকদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা সম্বন্ধে বহু সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত যে পত্র পাঠাইয়াছি, সে সম্বন্ধে মীমাংসা কি করিলেন, অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে জানাইবেন।

একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা ভালো। আমরা যতদূর জানিয়াছি, "বসুমতী"র ঐ প্রবন্ধের লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐ কাগজের সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এঁদের দুজনকেই এবারকার সম্মিলন হইতে বাদ দেওয়া হয়, এই আমাদের অভিপ্রায়। অপরাধ এত গুরুতর যে কেবল 'ক্ষমা-প্রার্থনা" আদায় করিয়া তাঁহাদের অব্যাহতি দেওয়া যায় না। কারণ, এ তো কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ নয়;--এ আমাদের দেশের সকল মহিলার অপমানকর। অতএব এ দোষের ক্ষমা করিবার আমরা কে! 'ক্ষমা-প্রার্থনায়" এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইতে পারে না; কিম্বা ঐ প্রবন্ধের একটা টীকা করিয়া উহার বিষ মারিবার চেষ্টাও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

আমাদের স্পষ্ট কথা এই যে, সম্মিলনে ঐ দুইজনের 'প্রবেশ-নিষেধ' করিতে হইবে—তাহা ঐ প্রবন্ধের লেখক বা ঐ কাগজের সম্পাদক হিসাবেই হৌক্ বা অন্যকোন সভাসমিতির প্রতিনিধিরূপেই হৌক্। ইতি

বিনীত

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—০:০—

'মানসী-কার্য্যালয়ের একখানি পত্র এই—

১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা।

৪ঠা বৈশাখ, ২৩।

"রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার

মহাশয় সমীপেষু,

যশোহর।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী যশোহর—"সম্মিলনে" মহিলাদিগের যোগদান সম্বন্ধে বসুমতীতে যে অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রলোক মাত্রেরই একান্ত মর্ম্মাহত হইবার কথা। ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি প্রতিবিধান করিলেন জানিতে পারিলে, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিব। প্রত্যুত্তর প্রার্থনীয়। ইতি

ভবদীয়

বিনীত শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

'মানসী'র সহঃ সম্পাদক।

—০:০:০—

এই সমস্ত পত্রে লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ অভ্যর্থনাসমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে "সম্মিলন-মণ্ডপে" অভ্যর্থনাসমিতির এক অধিবেশন হয়, তাহাতে সাহিত্য-সেবিবর্গের পত্র আলোচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, "অভ্যর্থনা-সমিতির মতে 'বসুমতী'র প্রবন্ধ আপত্তিজনক ; ঐ প্রবন্ধের লেখক ও বসুমতী-সম্পাদকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু সাহিত্যিকগণের মধ্যে অশান্তিদূরীকরণার্থে স্থিরীকৃত হইল যে, এই সভায় উপস্থিত সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্, এ ও অভ্যর্থনাসমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়গণ, যাহাতে বসুমতীর কর্ত্তৃপক্ষ ঐ আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য সরলভাবে দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন তাহার চেষ্টা করিবেন। ইহাঁরা অকৃতকার্য্য হইলে 'বসুমতী'র নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইবে। এই নির্দ্ধারণ, সাহিত্যপরিষৎ ও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্, এ, মহাশয় জানাইবেন।" তখন অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ, 'বসুমতী'-সম্পাদককে এই মন্তব্যের প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন। 'বসুমতী'-সম্পাদক কোনও প্রত্যুত্তর দেন না। ইহার পর ৬ই বৈশাখের (১৩২৩) দৈনিক বসুমতীতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া একটী প্যারা লেখা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গেই ঐ কাগজে অপর একটী প্যারায় মহিলাদিগকে ও অনেক সাহিত্যসেবীকে অশিষ্ট আক্রমণ করা হয়। ঐ দুঃখপ্রকাশজনক মন্তব্য পাঠ করিয়া নাটোরের মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি যে দুইখানি টেলিগ্রাফ প্রেরণ করেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

Rai Bdhadur Jadunath Mozumdar
Jessore

Having regard to highly objectionable Vituperative articles published side by side with socalled apology in Nayak and [illegible]mati today we very much regret we can not accept the [illegible] sincere and genuihe on the contrary articlcs in [illegible] made [illegible]tion decidedly worce—Maharaja nattore [illegible]endra Abanindra Rathindra Satyendra Provatkumar [illegible]naryan Manilal Charu Ramananda and others—

—০:#:০—

Rai Bahadur
Jadunath Mazumdar
Jessore

Maharaja natore and many others consider the apology unsatisfactory—Khagendranath

—০:*:০—

ভারতী, মানসী, প্রবাসী প্রভৃতির লেখক ও পরিচালকগণ স্বতন্ত্রভাবে অভ্যর্থনাসমিতিকে পুনরায় এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৯শে এপ্রিল (১৯১৬) বুধবার অপরাহ্ণ ৪টায় যশোহর টাউন্-হলে অভ্যর্থনাসমিতির কার্য্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে যশোহরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ্ অভ্যর্থনাসমিতির অন্যতম সদস্য রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ বাহাদুর সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় ৩৮ জন সদস্য উপস্থিত হন। 'বসুমতী'র দুঃখপ্রকাশ-সূচক মন্তব্য ও আক্রমণ-জ্ঞাপক প্রবন্ধ আলোচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "সর্ব্ববাদিসম্মতিমতে স্থিরীকৃত হইল যে, বসুমতীতে যে দুঃখপ্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সরলভাবে দুঃখপ্রকাশ নহে। এই দুঃখপ্রকাশে অভ্যর্থনাসমিতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকও ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই জানাইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বসভার নির্দ্ধারণ—বসুমতীর ঐ প্রবন্ধের লেখকের ও বসুমতী-সম্পাদকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহারই স্থির থাকিল।" অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ তারযোগে এই সংবাদ 'বসুমতী-সম্পাদক'কে ও মাননীয় নাটোরাধিপতিকে জ্ঞাপন করেন। এই সমুদয় ব্যাপারের সহিত অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির ব্যক্তিগতভাবে কোন সংস্রব ছিল না।

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় যুবকবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান্ ছাত্রগণকে লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হয়। দুইশতের অধিক স্বেচ্ছাসেবক মনোরম ব্যাজে সুশোভিত হইয়া মণ্ডপসজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিনিধি ও দর্শক মহাশয়গণের সর্ব্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই প্রভূত পরিশ্রমে বিনিদ্র নয়নে সম্পাদন করেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ যে আন্তরিকতার সহিত নিষ্কামসেবাব্রতসম্পাদনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সম্মিলনসভায় বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীতুল্যাহ্ এম্ এ বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকগণের ভূয়সী প্রশংসা ও অগণ্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপনই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ক

যান-ব্যবস্থা।

অভ্যর্থনাসমিতির কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই ২৫ পঁচিশখানি ভাঁড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী সাহিত্যসম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন।

দুইখানি মোটর্‌কার্‌ও সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহের গাড়ীসকলও সমাগত মহাশয়গণের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মুসলমান্ সাহিত্যসেবিগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।

যশোহর জেলা স্কুলের মুসলমান্ বোর্ডিংএর দ্বিতলে মুসলমান্‌বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়ের পরিদর্শনাধীনে মুসলমান্‌সাহিত্যসেবিবর্গের আহার ও অবস্থানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়।

অপর প্রতিনিধিগণের জন্য ব্যবস্থা।

প্রতিনিধি মহাশয়গণের অবস্থান ও আহারাদির জন্য যে সমস্ত স্থান

ক স্বেচ্ছাসেবকগণের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম সফল হওয়া অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ১০ই বৈশাখ রবিবার স্বভবনে তাহাদিগকে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুরের ভবনে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় যশোহরের বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে উৎসাহিত করেন। এই সভায় যশোহরের সুসন্তান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বার্ এট্ ল মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি সাময়িক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা স্বেচ্ছাসেবকগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। এই সভায় যশোহরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথসমাদ্দার বি, এ, এফ্, আর্, এ, এস্; এফ্, আর্, হিষ্ট্, এস্ আলোক-যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনচিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বক্তৃতা করিয়া সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন, পরে ভূরিভোজনান্তে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়।

নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা কতিপয় কেন্দ্রে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের সুব্যবস্থার জন্য কতিপয় পরিদর্শক—প্রয়োজনমত স্বেচ্ছাসেবক, পাচক, ভৃত্য ও দ্রব্যাদি-রক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের গৃহে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মপণ্ডিত সম্প্রদায়ের এবং বহু-সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শনশাখা-সভাপতি ও সাধারণসভাপতি মহাশয়দ্বয়ের অবস্থান ও আহারাদির জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করা হয়। ইতিহাসশাখার সভাপতি মহাশয়ের অবস্থানস্থান লোন্‌কোম্পানীর দ্বিতলে এবং আহার-ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের বাড়ীতে করা হয়। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মহাশয়ের জন্য ডাক্‌বাঙ্‌লো নির্দ্দিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নড়াইলের জমিদার মহাশয়গণের ও নলডাঙ্গারাজের বাসাবাটীতে এবং সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ভবনেও বহুলোকের অবস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়।

ষ্টেশনে অভ্যর্থনা।

দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের পক্ষে যশোহরে পৌঁছিবার একমাত্র উপায় রেল-পথ। যশোহর-রেল-ষ্টেশনে আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক ট্রেণের সময়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগত মহাত্ম-গণের জিনিষপত্র নাবাইয়া লইয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রীতিভরে তাঁহাদিগকে ঘোড়-গাড়ীতে বা মোটরে উঠাইয়া তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অবস্থান-স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ রাত্রিতে বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়াও বৃদ্ধ মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ক্রোড়ে করিয়া ট্রেণ হইতে নাবাইয়া ঘোড়গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

বৃষ্টি।

বৃহস্পতিবার (৭ই বৈশাখ) অপরাহ্নে ও রাত্রিতে প্রচুর বর্ষণ হওয়ায় পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। সভামণ্ডপে বারিপাত হওয়ায় আসনাদির সুব্যবস্থার অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মিবৃন্দের ও স্বেচ্ছাসেবকগণের আন্তরিক যত্নে ও প্রভূত পরিশ্রমে পূর্ব্ব-ব্যবস্থার স্খলন-সমূহের সংশোধন ঘটে। দৈবদুর্য্যোগকৃত অসুবিধার প্রতীকার করিতে ৮ই বৈশাখ অনেক সময় লাগিয়াছিল, কাজেই প্রথম দিনের সভাধিবেশন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইতে পারে না, নির্দ্দিষ্টকালের কিছু পরে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন।

নবম অধিবেশন।

(অভ্যর্থনাসমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী।

প্রথম দিবস—৮ই বৈশাখ (১৩২৩) ২১শে এপ্রেল (১৯১৬) শুক্রবার।

সময়—মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫॥০টা পর্য্যন্ত।

১। একতান-বাদন—(যশোহরেশ্বর শিব-সঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক)

২। মঙ্গলাচরণ—

হিন্দু—

বৌদ্ধ—

মুসলমান্—

৩। সাধারণসভাপতি, শাখাসভাপতিগণ ও অষ্টমসম্মিলনের সভাপতি মহাশয় প্রভৃতিকে মাল্য-প্রদান।

৪। বাণীবন্দনাগীত (স্থানীয় বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক গেয়)

৫। বাণীবন্দনাগীত—(শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু কর্ত্তৃক রচিত ও যশোহরেশ্বর শিব-সঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক গেয়)।

৬। যশোর-সঙ্গীত—(শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ কর্ত্তৃক রচিত ও দীনধামের গায়কমণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয়)।

৭। সার্ব্বজনীন প্রার্থনা—(পাঠক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ)

৮। আশাবল্লী (পাঠক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ)

৯। অষ্টম সম্মিলনের সভাপতি কর্ত্তৃক নবমসম্মিলনের উদ্‌বোধন।

১০। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

১১। সভাপতিবরণ—প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

১২। সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক মহনীয় সম্রাট্ মহোদয়ের জয়-কামনা ও নূতন রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের কার্য্যভার-গ্রহণে আনন্দপ্রকাশ।

১৩। আবাহন (পদ্য)—(পাঠিকা কবিকুললক্ষ্মী শ্রীযুক্তা মানকুমারী)।

১৪। যশোর-মঙ্গল (পদ্য)—(পাঠক রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর)।

১৫। স্বাগত (পদ্য)—(পাঠক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম্, আর্, এ, এস্)।

১৬। সাধারণ-সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম।

সঙ্গীত—(শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম প্রণীত বাণীবন্দনাগীত যশোহরেশ্বর-শিব-সঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক গেয়)।

১৭। বিজ্ঞানশাখা-সভাপতি-মহাশয়ের অভিভাষণ।

১৮। দর্শনশাখা-সভাপতি-মহাশয়ের অভিভাষণ।

১৯। ইতিহাসশাখা-সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

২০। সাহিত্যশাখা-সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

২১। অষ্টমসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ।

২২। অভাবগ্রস্ত সাহিত্যসেবীদিগের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডার-সংস্থাপন জন্য কমিটীগঠন ও ট্রাষ্টী নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—

সমর্থক—

অনুমোদক—

২৩। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি-গঠন—

প্রস্তাবক—

সমর্থক—

অনুমোদক—

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের গৃহে প্রতিনিধিগণের সম্মিলন ও দূরবীক্ষণযোগে তারাদর্শন।

ঐ স্থানে ৭॥০ টা হইতে বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির অধিবেশন।

রাত্রি ৯টায় ছায়া-চিত্র-যোগে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের "ম্যালেরিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

দ্বিতীয় দিবস।

৯ই বৈশাখ (১৩২৩) ২২শে এপ্রিল (১৯১৬) শনিবার।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০॥০ টা।

বিভিন্ন শাখার অধিবেশন।

সাহিত্যশাখার স্থান—মণ্ডপের উত্তরাংশ।

ইতিহাসশাখার স্থান—মণ্ডপের দক্ষিণাংশ।

দর্শনশাখার স্থান—জজ সাহেব বাহাদুরের এজলাস।

বিজ্ঞান শাখার স্থান—সবজজ বাহাদুরের এজলাস।

অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৫টা—বিভিন্ন শাখাসভার অধিবেশন।

৫টার সময় চারি শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে প্রস্তাবাদির গ্রহণ।

তৎপরে বিদায়সঙ্গীত ও ধন্যবাদাদিপ্রদান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রয়োজন হইলে কার্য্য-সূচীর পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।"

অভ্যর্থনাসমিতি স্থির করিয়াছিলেন যে, সম্মিলনের প্রথম দিনে মধ্যাহ্ণ ১২টা হইতে সম্মিলনসভার কার্য্যারম্ভ হইবে, কিন্তু লোকসমাগমের আধিক্যে ও পূর্ব্বদিনের দৈবদুর্য্যোগকৃত অসুবিধার দূরীকরণে সময়-ব্যয় হওয়ায় কার্য্যারম্ভ হইতে কিছু বিলম্ব হয়। সভার কার্য্যারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই দর্শক, প্রতিনিধি, সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহাত্মবৃন্দের সমাবেশে সুবিশাল সুসজ্জিত সভামণ্ডপ প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভামণ্ডপের প্রবেশ-দ্বারে স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর ললাটে চন্দন-তিলক ও হস্তে কমল-কোরক প্রদান করিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সভাপতি-মহাশয়ের সভা-প্রবেশ-সময়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ শঙ্খধ্বনি-সহকারে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহার শুভাগমন ঘোষণা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনাসমিতির আসন-ব্যবস্থার সৌষ্ঠব থাকা সত্ত্বেও লোকসমাগম-প্রাচুর্য্যে কেহ কেহ উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যতৎ-পরতায় ও কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিকতায় অল্পক্ষণ মধ্যেই সম্মিলন-সভার উপবেশন-বিশৃঙ্খলা মিটিয়া যায়। ১২½ টার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। সম্মিলনমণ্ডপের একাংশে মহিলাগণের জন্য 'চিকে ঘেরা' স্বতন্ত্র স্থান ছিল, কিন্তু (শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী শান্তা দেবী বিএ,

এবং অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের পঞ্চাশীতিবর্ষীয়া জননী মহোদয়া ব্যতীত অন্য কোনও মহিলা যোগদান করেন নাই। 'বসুমতী' পত্রে মহিলামণ্ডলীর মর্য্যাদা-হানিকর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায়ই মহিলাগণ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে সম্মত হন নাই। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গমহিলার কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়, এক্ষেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার বা উপেক্ষা-প্রদর্শন শ্রেয়ঃকল্প নহে। সম্মিলনে সমাগত সুধীবৃন্দের নামোল্লেখ সম্ভবপর নহে, এজন্য মাত্র বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী কতিপয় মহাত্মার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি, সাধারণ সভাপতি—সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত— প্রমথনাথ তর্কভূষণ দর্শনশাখাসভার সভাপতি—সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি আই ই অষ্টম-সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই ডি এস্ সি পি এইচ্ ডি রসায়ণাচার্য্য প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি এফ্ জি এস্ বিজ্ঞানশাখাসভার সভাপতি পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি ইতিহাসশাখাসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী অধ্যাপক বিশপ্স্ কলেজ পণ্ডিত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি অধ্যাপক সংস্কৃতকলেজ পণ্ডিত, আশুতোষ তর্কভূষণ নবদ্বীপ পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ পাবনা পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ ভাটপাড়া পণ্ডিত শশিভূষণ শিরোমণি গঙ্গাটিকুরী বর্দ্ধমান পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি শান্তিপুর পণ্ডিত বামনদাস বিদ্যাসাগর দ্বারপণ্ডিত নড়াইল পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ অধ্যাপক সংস্কৃতকলেজ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর হেতমপুর কুমার পন্নগভূষণ দেবরায় বাহাদুর নলডাঙ্গা কুমার সতীশকণ্ঠ রায় চাঁচড়া কুমার হরিপ্রসাদ রায় বাহাদুর পোস্তা রাজবাটী রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর জমিদার নড়াইল অনারেবল্ ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার নড়াইল জিতেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, জমিদার হাটবাড়িয়া ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বার্, এট্ ল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ শ্রীকণ্ঠ সাহিত্যপরিষৎ-সম্পাদক সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনাগরিক ধর্ম্মপাল

সিংহলদেশীয় বৌদ্ধযতি শ্রমণ সিদ্ধার্থ শাস্ত্রবিশারদ বিনয়াচার্য্য সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্ এ বি এল্ কলিকাতা স্মলকজকোর্টজজ্ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি এইচ্ ডি, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি আর্ এস্ 'উপাসনা'-সম্পাদক শশধর রায় এম্ এ বি এল্ উকীল হাইকোর্ট কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ খারাশত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর এ এস্, এফ্ আর হিষ্ট এস্ অধ্যাপক পাটনা-কলেজ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ দীনধাম পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ হিতবাদীর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ সেন ইণ্ডিয়ান্মিরর্-সম্পাদক সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি এ 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি হিতবাদীর কার্য্যালয় পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী কাঁটালপাড়া পণ্ডিত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ মহেশপুর পণ্ডিত হরিপদ কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ময়মন্সিংহ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 'প্রবাসী' সম্পাদক পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী 'পৃথিবীর ইতিহাস'-রচয়িতা রসিকলাল সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বরিশাল রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ বি এল্ ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ্ যশোহর পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ভবানীপুর রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হেয়ারস্কুল মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ অধ্যাপক সংস্কৃতকলেজ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি-কলেজ বিপিনচন্দ্র পাল বাগ্মী জ্ঞানাঞ্জন পাল কলিকাতা জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম্ আর্ এ এস্ কাশীনগর শচীন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় এম্ এ বি এল্ কলিকাতা ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্ এ বি এল্ বসিরহাট চারুচন্দ্র বসু এফ্ আর্ এ এস্ কলিকাতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ অধ্যাপক হুগলী-কলেজ পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নলডাঙ্গা-রাজসভাপণ্ডিত পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ গোস্বামিদুর্গাপুর নদীয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার 'প্রজাপতি'-সম্পাদক বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'কল্যাণী' সম্পাদক প্রভাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'কাশীপুরনিবাসী'র সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'-সম্পাদক অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ ২৪ পরগণা-'বার্ত্তাবহ'-সম্পাদক আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ নন্দিনী-সম্পাদক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এফ্ টী এস্ 'বিদূষক'-

সম্পাদক সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ আর্ এ এস্ 'বাঁশরী' সম্পাদক গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ কলিকাতা প্রমথনাথ সান্যাল 'সাহিত্যসংবাদ'-সম্পাদক পণ্ডিত অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ পাবনা রাখালরাজ রায় বি এ বাঁকীপুর প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্ বগুড়া রামেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক কৃষ্ণনগর-কলেজ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্ রংপুর বিপিনবিহারী সেন বি এল্ কটক সুব্রত চক্রবর্ত্তী এম্ এ সিদ্ধিপাশা চারুচন্দ্র রায় 'পল্লীবার্ত্তা' সম্পাদক সত্যচরণ শাস্ত্রী ঐতিহাসিক জীবনচরিত-লেখক মৃণালকান্তি ঘোষ 'আনন্দবাজারপত্রিকা'সম্পাদক পীযূষকান্তি ঘোষ সহকারী সম্পাদক অমৃতবাজারপত্রিকা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ দৈনিক বসুমতীর অন্যতম সম্পাদক মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ কাশী পণ্ডিত শশধর বিদ্যাভূষণ লোহাগড়া পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম লক্ষ্মীপাশা মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সিয়ারসোল্ শ্যামলাল গোস্বামী কলিকাতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'খুলনাবাসী'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র ঘটক এম্ এ বি এল্ ভবানীপুর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ সহকারী সম্পাদক প্রবাসী প্রমথনাথ দত্ত বার্ এট্ ল কলিকাতা এস্ সি রায় স্কোয়ার বার্ এট্ ল কলিকাতা পণ্ডিত (বর্ত্তমানে ৺) রজনী-কান্ত চক্রবর্ত্তী * মালদহপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ নড়াইল অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ মাজু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মাগুরা, ঐতিহাসিক-চরিতাখ্যায়ক ও ঔপন্যাসিক কমলেশচন্দ্র দেবরায় নলডাঙ্গা গোপালহরি ঘোষ চৌধুরী জমিদার শ্যামনগর বিধুভূষণ বসু 'পল্লীচিত্র' সম্পাদক মৌলবী শহীদুল্লাহ্ এম্ এ বি এল্ বসিরহাট মৌলবী সেখ্ রিয়াজুদ্দীন আহম্মদ তুষভাণ্ডার রংপুর মৌলবী মহম্মদ কে চাঁদ সৈদপুর মৌলবী মজাফর্ হোসেন 'মহম্মদী'-কার্য্যালয় ডাঃ আব্দুল্‌গফুর সিদ্দিকী কলিকাতা মৌলবী মোজাম্মেল্ হক্ শান্তিপুর মুন্সী খয়রাতুল্যা সর্দ্দার সামন্তসেনা মৌলবী আব্দুস্ শোভান্ কুষ্টিয়া মৌলবী সিরাজুল্ ইস্‌লাম এম্ এ কলিকাতা কাজী ওবে-দার্ রহমান্ সেখপুর কাজী আক্‌রাম হোশেন পয়গ্রাম কশবা মৌলবী আব্দুল হোশেন কাউরিয়া মুন্সী মহম্মদ মেহের ঝিনাইদহ খন্দকার মবব্‌ল্ হক্ সেখপুর হাজী খন্দকার ফজলল্ হক্ বি এ ডে

* ইনি যশোহরজেলার সিদ্ধিপাশা-গ্রামের অধিবাসী।

ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রফিউদ্দীন আহম্মদ উকিল মৌলবী মহম্মদ আল-তাফ্ আহম্মদ বি এল্, চৌধুরী আহম্মদ হোশেন মৌলবী হবিবর্ রহমান্ বি এল্, মৌলবী আব্দুল্ কাদের উকীল, মৌলবী রফিবদ্দীন, মৌলবী জয়নদ্দীন আহম্মদ, মৌলবী আবদুল হামীদ্, মৌলবী সৈয়দ তোজাম্মেল হোষেন্, মৌলবী ফজ্‌লে হক্, মৌলবী মহম্মা এহিয়া, রসিকচন্দ্র রায় কলিকাতা লক্ষ্মণচন্দ্র রায় ম্যানেজার সাতক্ষীরা নিবারণচন্দ্র দত্ত কলিকাতা শ্যামলাল দে কলিকাতা লিটারারি সোসাইটীর সম্পাদক কিরণচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক—সাহিত্যপরিষৎ অক্ষরচন্দ্র সরকার এক্ টী এস্ চুঁচুড়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ রিপণপল্লী গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এস্ সি খুলনা বিজয়লাল দত্ত কলিকাতা নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কলিকাতা অনন্তনারায়ণ সেন কলিকাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ননীগোপাল মজুমদার ভবানীপুর যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ চৌগাছা আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, যোগেশ-চন্দ্র সিংহ বি এল্, নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ বি এল্, অশ্বিনীকুমার সেন সম্পাদক পীতাম্বরলাইব্রেরী সেনহাটী গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ পাঁচথুপী মুর্শিদাবাদ রামকমল সিংহ কান্দী, সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক দৌলতপুর "হিন্দু একাডেমী" বসন্তকুমার মিত্র জমিদার চাকদহ সরোজ-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় জমিদার সাধুহাটী মহেন্দ্রচন্দ্র দাস্ এম্ এ কলিকাতা হেরম্বচন্দ্র ঘটক কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর ভোলানাথ ভঞ্জ বীরহাটা বর্দ্ধমান গিরিজামোহন সান্ন্যাল রাজসাহী জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর অন্নদাপ্রসাদ দত্ত সম্পাদক—জ্ঞানবিকাশ-লাইব্রেরী রাজকিশোরী বড়ুয়া কলিকাতা অনাথ-বন্ধু দত্ত কলিকাতা গোলোকেন্দ্রনাথ দে কলিকাতা অঘোরনাথ রায় বি এল্ ফরিদপুর সূর্য্যকান্ত মিশ্র চাতরা গোবরডাঙ্গা হরিদাস ভট্টাচার্য্য কাশী কে এন্ ঘোষ, কিরণচন্দ্র ঘোষ মাগুরা অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এল্, যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, যতীশচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, বনগ্রাম হীরালাল ভট্টাচার্য্য উকীল্ নড়াইল 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'-লেখক ক্ষিতিনাথ ঘোষ বি এ বি ই, দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, কলিকাতা সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি কলিকাতা ফণীন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, কলিকাতা, মেঘনাদ সাহা এম্ এস্ সি কলিকাতা, অধ্যাপক জগদিন্দু রায় বৈজ্ঞানিক, রাধিকাপ্রসাদ বসু এম্ এ, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কলিকাতা, প্রকাশচন্দ্র সরকার এম্ এ বি এল্ ভবানীপুর, প্রসন্নকুমার রায় খুলনা, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ এফ্ জি এস্ অধ্যাপক প্রেসিডেন্সিকলেজ, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, মন্মথনাথ মিত্র বি এল্ মেদিনীপুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর, মোহিনীমোহন সেন বি এল্, সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ কলিকাতা, জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব কলিকাতা, প্রত্যুম্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক জ্ঞানবিকাশলাইব্রেরী, মোহিনীমোহন নাগ ধনাধ্যক্ষ জ্ঞানবিকাশলাইব্রেরী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হেতমপুর বীরভূম, রামলাল সিংহ বি এল্ বাঁকীপুর, ত্রিপুরারিচরণ পালিত বি এল্ বাঁকীপুর, হীরালাল দত্ত ঢাকা, হিমাংশুমোহন সেন কাব্যবিনোদ ঢাকা, যাদবলাল দত্ত ঢাকা, মণীন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মাগুরা, হেমন্তকুমার মজুমদার বি, এ, বিনোদপুর, বিষ্ণুপদ ঘোষ হাওড়া, অনাথবন্ধু দত্ত নোয়াখালি অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন বরিশাল, যতীন্দ্রমোহন রায় ঢাকুরিয়া ২৪ পরগণা, প্রফুল্লকুমার বসু কলিকাতা, শশিকিশোর চক্রাদার বি এল্ নওগাঁ, গিরিজামোহন সান্যাল এম্ এ বি এল্ নওগাঁ, মতিলাল ইন্দ্র নওগাঁ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নওগাঁ, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নওগাঁ, রাধাচরণ সাহা নওগাঁ, ডাঃ নগেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত কেওড়া বরিশাল, অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিজাভূষণ দেবরায় মলডাঙ্গা, গুরুদাস দাসগুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক ভিক্টোরিয়াকলেজ নড়াইল, জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী খুলনা, হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল খুলনা, যতীন্দ্রনাথ বসু খুলনা, বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত সবরেজিষ্ট্রার খুলনা, কালিদাস ঘোষ বি এল্ খুলনা, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্ খুলনা, জানকীনাথ গুহ খুলনা, গিরিজানাথ ঘোষ খুলনা, তিনকড়ি রায় পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ যশোহর ডিবিসন্, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, খুলনা, জিতেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, খুলনা, যতীন্দ্রনাথ সেন সেনহাটী খুলনা, সুশীলকুমার বসু বি, এ, মূলঘর খুলনা, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্ খুলনা, চারুচন্দ্র নাগ এম্ এ বি এল্ খুলনা, শরচ্চন্দ্র দেব বি, এ, বঙ্গীয়ছাত্রসম্মিলন কলিকাতা, ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল বঙ্গীয়ছাত্রসম্মিলন কলিকাতা,

প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইষ্টলাইব্রেরী কলিকাতা, নলিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ইষ্টলাইব্রেরী কলিকাতা, প্রমথনাথ বিষ্ণু ইষ্টলাইব্রেরী কলিকাতা, শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রাজসাহী, শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী রাজসাহী, ধীরেন্দ্র-মোহন খাঁ রাজসাহী, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, কুলদাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাজসাহী, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্ সি, বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসীকলেজ, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ বি এল্ কলিকাতা, সুরেন্দ্র-নাথ সেন, বিদ্যুদ্‌চরণ মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ বি, এ, ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল্ খুলনা, রাজেন্দ্রনাথ দাশ বি এল্ খুলনা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী খুলনা, নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ খুলনা, অমূল্যকৃষ্ণ উকীল এম বি খুলনা, বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায় খুলনা, যতীন্দ্রনাথ বসু খুলনা, কিরণচন্দ্র নাগ উকীল বাগেরহাট, ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য চন্দনীমহল—খুলনা, অশ্বিনীকুমার দত্ত সায়েড়া—খুলনা, নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহেশ্বরপাশা—খুলনা, বিমলচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহেশ্বরপাশা খুলনা, জ্যোতিশ্চন্দ্র মজুমদার মহেশ্বরপাশা খুলনা, হেরম্বচন্দ্র ঘটক দুরাইল ময়মনসিংহ, জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী খুলনা, ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য ঘাটভোগ খুলনা, হরেশলাল সোম সিলেট্-ইউ-নিয়ন্, গোপেন্দ্রনাথ অর্জ্জুন ঐ, ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ ঐ, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি, সুরেশচন্দ্র পাল ঐ, তারকচন্দ্র মিত্র দীনধাম, রিপণচন্দ্র মিত্র ঐ, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র ঐ, শৈলেন্দ্রকুমার বসু ঐ, বীরেন্দ্র-কুমার বসু ঐ, রবীন্দ্রকুমার বসু ঐ. হরিপ্রসাদ বসু ঐ, প্রাণতোষ বসু ঐ, সৌরেন্দ্রনাথ বসু ঐ, শচীন্দ্রনাথ বসু ঐ, মতীন্দ্রলাল দে ঐ, মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি এ, সোহাগদল সাহিত্য-সভা, গোপালচন্দ্র গুহ ঐ, অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ কলিকাতা, জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ষোড়শী-চরণ মিত্র কলিকাতা, রাসবিহারী দাস ফরিদপুর, কালিদাস বাগ্‌চি বহরমপুর, গোপালচন্দ্র ঘোষ ভাজহাট রংপুর, শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ রায়গ্রাম সীতানাথলাইব্রেরী, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত রংপুর, বিনোদ-বিহারী দাস পাবনা, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ বরিশাল, গোপাল-চন্দ্র সেন ঐ, হেমন্তকুমার বসু ঐ, সারদানাথ খাঁ বি এল্ বগুড়া, যতীন্দ্রনাথ রায় বি এ ঐ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ ঐ, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি এ ঐ, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ ঐ, উপেন্দ্রনাথ

ঘোড় ঐ, হরিমোহন ঘোষ ঐ, মহেন্দ্রচন্দ্র সেন ঐ, রাখালচন্দ্র বসু ঐ, সত্যকুমার ঘোষ ঐ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ঐ, অন্নদাচরণ মজুমদার ঐ, নরেন্দ্রচন্দ্র সেন ঐ, হরিশ্চন্দ্র সরকার ঐ, চারুচন্দ্র দত্ত ঐ, শরচ্চন্দ্র দত্ত ঝিনাইদহ, ফণিভূষণ মজুমদার ঐ, গোপেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় সহসম্পাদক পল্লীবাসী কালনা, বনওয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায় মোক্তার কালনা, মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় কালনা, মহীতোষ রায় চৌধুরী এম্ এ কলিকাতা, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ভেলানগর ত্রিপুরা, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় কৈলাশচন্দ্র বসু বাহাদুর, পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক, ধীরেন্দ্রমোহন চৌধুরী শ্রীহট্ট, নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্ট, রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চৌধুরী, হৃষীকেশ ভৌমিক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ শরফ বগুড়া, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ভুগীলহাট, রাধিকাপ্রসাদ মিত্র উকীল নড়াইল, বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত নড়াইল, কুঞ্জবিহারী বসু ঐ, জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার নড়াইল, প্রমথনাথ দত্ত ঐ, বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ হাওড়া, পণ্ডিত রামচরণ ন্যায়ভূষণ রুদ্রগৃহ খুলনা, পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ঐ, পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ দেয়াপাড়া, পণ্ডিত ঊষানাথ কাব্যতীর্থ ঐ, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ মুন্সেফ, সুবোধকুমার দে চার্টার্ একাউণ্টেণ্ট, অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এল্, বাগেশ্বর বিদ্যাভূষণ আদিলপুর, বঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ, অনন্তনারায়ণ সেন কলিকাতা, আনন্দকিশোর দাশ গৌহাটী, কেশবলাল বসু 'রংপুরদর্পণ'-সম্পাদক, অনাথবন্ধু দত্ত নোয়াখালিসম্মিলনী, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মোক্তার বনগ্রাম, শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় দেওয়ান নলডাঙ্গারাজ, রামদাস মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার চাঁচড়ারাজ, শ্যামাপদ চৌধুরী জমিদার বগচর, রায় ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি এল্, পণ্ডিত রামদাস স্মৃতিতীর্থ চাঁচড়া, পণ্ডিত সীতানাথ কাব্যতীর্থ রাড়দিয়া খুলনা, খোন্দকার তোফেলউদ্দীন উকীল, সুখময় দাশ গুপ্ত বি এল্, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, কালিদাস মিত্র বি এল্ বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী বি এল্, বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি এল্, সুরেশচন্দ্র রায় বি এ, আনন্দমোহন চৌধুরী 'যশোহর'-সম্পাদক, অম্বিকাচরণ বসু উকীল, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম্ এস, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, মৃণালকান্তি বসু এম্ এ বি এল্, অবিনাশচন্দ্র সরকার বি এল্,

ললিতমোহন দাশ গুপ্ত বি এল্, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, কিরণচন্দ্র বসু বি এল্, অমূল্যরতন ধর এম্ এ বি এল্, মহেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল্, সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ বি এল্, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, কেশবলাল রায় চৌধুরী চেয়ারম্যান্ যশোহরমিউনিসিপালিটী, বিজয়গোপাল বসু ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ যশোহরমিউনিসিপালিটী, বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বি এ, হেড্ মাষ্টার জিলাস্কুল যশোহর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ হেড্ মাষ্টার সম্মিলনীস্কুল যশোহর, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ বি এল্, গগনচন্দ্র রায় ডেপুটী সুপ্যারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পুলিশ, করুণাকুমার রায় ম্যানেজার বগচরচৌধুরীষ্টেট্, দুর্গাচরণ সেন ম্যানেজার বগচররায়ষ্টেট্, অশ্বিনীকুমার চন্দ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, রাধিকাপ্রসাদ বসু এম্ এ বি এল্, যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এল্, নরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এল্, শিবেন্দ্রচন্দ্র নন্দী বি এল্ মুকুন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বিজয়কুমার দাস গুপ্ত বি এল্, প্রফুল্লকুমার রায় বি এল্, বঙ্কিমচন্দ্র সেন বি এল্, জ্ঞানচন্দ্র দত্ত বি এল্, ইন্দুভূষণ সেন বি এল্, মহেন্দ্রনাথ সেন উকীল, উমেশচন্দ্র ঘোষাল ইনেস্‌পেক্টর পুলিশ, নবকুমার চৌধুরী মোক্তার, হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মোক্তার, দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মোক্তার, হরিলাল মিত্র মোক্তার, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ বাঁকীপুর, শিশিরকুমার বসু মোক্তার, শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব্ রেজিষ্টার, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্, শরচ্চন্দ্র ঘোষ উকীল, জানকীনাথ রায় বি এল্ নটবর বসু বি এল্, অমরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এল্, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, নিবারণচন্দ্র দত্ত উকীল, অমৃতলাল মিত্র উকীল, আশুতোষ বসু মোক্তার, কবিরাজ রজনীকান্ত মজুমদার কবিরত্ন, কবিরাজ বিনোদচন্দ্র ভিষগ্‌রত্ন, কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কবিভূষণ, কবিরাজ প্রসন্নকুমার গুপ্ত কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মোক্তার, কবিরাজ গোপালচন্দ্র কবিচিন্তামণি, কবিরাজ ক্ষেত্রগোপাল কর কবিরত্ন, ডাঃ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ডাঃ অক্ষয়কুমার বন্দোপাধ্যায় এইচ্ এল্ এম এস্, ডাঃ ললিতমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্ হোমিও, সুরেন্দ্রনাথ হালদার বি এল্, প্রিয়নাথ দত্ত উকীল, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, যোগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, ভূধরচন্দ্র হালদার বি এল্ উকীল হাইকোর্ট, কুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্ শ্রী ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাগরদাঁড়ী, কুমুদবন্ধু দত্ত সাগরদাঁড়ী, বঙ্কবিহারী

মুখোপাধ্যায় উকীল, দেবেন্দ্রনাথ দে উকীল, হাজারীলাল দাস উকিল, নগেন্দ্রনাথ সিংহ নাজীর, বসন্তলাল সরকার পেস্কার, সেখ হবিবর্ রহমান্, চিরঞ্জীব গুহ, মথুরানাথ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, লালনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিজয়কৃষ্ণ সরকার, সতীশচন্দ্র বসু, মতিলাল সেন গুপ্ত উকীল, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এল্, যদুনাথ রায় মোক্তার, নিবারণ চন্দ্র বসু উকীল, নিবারণচন্দ্র মিত্র মোক্তার, প্রসন্নকুমার ধর উকীল, মণীন্দ্রলাল বসু মোক্তার প্রভৃতি সহস্রাধিক শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

কার্য্যারম্ভ।

প্রথমে যশোহরেশ্বরশিবসঙ্গীতসমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক সুমধুর একতান-বাদন নিষ্পাদিত হয়। তৎপরে নবদ্বীপনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ মন্ত্র পাঠ করেন—

"শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্যমা,
শন্ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।"

ইহার পর তিনি সভা বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী পাঠ করেন।

নানাদেশত আগতৈর্নরবরৈ রত্নৈঃ স্বদেশোদ্ভবৈ-
রাকীর্ণা সরসীব ফুল্লকমলৈর্মাধ্বীদ্বিরেফাদ্বজৈঃ।
ভ্রাজদ্ভারতভারতীবরসুতা বেদান্তবাচস্পতে-
র্যত্নাদভ্যুদিতা যশোহরসভা সাহিত্যসৌহিত্যদা॥১

ধন্যা পুণ্যা মনোজ্ঞাচ সুসজ্জাশতসুন্দরী।
যশোহরস্য সাহিত্যসম্মেলনসভাস্থলী॥২

বিচিত্রাভিঃ পতাকাভিঃ স্রক্চন্দনসমৃদ্ধিভিঃ।
সুসেবিতস্তোরণোঽস্যা জনানাং নেত্রতর্পণঃ॥৩

বিদ্যাভূষণ-তর্কভূষণলসদ্বাচস্পতিশ্রীধরৈ-
র্দেশখ্যাতমহামহাদিচরমোপাধ্যায়ধীরব্রজৈঃ।
মানস্যং তিমিরং নিহন্তি নিখিলং যা পূর্ব্বমীমাংসয়া
ধন্যা সা ধরণৌ যশোহরসভা মাহেন্দ্রমোদপ্রদা॥৪

লঙ্ক...প-নলদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক-স্মার্ত্তা অলঞ্চক্রুঃ সভাস্থলীম্ ॥৫

কষ্টং ন্যাসুক্তবস্তিস্ম স্বেচ্ছাসেবকসেবয়া।
সভানিমন্ত্রিতাঃ সর্ব্বে সমবাপুঃ পরং সুখম্ ॥৬

সভাধিষ্ঠাতৃদেবীব জননীব সভাসদাম্।
জননী যদুনাথস্য সভাং দ্রষ্টুমুপস্থিতা ॥৭

তৎপরে বিশপস্‌কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বঙ্গের অদ্বিতীয়সংস্কৃতবক্তা শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়—সংস্কৃতভাষায় বক্তৃতাপূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিলেন। তিনি বলিলেন—

অভ্যর্থনাসমিতিসভাপতে! নানাদিগ্দেশীয়াঃ সভ্যাঃ সামাজিকাঃ! সংস্কৃত-ভাষা পবিত্রতমা প্রাচীনতমা ভাষা। ইয়ম্ দেবভাষা, জগতি সর্ব্বপ্রথমসুসভ্যানাং ... পুণ্যভূমিভারতস্য বিদুষাং মহাত্মনাং ঋষীণাং মঙ্গলময়ী ভাষা। ... তস্যা ভারতী ইতি নামান্তরমপি সংস্কৃতাভিধানেষু দৃশ্যতে। ইয়ং সর্ব্বাসাং ভাষানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা, ইয়ং তাসাং জননীরূপা চ। বিদ্বন্মণ্ডল-সমলঙ্কৃতায়ামস্যাং সভায়াং অনয়া মঙ্গলময্যা ভাষয়া শ্রীভগচ্চরণারবিন্দবন্দনরূপ-মঙ্গলাচরণকরণার্থং অহম্ ইদানীং অভ্যর্থনাসমিতি-সভাপতিমহাশয়েন

সভাভঙ্গের সময়ে মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায়ৌ দ্বৌ বিদ্যাভূষণ-শাস্ত্রিণৌ।
সভাপতী অভবতাং সুবিখ্যাতৌ যশস্বিনৌ ॥৮

বালানাং কলকণ্ঠীনাং সমানবয়সামথ।
সঙ্গীতানি সমাজহ্রুর্মানসানি সভাসদাম্ ॥৯

সাম্প্রতং বঙ্গভাষেয়ং নানাভাষাবিমিশ্রিতা।
দিগ্দেশকালভেদেন ভিন্নাকারাঽভবৎক্রমাৎ ॥১০

তস্যাঃ সংশোধনকৃতে সভায়া অবতারণা।
এতদুদ্দিশ্য বহুভির্বক্তৃভির্বক্তৃতা কৃতা ॥১১

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র একয়া।
সুদীর্ঘয়া বক্তৃতয়া সভাপ্রীতিমজীজনৎ ॥১২

সভাপতির্ধন্যবাদং সমবাপ্য সভাস্থলাৎ।
সভাভঙ্গঞ্চ কৃতবান্ সায়ংকালে সমাগতে ॥১৩

প্রার্থিতোভূত্বা আত্মানমত্যন্তং অগণ্যবন্তং সম্মানিতঞ্চ মন্যে। পুরা অস্মিন্ প্রাচীনতমে সভ্যদেশে ভারতবর্ষে যত্র কুত্রচিৎ নানাদিগ্‌দেশীয়ানাং সৎ-সামাজিকানাং বিদুষাং দেশ-সমাজহিতকরকার্য্যানুষ্ঠানার্থং বিশুদ্ধামোদোপভোগার্থং বা একত্র সম্মিলনমাসীৎ তত্র কার্য্যানুষ্ঠানাৎ পূর্ব্বং নান্দীপাঠরূপ-মঙ্গলচরণস্য একঃ সুনিয়ম আসীৎ। ইমাং সর্ব্বপ্রথমাং ভারতীয়াং সুরীতিম্ অবলোক্যৈব অন্যদেশীয়াঃ পশ্চাৎ এতদনুকরণং চক্রুঃ। কিন্তু রুচিভেদবশাৎ ইদানীং তাদৃশীং সুপ্রথাং তে ন অনুসরন্তি। বয়ন্তু ইদানীমপি তাম্ অনুসরামঃ। বিঘ্নবিনাশার্থং শিষ্টপরম্পরা-প্রচলিত-সদাচার-রক্ষার্থঞ্চ মঙ্গলাচরণকর্ত্তব্যতা শাস্ত্রেনির্দ্ধারিতা অভূৎ। যত্র ভিন্নরুচীনাং বহুলোকানাং সমাগমোভবতি, তত্র বিঘ্নাশঙ্কা ভবেদেব। অতঃ মঙ্গলময্যা সংস্কৃতভাষয়া মঙ্গলাচরণেন অত্র বিঘ্ননাশো ভূয়াৎ। অহম্ ইদানীং নান্দীপাঠং করিষ্যামি। যদি ভবন্তঃ কৃপা-পূর্ব্বকং শৃণ্বন্তি, তর্হি অত্যন্তমনুগৃহীতো ভবিষ্যামি।

মঙ্গলাচরণম্—

(১)

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্যস্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দোযথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতধ্যানাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তুবঃ॥

(২)

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুম্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদ-ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(৩)

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধাবুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

(৪)

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশঃ সবোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ॥

অনন্তর সিংহলদ্বীপ হইতে সমাগত বৌদ্ধদর্শনে ও পালিসাহিত্যে সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত শ্রমণ সিদ্ধার্থ শাস্ত্রবিশারদ বিনয়াচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত পালিগাথা গান করিয়া বৌদ্ধরীত্যনুযায়ি-মঙ্গলাচরণ করেন—

করুণাশীতলহদয়ম্ পন্নাপজ্জোতবিহতমোহতমম্।
সনরামরলোকগুরুম্ বন্দে সুগতম্ গতিবিমুত্তম্॥১

বুদ্ধোঽপি বুদ্ধভাবম্ ভাবেত্বা সিবসচ্চা কত্বা চ।
যম্ উপগতো গতমলম্ বন্দে তমনুত্তরম্ ধম্মম্॥২

সুগতস্স ওরশানম্ পুত্তনম্ মারসেনামথনানম্।
অথন্নম্পি সমূহম্ শিরসা বন্দে আর্য্যসংঘম্॥৩

ভবতু সব্বমঙ্গলম্ রথ্খন্তু সব্বদেবতাঃ।
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সত্থি ভবন্তু তে॥৪

ভবতু সব্বমঙ্গলম্ রখ্খন্তু সব্বদেবতাঃ।
সব্বধম্মানুভাবেন সদা সত্থি ভবন্তু তে॥৫

ভবতু সব্বমঙ্গলম্ রখ্খন্তু সব্বদেবতাঃ।
সব্বসংঘানুভাবেন সদা সত্থি ভবন্তু তে॥৬

তদনন্তর আরব্য ও পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত বসিরহাটের শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহম্মদ সহীদুল্লাহ্ এম্ এ বি এল্ মহাশয় মুসলমানধর্ম্মানুযায়িভাবে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণমন্ত্র পাঠ করেন—

আ'উজু বিল্লাহি মিনাশ্ শয়তানি র্ রজীম।
বিস্মিল্লাহির্ রহ্মানি র্ রহীম।

হুওয়া-ল্লাহু-ল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হু, আ'লিমুল্ গয়বি ওয়া-শ্ শহাদহ্, হুওয়া-র্ রহমানু-র্ রহীম।

হুওয়া-ল্লাহু-ল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হু, আল্ মলিকু ল্ কুদ্দুসু-স্ সলামু-ল্ মু, মিনু-ল্ মুহয়মিনু-ল্ আ'জীজুল যব্বারুল্ মুতকব্বির,

সুবহানা-ল্লাহি আ'ম্মা য়ুশ্‌রিকুণ। হুওয়া-ল্লাহু-ল্ খালিকু-ল্ বারিউল্ল্ মুসওওয়েরু লহু-ল্ আসমাউ-ল্ হুস্‌না। য়ুসব্বিহু লহু মা ফি-স্‌সমাওয়াতি ওয়া-ল্ আর্দ,

ওয়া হুওয়া-ল্ আ'জীজু-ল্ হকীম।

(কুর্‌আন, সুরাহ্ হশর)।

বিস্‌মিল্লাহি-র্ রহ্‌মানি-র্ রহীম।

আল্ হাম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল্ আ'লমীন,

আর্ রহমানির্ রহীমি

মালিকে য়ুওমি-দ্দীন্।

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন্। ইহ্‌দিনা-স্ সিরাতা-ল্ মুস্ত কীমা সিরাতা-ল্লাজীনা আন্' আম্‌তা আলয়হিম্ গয়্‌রি-ল্ মগ্‌দূবি আলয়্‌হিম্ ওয়ালা-দ্দাল্লীন। আমীন

(কুর্‌আন্, সূরাহ্ ফাতিহাহ্)

মাল্য-প্রদান।

মঙ্গলাচরণের পর যশোহরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্সজজ্ শ্রীযুক্ত রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ বাহাদুর এবং নলডাঙ্গার রাজকুমার কুমার শ্রীযুক্ত পন্নগভূষণ দেবরায় মহাশয় অষ্টমসম্মিলনের সাধারণ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়কে, দ্বিতীয়সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি সি আই ই মহাশয়কে, নবমসম্মিলনের সাধারণ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি মহাশয়কে, দর্শনশাখাসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে, বিজ্ঞান-শাখাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি এফ্ জি এস্ মহাশয়কে এবং ইতিহাসশাখাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়কে পুষ্পদামে ভূষিত করেন। পরে অষ্টমসম্মিলনের সভা-পতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুরকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করেন।

অনন্তর যশোহর সিদ্ধিপাশার সুলেখক শ্রীযুক্ত সুব্রত চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত "বাণীগীতি" শীর্ষক বাণীবন্দনাগীত শ্রীযুক্ত কুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্ মহাশয়ের নেতৃত্বে স্থানীয় "তারাপ্রসন্নবালিকা-বিদ্যালয়ের" কতিপয় কুমারী ও কতিপয় বালক কর্ত্তৃক সুস্বরে গীত হয়। "বাণীগীতি" এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বাণী-গীতি।

কোরাস্—মূর্চ্ছি পড়িল চরণপদ্মে আদিম নিবিড় তিমিররাত্রি,
জননি বাণি বিদ্যাদায়িনি বীণাবাদিনি জ্ঞানদাত্রি!

(১)

যে দিন প্রথম নিশার অন্তে, লইয়া জ্ঞানের অমিয়পাত্র,
উদিলে জননি ভারতবর্ষে, কুন্দ-সুষমা-শুভ্র গাত্র;
সে দিন ভারত-তপোবনে কিবা জাগিয়া উঠিল বিহগবৃন্দ,
নন্দি' উঠিল ঋষির কণ্ঠে সে কি মা তোমার মহিমা-ছন্দ।

(২)

সঙ্গীত যেথা জন্ম লভিল পূর্ণ তোমার বীণার তন্ত্রে,
বিজ্ঞান যেথা হ'ল মহীয়ান্ তোমার সফল সাধনা-মন্ত্রে,
দর্শন কলা কাব্য যাহার জ্বলিছে মোহন ললাটচন্দ্র,
সেথায় নিত্য বাজিছে জননি! তোমার আরতি-পূজার মন্ত্র।

(৩)

ঋত্বিক্ যেথা জ্বালি' হোমানল স্থাপনা করিল জ্ঞানের যজ্ঞ,
যাহার পুণ্যধূপের গন্ধ আজিও সকলজগৎ-ভোগ্য;
যাহার প্রাণের অমর বিকাশ ভাতিল প্রাচ্যললাটশীর্ষ
সম্পদে যা'র প্রতীচী এখনও ক্ষোভিছে যেন সে কত না নিঃস্ব।

(৪)

বহিছে জননি! ছাপি' দিগন্ত অপার তোমার করুণাসিন্ধু,
ধন্য কি মোরা হব না জননি! লভিয়া তাহার একটু বিন্দু;
হীন-সন্তান, এ দীন অর্ঘ্যে হবে না কি মা তোমার তৃপ্ত,
চিত্ত-আসনে জ্বলিবে কি না মা তোমার রাতুলচরণ-দীপ্ত।

ইহার পর যশোহরের কবিকুললক্ষ্মী শ্রীমতী মানকুমারী বসু কর্ত্তৃক রচিত 'বাণীবন্দনা'গীত স্থানীয় যশোহরেশ্বরশিবসঙ্গীতসমাজের শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক তানলয়-সহকারে গীত হয়। গীতটী উদ্ধৃত হইল।

বাণী-বন্দনা।

জননী আমার! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি অযুত ভক্ত,
এস স্মিতাননে শ্বেতপদ্মাসনে
সম্মানে করিতে সমর্থ শক্ত।
যবে উরিলে মা, ভারতবর্ষে,
বেদগীতি গাহে বিরিঞ্চি হর্ষে,
মহিম-মণ্ডিত-চরণ-স্পর্শে
ভূলোকে জাগিল দ্যুলোক স্বর্গ;
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ও পাদপদ্ম,
বন্দিল সাধক গাহিয়া ছন্দ,
অনল অনিল তপন চন্দ্র,
সম্ভ্রমে সঁপিল ভকতি অর্ঘ্য;
হিমাদ্রি-শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক-সজ্জা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চন-জংঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য্য;
কুজনিল বনে বিহগপুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কানন-কুঞ্জ,
গুঞ্জরিল ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জ,
সে ললিত ছটা নিখিলপূজ্য
জননী আমার! চরণে তোমার
প্রণমিছে আজি অযুত ভক্ত,
এস মা হাসিয়া বরাভয় নিয়া
সম্মানে করিতে সমর্থ শক্ত
সকল দীনতা, সকল শূন্য,
করুণা বরষি কর মা পূর্ণ,

সব মলিনতা ঘুচাও তূর্ণ,
উজলি তোমার বিমল দীপ্তি ;
যেখানে যে আছে তোমার ভক্ত,
ঢালিছে শ্রীপদে বুকের রক্ত,
তুমি কর তারে সমর্থ শক্ত,
তোমাতে হউক্ সকল তৃপ্তি।
দীন যশোহর—নাহি মা সজ্জা,
তব তনয়ের তাহে কি লজ্জা—
তোমারি সাধনা শোণিত-মজ্জা,
ও চরণে হিয়া হউক্ যুক্ত,
তোমারে পূজিতে, তুমি যে সর্ব্ব,
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি বিজয়-গর্ব্ব,
যত বিঘ্ন বাধা অশুভপর্ব্ব,
আজি মা ভারতি! কর গো মুক্ত।

তৎপরে যশোহর-চৌবেড়িয়ার কবিবর ৺ দীনবন্ধু মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র সুকবি শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়ের রচিত "যশোর-সঙ্গীত" "দীনধামের" গায়কমণ্ডলী কর্ত্তৃক সুন্দররূপে গীত হয়। গীতটী এই

যশোর-সঙ্গীত।

যশোর আমার, যশোর আমার, জন্মিল সেথায় সাহিত্য-বীর,
যাহার জন্ম তীর্থ হইল, বঙ্গে কপোতাক্ষ-তীর ;
কাব্যে সৃজিল যে মধু-চক্র, সে বরপুত্র ভারতীর,
গৌড়বৃন্দ, চির আনন্দে করিছে পান সুধার ক্ষীর।
বাজুক্ যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর ;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।
যশোর আমার, যশোর আমার, মিলিতকণ্ঠে কৃষক বীর,
দেশের মুক্তি করিল পণ অচল অটল ভক্ত স্থির ;
নীলের দুর্গ হইল ধ্বংস, ঘুচিল শঙ্কা কৃষকক্লীর,
আবার ঢালিল বিমল শান্তি, শ্যামল ক্ষেত্রে কর্ম্মবীর।

বাজুক যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।
যশোর আমার, যশোর আমার, ভুষিল যাহার যমুনা-তীর,
বাণীর বরেতে, আছিল যাহার, অধরে হাস্য, নয়নে নীর;
দর্পণে নেহারি করুণ চিত্র, আর্ত্ত প্রজা-মণ্ডলীর,
দীনবন্ধু করিল দূর, তাদের দুঃখ সুগভীর।
বাজুক্ যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।
যশোর আমার, যশোর আমার, যেথা ছন্দে ঢপসঙ্গীর,
কিন্নর মধু করিল গান, শ্যামরঙ্গ-লহরীর;
ছায়ায় যাহার, অমৃত শিশিরে সিক্ত, শান্ত লেখনীর
“অমিয়নিমাইচরিত” পুণ্য, আনিছে নয়নে অশ্রুনীর।
বাজুক্ যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।
যশোর আমার, যশোর আমার, যেথা তারক-জ্ঞান সরোজিনীর,
স্বর্ণলতায়, করিল জড়িত, চিত্র বঙ্গ-রমণীর,
জীবনে দেখাল মহিলা মান, যশোর-পল্লী-কামিনীর,
কাব্যকুসুম, অঞ্জলি করি, চরণে সরোজবাসিনীর।
বাজুক্ যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।
যশোর আমার, যশোর আমার, আজি গো তোমার উচ্চশির,
বিনয়নম্রে করিছে স্পর্শ, পদারবিন্দ ভারতীর,
জ্ঞান ও ধর্ম্মে, সাহিত্যক্ষেত্রে, শীর্ষে যাহারা বাঙ্গালীর,
তাদের মিলনে ধন্য হইল, পুণ্য ভাগ্য নগরীর।
বাজুক্ যশোরে মিলনশঙ্খ, কম্পিত করি পবন ধীর;
নৃত্য করুক্ দিব্য রঙ্গে, কপোতাক্ষ, যমুনা-নীর।

তিনটী গীতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনটী গীতই মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

অতঃপর কলিকাতাসংস্কৃতকলেজের পাশ্চাত্যদর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সুস্বরে সংস্কৃত “সার্ব্বজনীন প্রার্থনা” উচ্চারণ করেন।

সার্ব্বজনীন প্রার্থনা।

সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥
নন্দন্তু সর্ব্বভূতানি নিরাতঙ্কানি সন্তু চ।
প্রীতিরস্তু পরস্পরং সিদ্ধিরস্তু চ কর্ম্মণাম্॥
স্বস্ত্যস্তু রাজ্ঞো নিত্যশঃ শং প্রজাভ্যঃ তথৈবাস্তু।
স্বস্ত্যস্তু দ্বিপদে নিত্যং শান্তিরস্তু চতুষ্পদে॥
শান্তিরস্তু চ দেবস্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবং তথা।
সর্ব্বতঃ শান্তিরস্তু নঃ সৌম্যাঃ ভবন্তু ভূতানি॥
ত্বং দেব জগতঃ স্রষ্টা পাতা দেব ত্বমেবহি।
প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্তিং কুরু জগৎপতে॥
সমৃদ্ধিরস্তু লোকানাম্ আধয়ো ন হি সন্তু চ।
প্রীতিরস্ত্বনপায়িনী সদৈবহি পরাত্মনি॥
যৎ করোত্যহিতং কিঞ্চিৎ কস্যচিন্মূঢ়মানসঃ।
তৎসমভ্যেতি তন্নূনং কর্ত্তৃগামি ফলং যথা॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু শিবানোঽস্তু সদা মতিঃ।
যোমেঽত্র স্নিহ্যতে তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি॥
যশ্চমাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু॥

ইহার পর "আশাবল্লী" নাম্নী কবিতা পাঠের কথা ছিল, কিন্তু কার্য্য-সূচীর পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহা পরে পঠিত হয়।

গোপাল-জননী।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের রত্নগর্ভা জননী সভাস্থলে উপস্থিতা ছিলেন। অষ্টমসম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির অনুরোধে এই সময় তিনি মঞ্চোপরি দণ্ডায়মানা হইলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত শাস্ত্রী মহাশয় নিজকণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য লইয়া যদুনাথ-জননীর গলে পরাইয়া দিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। ভাগ্যবতী যদুনাথ-জননী গদ্গদ কণ্ঠে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "আমি আমার গোপালের (যদুনাথের)

সখাদের মঙ্গল কামনা করি।" ইহার পর তিনি সভাস্থ সকলের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া সভাপতিগণের পশ্চাদ্‌ভাগে আসন গ্রহণ করিলেন।

নবম সম্মিলনের উদ্বোধন।

অষ্টমসম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ মহাশয় অতঃপর নবম সম্মিলনের উদ্‌বোধন করেন। তিনি বলেন—

"যে ঘুমিয়ে থাকে, তাহাকে উদ্বোধিত করা কঠিন। আর যে কপট ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে, তাহাকে জাগরিত করা আরও কঠিন। আমাদের সম্মিলন এই একবৎসর ঘুমিয়ে ছিল না যে ইহাকে জাগরিত করার জন্য বিশেষ আয়োজন আবশ্যক। বর্দ্ধমানে সম্মিলন শেষ হইবার পর হইতে একদিনও এই সম্মিলন ঘুমায় নাই। যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির অক্লান্তকর্ম্মা সভাপতি ও সাহিত্য-পরিষৎ বরাবর জাগিয়া ছিলেন। গত অষ্টম সম্মিলন ও এই সম্মিলনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সম্মিলনের একনিষ্ঠ সেবক ও ইহার প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ বাবু অষ্টমসম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন, আর এই সম্মিলনে সেই ব্যোমকেশ নাই। তাঁহার ন্যায় শরীরপাত করিয়া ও সময়-ক্ষেপণ করিয়া সাহিত্যের সেবা আর কেহ কখন করেন নাই। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। (সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশে যোগদান করেন।)

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুত যতুনাথ মজুমদার বাহাতুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় গুরুগম্ভীর-স্বরে তাঁহার সুললিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

(১ম) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এই অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

সভাপতি-বরণ।

অতঃপর যশোহরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ্‌ রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ বি এল্‌ বাহাতুর, সময়োপযোগী সুন্দর প্রয়োজনীয়বিষয়পূর্ণ বক্তৃতাপূর্ব্বক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ পি এইচ্‌ ডি মহাশয়কে সভাপতিপদে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন—

"শ্রদ্ধেয় মহিলাগণ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই সাহিত্যসম্মিলনে আমার উপর সভাপতি-বরণের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কেন যে এই অযোগ্য পাত্রে

ভার ন্যস্ত হইল, তাহা জানিনা। বোধ হয় ভাগ্যবলে এখন যশোহরে আছি বলিয়াই আমার উপর এই ভার অর্পিত হইয়াছে। যাহাহউক্, অভ্যর্থনাসমিতির অনুরোধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করি। সমিতির উদারতা দেখিয়া আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এই মহোৎসবের মঙ্গল কামনা করিতেছি। তবে যদি আমি সামর্থ্যাভাবশতঃ অর্পিত ভার সুচারুরূপে বহন করিতে না পারি, সুধীমণ্ডলী আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি সুপণ্ডিত, মেধাবী নানাশাস্ত্রবিৎ, সংস্কৃত ও পালিভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ইঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে শুনিয়াছি। ইনি অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সেইসব প্রবন্ধে যে মাতৃভাষার বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। আমার যতদূর স্মরণ হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত কালিদাসের সিংহল-যাত্রা সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ-পাঠে বিশেষ প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রসিদ্ধি এই যে, কালিদাসের ভাগ্যে কখনও সমুদ্রযাত্রা ঘটে নাই। সকলের মুখে প্রায়ই শুনি যে, যে কবি "আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা" লিখিয়াছেন, তিনি কখনও সিন্ধুর রুদ্র কি সৌম্যমূর্ত্তি দেখেন নাই—তাঁহার সাগরপারে যাইবার সুযোগ হয় নাই। যাহাহউক্ যদি কালিদাসের সিংহলযাত্রা অমূলক জনশ্রুতি না হয়, তাহা হইলে তাঁহার এই কলঙ্ক-মোচন সহজেই হইবে। সেইজন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠে একটু কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছিল। আচার বিনয় বিদ্যা সকল বিষয়েই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রাধান্য শুনিতে পাই। বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে "ডাক্তার" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার মত সর্ব্বগুণান্বিত দেশপূজ্য সুপণ্ডিতকে সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলেই যে বিশেষ সুখানুভব করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। আপনারা অনেকেই সুপণ্ডিত, সুলেখক ও মহাপ্রাণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গুণ-গ্রহণে আপনারা সহজেই সমর্থ। "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

কি উপায়ে বঙ্গভাষার বিশেষ সৌষ্ঠব, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, এই মহাসভায় সেই বিষয় আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত মনে হয়। যে প্রণালীতে এখন ভাষার পুষ্টিসাধন হইতেছে, সেই প্রণালী যে সকলের নিকট সমাদৃত তাহা বোধ হয় না। যথেচ্ছাচারিতার

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার কল্যাণকামনা করেন, তাঁহারা যে যথেচ্ছাচারের বিরোধী, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার মনে হয়, যদি সুধীকুল এই মহাসভায় কি করিলে ভাষার প্রকৃত উন্নতি সাধন হইতে পারে, কি করিলে যথেচ্ছাচার সংযমিত হইতে পারে, এই সব বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, স্ব স্ব মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাবিকল্যাণের পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইবে। ভাষার উন্নতির সঙ্গে দেশের উন্নতি অনুস্যূত। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা দেশের অভ্যুদয় সহজেই অনুমেয়। অতীতের সঙ্গে তুলনায় বঙ্গভাষার যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গদ্য-রচনার কথা বলিতেছি। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বঙ্গভাষার কি দশা ছিল, তাহা আপনাদের নিকট বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক। আপনারা সকলেই সুপণ্ডিত। কৌতূহলবশতঃ আপনারা "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকের বঙ্গানুবাদ "পুরুষ-পরীক্ষা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। রাজা রামমোহন রায় ও রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিলেও বঙ্গভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কি ছিল—কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। পরে যদি পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালপঞ্চবিংশতি" "সীতার বনবাস" "শকুন্তলা" "ভ্রান্তিবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করা যায়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে বঙ্গভাষার কি অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছে—সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বলিতে কি, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আধুনিক বঙ্গভাষার জনক" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সুনিপুণ হস্তে বঙ্গভাষার পূর্ণতা ও মাধুর্য্য যে সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমার মনে হয় যে, এই দুই মেধাবী পুরুষের কাছে আমরা চিরদিন অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ কদাপি পরিত্যাগ করা উচিত নয়। শুনিতে পাই "তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাদিতে বাগাড়ম্বর অত্যধিক; এবং উহা সংস্কৃতশব্দের প্রয়োগবাহুল্যে আপামর সাধা-রণের বোধগম্য নহে—এই জন্য এখন অনেক মনীষীর মত এই যে, এমন ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হওয়া উচিত যে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। যে ভাষায় লোকে কথাবার্ত্তা কহে এবং যে ভাষায় লোকে গ্রন্থাদি রচনা করে, উভয়ই একরূপ হওয়া আবশ্যক। আমার বোধ হয়, এ চেষ্টা বৃথা। জগতের কোনও সুসভ্য জাতির মধ্যে কথোপকথনের ভাষা ও

গ্রন্থ-প্রণয়নের ভাষা এক দেখা যায় না। তাহার পর জিজ্ঞাস্য এই, সকল বঙ্গবাসীই কি একই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন? শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও বিক্রমপুর-নিবাসীরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা কি অবিকল সেই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করেন? যে ভাষায় ধীবর-রমণী অহোরাত্র মুখকণ্ডূতির নিবৃত্তি করে, সেই ভাষায় কি ভদ্রকুলবধূ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন? যখন যে ভাষায় লোকে সচরাচর কথাবার্ত্তা কহে তাহারই কোনও ঐক্য নাই—যখন দেশভেদে, শ্রেণীভেদে, ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, তখন কি সংলাপের ভাষা আর পুস্তকের ভাষা এক হওয়া সম্ভব? সুধীকুল একবার অবহিত চিত্তে এই কথাটি বিচার করিয়া দেখেন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন। এই উৎকট চেষ্টার ফল কি হইয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে বলি। এখন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গ্রন্থাদিতে বিশুদ্ধ ও গ্রাম্য অবিশুদ্ধ শব্দের ঘনসন্নিবেশ প্রায়ই দেখিতে পাই। কিন্তু কি প্রসাদগুণ কি সৌন্দর্য্য কিছুরই ত প্রবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। মণিমাণিক্য-খচিত হারের মধ্যে কাচ ও কন্দুক সন্নিবেশিত দেখিলে, নয়নের কি তৃপ্তি হয়? সকলের কি হয় বলিতে পারি না; আমার ত হয় না।

আর একটি কথার উত্থাপন করাও নিতান্ত আবশ্যক মনে হইতেছে। ভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-ব্যপদেশে, রাশি রাশি ইংরাজি কথা, আধুনিক গ্রন্থকারকুল স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাই, যত বৈদেশিক শব্দ বঙ্গভাষায় স্থান পাইবে ততই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বাস্তবিক ইহা কি একটি সমীচীন কথা? যদি তদনুরূপ কথা সংস্কৃত ভাষায় থাকে, তাহা হইলে অন্যের দ্বারাস্থ হইবার কারণ কি? বঙ্গভাষা সংস্কৃতভাষার দুহিতা কি দৌহিত্রী। বঙ্গভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। গৃহে অন্ন থাকিতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণের আবশ্যক কি? কেহ কেহ বলেন যে, সংস্কৃতভাষায় অনুরূপ শব্দ না পাইলে বৈদেশিক শব্দ গ্রহণে দোষ নাই, ইহাতে ভাষার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না। দৃষ্টিপাতমাত্র অনুরূপ শব্দ না পাইলে, অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতভাষা অনন্তরত্নের খনি। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। সত্যসত্যই যদি অনুরূপ শব্দ না থাকে কিম্বা অনুরূপশব্দ-গঠনও অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভাষায় দুই একটা

বৈদেশিক শব্দ সংযোজন করিলে তত দোষের মনে করি না। কিন্তু, অকারণ কতকগুলা বৈদেশিক শব্দকে বঙ্গভাষায় স্থান দিবার চেষ্টা নিতান্ত অনুচিত মনে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই কি হইতেছেনা? স্থূল কথা এই, যাঁহারা মাতৃভাষার কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহারা যেন গ্রাম্যতা ও সাঙ্কর্য্য-দোষ পরিহার করিয়া চলেন। "সঙ্করো নরকায়ৈব"। এই দুই দোষই যথেচ্ছাচার-সম্ভূত, মনে করা যাইতে পারে। এ যথেচ্ছাচার কি নিবারিত হওয়া উচিত নয়?

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে এই যথেচ্ছাচারের জন্য আমাদের কৃতবিদ্যগণ বিশেষরূপে দায়ী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা কি ভাষায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই এই ভীষণ ভাষাবিপর্য্যয়ের কারণ সহজে উপলব্ধ হইবে। তাঁহারা প্রায়ই একটা অপরূপ সংমিশ্র-ভাষায় আলাপ-পরিচয় করিয়া থাকেন। অনেক লেখকই কৃতবিদ্যশ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা যে ঐ সঙ্করভাষার পক্ষপাতী হইবেন, তাহা সহজে অনুমেয়। যদি সাঙ্কর্য্য পরিহার করিয়া তাঁহারা মাতৃভাষায় বাদানুবাদ করেন বা সংলাপে প্রবৃত্ত হন, অচিরে এই অভিনব ভাষাদূষণ-চেষ্টা তিরোহিত হইবে।

অনেকে বলেন যে, দেশকালপাত্রের প্রভাব অদম্য। এ কথার সারবত্তা আছে। কিন্তু অন্বয় (heredity) উপেক্ষা করিয়া কেবল পরিবৃত্তির (Enveronment) উপর নির্ভর করিলে, অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় না— পূর্ণবিকাশের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব অন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত মনে করি। বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, লেখকগণের তাহা যেন সদা মনে জাগরূক থাকে, এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

"সাহিত্যিক" বলিয়া পরিচয় দিবার আমার অধিকার নাই। তবে আমার বঙ্গদেশে জন্ম; মাতৃমুখে যে ভাষা শিখিয়াছি, তাহার সতত মঙ্গল কামনা করি; সেইজন্য এই সূরিসঙ্ঘে মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। এখন সুধীকুল ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি উপায়ে বঙ্গভাষার প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিলে বিশেষ সুখী হইব।

পরিশেষে আমার প্রস্তাব এই যে, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন্।

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব যশোহর মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থনে

বলিলেন—"আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবার অধিকার পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি মহাশয় একজন স্বনামধন্য পুরুষ, তিনি বহুবিদ্যাবিশারদ ও নানাগুণনিকেতন। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ যে যশোহরে সাহিত্যসম্মিলন-তরণীর কর্ণধাররূপে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা যশোহরবাসীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। সুতরাং, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। এ প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, বঙ্গের অন্যতম প্রধান দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় যিনি অভ্যর্থনাসমিতি কর্ত্তৃক দর্শনশাখাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার পদধূলিস্পর্শে যশোহর পবিত্র হইয়াছে। আর যিনি দেশের সর্ব্বপ্রধান ভূতত্ত্ববিৎ বলিয়া খ্যাত, সেই বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি এফ্ জি এস্ মহাশয় যে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার আগমনে যশোহর গৌরবান্বিত হইয়াছে, আর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় যে অভ্যর্থনাসমিতি কর্ত্তৃক ইতিহাসশাখার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে পাইয়াও যশোহরবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছেন।"

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ডাঃ আব্দুলগফুর সিদ্দিকী এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ডাঃ বলেন, সভাপতিনির্ব্বাচনের প্রস্তাব সুন্দররূপে উপস্থাপিত ও সুসমর্থিত হইয়াছে। আমার উপর অনুমোদনের ভার। আমার বিশ্বাস, ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বের প্রস্তাব আনন্দের সহিত অনুমোদন করেন না এমন কেহই নাই; কারণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সর্ব্বপ্রকারেই যোগ্যতম। আমি পরমানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করি। সভাস্থ সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি মহাশয় যথারীতি নবম সম্মিলনের সাধারণসভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমেই তিনি সুবিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে "মহনীয় সম্রাট্মহোদয়ের জয়কামনা"-বিষয়ক প্রস্তাব ও "নূতন রাজপ্রতিনিধিমহাশয়ের কার্য্যভার-গ্রহণে আনন্দপ্রকাশ" সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন—"আমার উপর মাননীয় সম্রাট্‌মহোদয়ের জয়কামনা ও নবাগত রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের কার্য্যভারগ্রহণে আনন্দপ্রকাশ-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে আমি এই প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার করি। বর্ত্তমানে নানাকারণে ইং রাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত আমাদের সুখসুবিধা বিশেষ সংসৃষ্ট। সুতরাং আমরা যদি নিজেদের মঙ্গলচিন্তায় উদাসীন না হই, তাহা হইলে অবশ্যই ইংরেজরাজের জয়লাভ আমাদের আন্তরিক কাম্য হওয়া উচিত। রাজার কল্যাণচিন্তা ভারতীয় প্রজার পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভারতবাসীর ধর্ম্মবিশ্বাস, এই কথাই সমর্থন করে। সে সব কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল স্বার্থের চিন্তা লইয়া অগ্রসর হইলেও বর্ত্তমানে আমরা ইংরেজরাজের সহিত সমস্বার্থ-সূত্রে জড়িত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমরা স্বাভাবিক রাজভক্তিবশে বা স্বহিতসাধনাভিলাষে সম্রাটের ও তাঁহার মিত্রবর্গের জয়কামনা করিতে আগ্রহান্বিত, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। নবাগত বিচক্ষণ রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড মহাশয় ভারতবর্ষীর পরিচালনদণ্ড গ্রহণ করায় আমরা আনন্দিতই হইয়াছি। যোগ্যতম শাসকের মধ্যস্থতায় ইংলণ্ড ও ভারতের সম্বন্ধ প্রীতিকর হয়। এইজন্যই আমরা সুযোগ্য সুবিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের কার্য্যভার-গ্রহণে আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করিতে পারিতেছি।" ইহার পর তিনি ইংরাজীভাষায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ,—বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দ যশোহরে সমবেত হইয়া ভগবানের নিকট বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে মাননীয় ভারতসম্রাট্ মহোদয়ের ও তাঁহার মিত্ররাজগণের জয় প্রার্থনা ও নবাগত রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের ভারতরাজ্যভারগ্রহণে আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন। *

ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুলগফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বল্পকথায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—"আমাদের সম্রাট্ ন্যায়পক্ষপাতী। তিনি ও তাঁহার মিত্রবর্গ ন্যায়ের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার্থেই বর্ত্তমানযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

* এই প্রস্তাব লিপিবদ্ধ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট ছিল। অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুকে ২ খানি রেজেষ্ট্রি পত্র ও অপর ৩ খানি পত্র লিখিয়াও প্রস্তাব বা প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন নাই। এজন্য প্রস্তাব মুদ্রিত হইল না।

সুতরাং তাঁহাদের জয়কামনা করা প্রত্যেক ন্যায়পক্ষপাতী ও রাজভক্ত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য মনে করি। এই যুদ্ধোপলক্ষে ইংলণ্ড ও ভারতের সম্বন্ধ দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। এ সময় একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক পুরুষ ভারতের রাজপ্রতিনিধিপদ গ্রহণ করায় উভয়দেশেরই মঙ্গলবৃদ্ধি সম্ভব। এজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করি।”

পরে ভারতীয়বৌদ্ধসংঘের সুযোগ্য সম্পাদক সিংহলদ্বীপবাসী সুপ্রসিদ্ধ অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি ইংরেজীভাষায় বলেন—

Beloved Brethren,

As a Representative of the Buddhists I am glad to stand before you, and with feelings of delightful pleasure I cordially and loyally second the resolution of loyalty to the British throne.

Twenty five years ago I came to Bengal to revive the forgotten religion of the Lord Buddha. On three previous occasions I had the opportunity to visit Jessore and had enjoyed the hospitality of my dear friend and brother Rai Bahadur Jadunath Mazumdar. This is my fourth visit to Jessore, and I am extremely glad to see a cultured Bengalee audience. I am sorry I am yet unable to address you in your own tongue. When I first came I found that almost every Bengalee with whom I had dealings was well educated in English and found no necessity therefore to learn Bengalee.

I appreciate very much freedom of speech, and I have travelled in Asia, Europe and America three times, and I found that by means of the English language alone I could get on very well. The British people are great, the British Government, as it gives individual liberty I call it good.

We know that the King Emperor, H. M. George V. loves India, and his message to the Indian people was beautifully expressed in certain well chosen words. He wished that we should all hope for higher things, and that we should gain political experience, and that we should make social progress and that in course of time we shall all grow.

There is the great continental war now raging in Europe, let us send our loving thoughts to the people of England, and wish that peace will soon be restored, and as a mark of loyal and sincere affection to the British throne all of you rise from your seats and express our loyalty to the good king who is an example of selfsacrifice.

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এই সময় এইদিবসের কার্য্যসূচীতে ৩টী বিষয় সংযোজিত হয়। (১) যে সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী মহাত্মা অত্যাগ্রহসত্ত্বেও অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকবশতঃ সাহিত্যসম্মিলনের এই অধিবেশনে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়া সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাফ্ এবং পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ, (২) সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের লিখিত পত্র-পাঠ এবং (৩) যশোহরের অন্যতম সুসন্তান খ্যাতনামা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ—এই তিনটী বিষয় এই সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

প্রথমে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি মহাশয় সহানুভূতিকারক মহাত্মগণের নামোল্লেখ করেন। তিনি বলেন "যে সকল মহাত্মা অপরিহার্য্যকারণে সম্মিলনে যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সম্মিলনের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাফ্ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল পত্র ও টেলিগ্রাফ্ পাঠ করা সময়াপেক্ষ বলিয়া, আমি মাত্র তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্টব্যক্তির নামোল্লেখ করিব। বঙ্গসাহিত্যের উদার বন্ধু কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অকৃত্রিমবন্ধু বঙ্গ-সাহিত্যসেবী অষ্টমবঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সুযোগ্য সভাপতি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ্ কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ বাহাদুর, সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজারপত্রিকার" সুযোগ্য-সম্পাদক দেশের অন্যতম সুসন্তান মনস্বী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর সাহিত্যসেবী নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, রংপুর সপ্তপুষ্করিণীর অন্যতম বদান্য ভূস্বামী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, কলিকাতার খ্যাতনামা

সাহিত্যসেবী বিজ্ঞানবিৎ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজসাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই সহানুভূতিসূচক টেলিগ্রাফ্ ও পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, মনীষী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কতিপয়পংক্তি পাঠ করিবার পরেই লিপির অস্পষ্টতাবশতঃ পাঠ করিতে অসুবিধা অনুভব করেন। তখন অভ্যর্থনাসমিতির সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় সেই পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন।*

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই প্রস্তাবোত্থাপন-প্রসঙ্গে বলেন—

"৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রকৃত সাহিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্যের জন্য তিনি আমরণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, "পরিষৎমন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টক ব্যোমকেশের রক্তে রঞ্জিত।" ব্যোমকেশ শুধু পরিষদের জন্য নহে, সম্মিলনের জন্যও প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। আজ তিনি নাই, তাঁহার অভাব সম্মিলনে প্রতি পলে অনুভব করিতেছি। তাঁহার ন্যায় অকপট সাহিত্যসেবকের বিয়োগ বস্তুতই শোককর। আসুন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যোমকেশের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।"

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

* পত্রে সাহিত্যসম্মিলনের কল্যাণকামনা ও সম্মিলনের একনিষ্ঠ সেবক ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ ছিল। সাহিত্যপরিষদের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ উক্ত পত্র সভায় উপস্থিত করেন অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ পরে ঐ পত্র পান নাই। পত্রখানির জন্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে ও শ্রীযুক্ত রামকমল বাবুকে অভ্যর্থনাসমিতি পত্র লেখেন, তাঁহারা উত্তর দেন, পত্রের বিষয় তাঁহারা জানেন না। অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুকে ঐ পত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াও উত্তর পান নাই। সুতরাং, পত্রখানি মুদ্রিত হওয়া সম্ভব হইল না।

এই সময় সাহিত্যপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বিপন্ন পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ অর্থভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। সভাস্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংগৃহীত হয়।

অতঃপর অভ্যর্থনাসমিতির নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচীতে আরও একটি পরিবর্ত্তন ঘটে। "অষ্টমসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ ও গ্রহণ" শাখাসভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণের পরে নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু উহা এই সময়ই হয়। বর্দ্ধমানের অষ্টম-বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় অষ্টমসম্মিলনের (মুদ্রিত) বিরাট্ "কার্য্যবিবরণ" হস্তে লইয়া মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "অষ্টমসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ এই আমি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম। আশাকরি, আপনারা ইহা গ্রহণ করিবেন।" তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়ের অনুমতিমতে কবিকুললক্ষ্মী শ্রীমতী মানকুমারী বসু কর্ত্তৃক রচিত "আবাহন" পদ্য, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন কর্ত্তৃক পঠিত হয়। 'আবাহন' পদ্য মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হয়।

আবাহন।

"বহে না কখন আর, মৃত বক্ষে এ প্রকার
অমর অমৃতগন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে।"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

(১)

স্বাগত হে সুধীগণ!
লহ প্রীতি-আবাহন,
স্বাগত সতীশচন্দ্র বিদ্যা-বিভূষণ!
মনস্বী যশস্বী ধীর,
প্রিয়পুত্র ভারতীর,
তোমা সবা নিরখিয়া কৃতার্থ এ মন।

(২)

বিধির স্নেহের দান
এই সব সুসন্তান,
বিজ্ঞান-দর্শন-বিৎ সুকবি ভুবনে,

নাশিতে বিষাদতমঃ,
ফুটেছে জ্যোতিষ্ক-সম,
আলোকিত হিয়া মম ভাস্কর-কিরণে।

(৩)

কি দেখিছ চাহি চাহি?—
আর যে সে দিন নাহি—
ধন-জন-ফল-পুষ্প—ভরা নিরন্তর—
গৌড়ের সুযশঃ হরি,
জননী যশোরেশ্বরী
সাজাইয়া দিয়াছিলা মম কলেবর!

(৪)

খুলনা আমারি সঙ্গে,
মিশি ছিল এক অঙ্গে,
আজি যদি গেছে দূরে—তবু নহে পর,
কতই গৌরবে বিধি
ভরি দিলা মম হৃদি,
সেই 'রত্ন প্রসবিনী' আমি যশোহর।

(৫)

স্মরিতে আকুল চিত্ত,
নাহি সে প্রতাপাদিত্য,
নাহি আর সীতারাম, বীরপুত্র সব;
ধার্ম্মিক সরল শান্ত
নাহি সে বরদাকান্ত,
নলডাঙ্গা, নড়াইল, ন'পাড়া নীরব।

(৬)

সেই যে ভিষক্‌বর,
কবিরাজ গঙ্গাধর,
শমন সভয়ে যারে ছিল কৃতাঞ্জলি,
ভারতে সুখ্যাতি যার,
"চরকের টীকাকার"
সে আমার সুখ-স্বপ্ন পুত্রধন বলি!

(৭)

আমারে যে নিতি নিতি
শুনাত মধুর গীতি,
স্বরগ-কিন্নর-কণ্ঠে সে মধু কিন্নর ;*
সাহিত্য-গগন-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি
জনমি আমারে বাঞ্ছা করেছে অমর !†

(৮)

সেনহাটী কালিয়ায়,
তারা আজি নাহি হায়,
সেই ধন্বন্তরি-সম সুবৈদ্য সকল ;
সাহিত্যে যে সুপ্রকাশ
নাহি সে ঠাকুরদাস,
হারিয়েছি রত্ন কত প্রাণের সম্বল !

(৯)

'প'ড়ে পাওয়া নিধি সম'
পুত্রবর প্রিয়তম,
সে যে মোর যদুনাথ ধাত্রী-শিক্ষাকার,
নিষ্কাম সন্ন্যাসী সম,
কৃষ্ণচন্দ্র নিরুপম ;
সে'ও গেছে কোল খালি করিয়া আমার !

(১০)

অমৃতবাজারে সেই
সোণার শিশির নেই,
হেমন্ত, বসন্ত সব বিদায় করিয়া,
এবে আছি জীব-লোকে,
বরষা লইয়া চোখে,
স্মৃতির শ্মশান আছে মরমে পড়িয়া ।

---

* বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তা মধুকান ।
† কবিসম্রাট্ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

(১১)

—বলিব কি সবিশেষ,
যাঁরা আছে অবশেষ,
সঙ্কোচে সে নাম ক'টি আনিনা আননে ;
—ভয়ে ভয়ে বলি তবে,
যদুনাথ আদি সবে,
সাধিছে এ মহাযজ্ঞ জীবনের পণে।

(১২)

আজি আমি দীনা ক্ষীণা,
শোক-তাপ-বিমলিনা,
আজি কিসে সেকালের দিব পরিচয়,
দুর্ভিক্ষ-জ্বলিত হিয়া,
তাহে জ্বর ম্যালেরিয়া,
আত্মদ্রোহ অহরহঃ করিতেছে ক্ষয়।

(১৩)

এখন যকৃৎ পিলে,
সদ্য রক্ত মাংস গিলে,
করিছে কঙ্কালসার নশ্বর শরীর ;
জগত-জীবন বায়ু,
গরাসিছে পরমায়ু,
কালীয়ের বিষে ভরা আজি হেথা নীর !

(১৪)

হেন দৈন্য-ক্ষুণ্ণ-দেশে,
তোমরা মিলিলে এসে,
বঙ্গের অমূল্যমণি ভারতগৌরব !
কেমনে কোথায় রাখি,
অশ্রু-জলে রুদ্ধ আঁখি,
ক্ষমা কোরো প্রাচীনার দোষ, ত্রুটি সব !

(১৫)

ব'সো বাপ ! তরু-চ্ছায়,
শষ্পাসন-স্নিগ্ধতায়,
শ্রম দূর কর মম অঞ্চল-বীজনে,

বন-ফল দাও মুখে,
তৃপ্তি পাই ভাঙ্গাবুকে,
শ্রীরাম অতিথি এসে শ্রমণা-সদনে।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে যশোহর-চৌবেড়িয়ার কবিবর ৺দীনবন্ধু মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র সুকবি রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি এল্ বাহাদুর স্বরচিত "যশোর-মঙ্গল" পদ্য পাঠ করেন। "যশোরমঙ্গল" মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হয়।

যশোর-মঙ্গল।

অসিত নীরের মন্থর প্রবাহে
ভৈরব বহিয়া যায়,
শ্যামল তীরের বিটপীর পুঞ্জ
বিম্বিত হইছে তায়;
শতেক শাখাতে বিহগ শতেক
গাহিছে শতেক তানে,
গাহিতে গাহিতে কি যেন দেখিতে
উঠিছে আকাশ পানে;
অদূরে বিস্তৃত প্রান্তর কোমল,
গোধেনু চরিছে তায়,
তরুর ছায়ায় শ্রান্তি পরিহরি'
রাখাল সুখেতে গায়;
দূরেতে পল্লীর কুটীরের শিরে
বিনান' তৃণের বেণী;
মধুময় নীরে শত পাত্র ভরি'
দাঁড়ায়ে খর্জ্জুর-শ্রেণী;
ধান্যের সুবর্ণে মণ্ডিত ক্ষেত্রের
মহিমা দিগন্তে ভায়;
নব মঞ্জরিত আম্রকাননের
সুগন্ধ পবনে ধায়;

নয়নে আমার আধ নিদ্রাবেশে
এ কোন চিত্রের ছায়া ?
হৃদয়ে আমার অম্বর ভরিয়া
ভাসিছে এ কা'র মায়া ?
দেখিলাম, যেন ভৈরব-প্রবাহে
ঘন শৈবালের স্তরে,
শত কমলের শোভা বিকশিত
শৈবাল উজল ক'রে ;
শৈবাল-বসনে কমলের মত
দাঁড়ায়ে ত্রিদিব-বামা,
কানন-কুসুম- ভূষণে ভূষিতা,
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামা ;
সপ্ত সলিলের সে যে অধীশ্বরী ;
ভৈরব-যমুনা-ধার,
চিত্রা-কপোতাক্ষী- নবগঙ্গানীর
সিঞ্চিছে চরণ তার ;
মধু-স্রোত ল'য়ে মধুমতী তার
পদ পরশিতে চায় ;
সে পদ ছুঁইয়া ইচ্ছা পূরাইয়া
ইচ্ছামতী চ'লে যায়।
করুণ নয়ন তরুণ আনন
চিন্তায় আকুল যেন ;
শারদ আকাশে নীল নীরদের
উদয় আজিকে কেন ?
কহিলেন মাতা ; "চিন্তাকুল আজি-
উটজ-অজিরে মম
অধিষ্ঠিত হবে কেমনে এ সভা
রাজসূয়যজ্ঞ সম ?
পর্ণের কুটীরে কি আছে আমার
দিব অতিথির করে ?

জানি না কেমনে কাননে আমার
তুষিব রাজক-বরে ?”
কহিলাম যেন ; “জননি আমার !
আজি কি ব্যাকুল প্রাণে
ভুলিলে চাহিতে সে গৌরবময়
তব অতীতের পানে ?
ভুলিলে কি আজি তব কাননের
নন্দনে তুলনা নাই,
অঙ্গনে তোমার আসিয়া দাঁড়ালে
স্বর্গের আনন্দ পাই ?
ভুলিলে কি আজি কপোতাক্ষী-তীরে
ঝঙ্কার উঠিল কা’র ?
সে যে রচিয়াছে এ গৌড় জুড়িয়া
চির মধুচক্র তার ;
ওই কপোতাক্ষী- পুলিনে তোমার,
মুরলী-রবেতে তা’র
নাচিল আবার কদম্বের মূলে
ব্রজের রতন-সার।
ভুলিলে কি আজি যমুনার জলে
নীলকর বিষধরে
চরণে দলিয়া আবার যেন কে
কালীয়দমন করে ;
ভুলিলে কি তা’র চিরহাস্যময়
সে আনন-সুধাকর,
সব শোক-তাপ- ভুলান তাহার
আনন্দের নিরঝর ?
ভুলিলে কি ওই অমৃতবাজারে
নিমাই-অমিয় যার
করিল তোমার এ দুর বিজনে
সাহিত্য-বিপণি-সার ?

ভুলিলে কি আজি সে 'স্বর্ণলতা'য়
বনফুল-মালা যা'র
পরিয়া, ভারতী ভুলিল তাহার
কণ্ঠের রতনহার ?
ভুলিলে কি এই কুটীরে তোমার
ভেষজ-বিজ্ঞান-রবি
প্রকাশিল বঙ্গে গঙ্গাধর-রূপে
গঙ্গাধর-প্রতিচ্ছবি ?
ভেব না জননি ; এ অঙ্গন তব
আশ্রমপদের প্রায় ;
পুণ্যতীর্থ ব'লে আজি দলে দলে
অতিথি আসিবে তায় ;
দাঁড়াও জননি ! মণ্ডপ আলোকি'
জীবন্ত প্রতিমা প্রায় ;
অমর-সন্ততি- মহিমা তোমার
প্রশান্ত আননে ভায় ।"
দেখিলাম যেন, সপ্তমী-প্রভাতে
আনন্দময়ীর মত,
আনন্দে জননী মণ্ডপ ভরিয়া
ডাকে' অনুচর যত ;
"এস কপোতাক্ষি যমুনার জল
নবগঙ্গা-চিত্রা-বারি
ভৈরব-প্রবাহে মিলি' সবে ভর
অতিথি-সৎকার-ঝারি ;
এস মধুমতী মধুর ধারায়
মিলন মধুর ক'রে,
এস ইচ্ছামতি স্বেচ্ছাসেবা রূপে
অতিথি-তোষণ তরে।"

ইহার পরে যশোহর-কালীপুরের উদীয়মান সুকবি শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ এম্ আর্ এ এস্ মহাশয় স্বরচিত "স্বাগত" পদ্য পাঠ করেন। মুদ্রিত "স্বাগত" সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

স্বাগত।

বাণী-মন্দিরে বোধন-শঙ্খ সঘনে উঠিল বাজি'
এস এস এস ভক্তবৃন্দ, মিলনোৎসবে আজি'!
পূজাবেদী-মূলে এস গো সকলে ভুলি যত ভেদজ্ঞান,
দূর্ব্বা কুসুম বিল্বপত্রে করহ অর্ঘ্য-দান।
আরতির ওই পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাও উজল করি'—
আন' ত্বরা করি মঙ্গল-ঘট গঙ্গা-সলিলে ভরি'।
কেহ বা বাজাও শঙ্খ ঘণ্টা কেহ বা মুরজ মুরলী
কেহ বা পড় গো স্বস্তিবচন পূত হোমানল জ্বালি'।
ভক্তিনমিত প্রেমপূরিত সৌম্য শান্ত প্রাণে,
মিলিতকণ্ঠে পূজার মন্ত্র কর পাঠ সমতানে।
প্রীতিসিক্ত চিত্তকুসুম জননীচরণে দানি'—
ঘুচাও বিরহ দৈন্য বেদনা তুচ্ছ হিংসা গ্লানি।
মন্দিরতলে দাঁড়াও আজিকে ভাই ভাই হাত ধরি'
শান্তিতটিনী ছুটুক জীবনে ঢালিয়া স্নিগ্ধ বারি।
শতেক কণ্ঠে উঠুক ধ্বনিয়া কীর্ত্তন সুমধুর
বিমলানন্দে আকুল ছন্দে প্রাণ করি ভরপূর।
হে সুধীবৃন্দ! যেথায় আজিকে মিলেছ সকলে এসে,
হেথায় কত না অতীত চিত্র নয়ন-সমুখে ভাসে!
হেথায় রচিল 'মধুর চক্র' শ্রীমধুসূদন কবি,
উদিল হেথায় দীনবন্ধু কাব্য-গগন-রবি।
হেথায় একদা কবি সুরেন্দ্র খুলিয়া হৃদয়দ্বার'—
দেখাল মহিমা 'মহিলা' কাব্যে 'মহীয়সী মহিলার'।
হেথায় একদা 'কিন্নর মধু' তুলিল ললিত তান
যাঁহার মধুর লহরী পরশে নাচিল ভকতপ্রাণ!
মন্থন করি শাস্ত্রসিন্ধু ভিষক্ গঙ্গাধর—
গরলে করিল অমৃতকণিকা আর্ত্তের হিতকর।
হেথায় শিশির নিমাইপ্রেমেতে হইয়া আত্মহারা
মাতা'ল বঙ্গ মাতা'ল ভারত ঢালিয়া 'অমিয়-ধারা'!

হেথায় একদা সাধু হরিদাস সাধিল কঠোর তপ,
শিখা'ল মানবে হরিনাম-গাথা মরমে করিতে জপ।
কৃষ্ণপ্রেমের সিন্ধু মাঝারে ভাসায়ে ভক্তি-ভেলা,
হেথা 'গুণাকর' রসিক বিপ্র রচিল 'মাধব-লীলা'।
হেথায় একদা প্রতাপাদিত্য তুলিল সিংহনাদ,—
রাজা সীতারাম মহম্মদপুরে মিটা'ল সমর-সাধ।
আজিও হেথায় 'মধুর ভবনে' কপোতাক্ষীর তীরে—
মহিলা কবির কল্পকুঞ্জে কাব্যসুষমা ক্ষরে!
বিজ্ঞানাকাশ স্নিগ্ধ আজিকে লভি' প্রফুল্লচন্দ্রে—
কীর্ত্তি-কাহিনী জগত যাঁহার ঘোষিছে জীমূতমন্দ্রে!
অতীত-প্রতিভা-আলোকদীপ্ত পুণ্য যশোরভূমি!
দীন আমি, এই তীর্থে দাঁড়ায়ে বাণীর চরণে নমি!!

ইহার পর সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ কর্ত্তৃক রচিত "আশাবল্লী" কবিতা পঠিত হয়। "আশাবল্লী" এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

আশাবল্লী।

যশোহর, তব কীর্ত্তি-শ্মশানে
এ কি মঙ্গল-মিলন আজি!
সমাগত হেথা নবীন ভাবের
ভাবুক-সাধক-সেবকরাজি!
ভৈরব তব গত-বৈভব;
কপোতাক্ষীর স্ফটিক নীরে
শৈবালদল জনমে; বহিছে
শীর্ণ যমুনাপ্রবাহ ধীরে;
মধুমতী আর বরষে না মধু;
ইচ্ছামতীর শীর্ণ ধার।
স্তিমিত শিল্প, হতাশ শিল্পী
রচেনা শিল্প পণ্য আর।
গুণতরুশিরে পতাকা-শোভিত
শোভেনা তরণী তোমার জলে;

আনেনা বণিক্ তরণী ভরিয়া
রজত অর্ঘ্য চরণ-তলে।
জনহীন তব মুখর পল্লী;
নয়নে তোমার অশ্রু ঝরে।
তবুও তোমার কীর্ত্তি-কিরণে
বঙ্গের ভাল উজল করে।
নিজ ভুজবলে দলিতে অরাতি
সমরে প্রতাপ ত্যজিলা প্রাণ;
শোণিত-সাগর মথিয়া উদয়
সমরে জীবন করিলা দান।
তোমার স্তন্য- পীযুষ-পুষ্ট
বীর সীতারাম অমিতবল;
প্রাসাদ পরিখা লুপ্ত এখন,
কীর্ত্তি কেবল অচঞ্চল।
তোমার চরণ- সরোজ-মধুপ
মধু যে চক্র রচনা করে,
অক্ষয় তা'র ভাণ্ডার হ'তে
গৌড়ে মধুর মাধুরী ক্ষরে।
আকুল-কোকিল- কাকলীকণ্ঠ
মধু রচিল যে মধুর গান,
এখনো বঙ্গ মুখরিত করি'
ভাসিছে তাহার মধুর তান।
নীল-বিষধর- দশনদষ্ট
পীড়িত প্রজার করুণ স্বরে
দীনবন্ধুর করুণা-প্রবাহ
বহিল বেদনবারণ তরে।
স্নিগ্ধ সরল ভক্তি-প্রেমের
'অমৃতবাজার' মিলাল সুখে
মরুনন্দন সৃজিলা শিশির
রাজনীতি-মরু-উষর বুকে।

মহিলা-মহিমা গাহে সুরেন্দ্র
খুলিয়া তাহার হৃদয়-দ্বার।
সদ্ভাব-ফুলে সাজাইয়া সাজি
আনিলা কৃষ্ণ অর্ঘ্যভার।
ফুটা'ল তারক 'স্বর্ণলতায়'
হীরকদীপ্তি কুসুমথর।
মরণ আহতে ভেষজের গুণে
নির্ব্যাধি করে গঙ্গাধর।
জ্ঞানবিজ্ঞানে সন্তান তব
লভিল ভারতে অতুল যশ;
বীর-বিক্রমে দমিল অরাতি,
কাব্যে ঢালিল নবীন রস।
যে প্রতিভা আলো দিয়াছ তা'দের
নিবিবে না তা'র উজল ভাতি,
দুখদুর্দ্দিনে মেঘ-বিস্তারে
উজল করিবে আঁধার রাতি।
মিলন-বাসরে বরিষ আশীষ,
উজলি' উঠুক প্রতিভা-রবি;
ভাতুক ভারতে গৌরবে তব
শিল্পী-বণিক্-কোবিদ—কবি।

সাধারণ সভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণ।

ইহার পর বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ ডি মহোদয় তাঁহার প্রগাঢ়পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অপরাহ্ন প্রায় ৬ ঘটিকার সময় সাধারণসভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণ-পাঠ সমাপ্ত হয়। সেই সময়ে স্থিরীকৃত হয় যে, সময়াভাবে কার্য্য-সূচীর নির্দ্দিষ্ট অন্য কার্য্যসমূহ অদ্য হইতে পারে না, অতএব ঐ দিনের মত সভা

ভঙ্গ করা হউক্। তখন রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম এ বি এল্ বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে নিজভবনে সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ করেন।

এই সময় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ বি এল্ মহাশয় সাহিত্যপরিষদের কতিপয় সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"অদ্য রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় সম্মিলনমণ্ডপে নবমসম্মিলনের বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির অধিবেশন হইবে। যাঁহারা প্রতিনিধি অর্থাৎ অভ্যর্থনাসমিতিকে দুই টাকা দিয়া 'প্রতিনিধির ব্যাজ্ ও নিদর্শনপত্র' গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবর্গ ও সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়গণ বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতিতে যোগদানপূর্ব্বক মত দিতে পারিবেন। আশাকরি, ইঁহারা সকলেই যথাসময়ে সম্মিলনমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির কার্য্য সম্পাদন করিবেন।" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর কথার সমর্থন করেন। তখন এই প্রস্তাব সকলে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয়ের গৃহে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবার কথা ছিল, সহসা বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় এই স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা প্রকাশ করায় অনেকে বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহই স্থান-পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও আনন্দধ্বনিসহকারে সভাভঙ্গ হইল।

সান্ধ্য-সম্মিলন।

এইদিন (৮ই বৈশাখ শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুরের সুসজ্জিত ও আলোকমালালঙ্কৃত ভবনে সান্ধ্যসম্মিলন হয়। সান্ধ্য সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গ ও দর্শকমহাশয়গণ সম্মিলিত হইয়া মনোরম জলযোগে রুচিকর শিষ্টাচারে ও মিষ্টালাপে সম্মিলনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সান্ধ্যসম্মিলনে "দূরবীক্ষণযোগে তারাদর্শন"-রূপ বৈজ্ঞানিক আমোদ, সমাগতগণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। অদূরে "যশোহর সম্মিলনী বিদ্যালয়ের" প্রাঙ্গন, যশোহরের নিজস্ব "জারিগীতে" মুখরিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার

বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুরের সরসমধুর বিনয়নম্র সম্ভাষণ, আপ্যায়ন, অমায়িক ব্যবহার সমাগত মহাশয়গণের পরিতোষ সাধন করিয়াছিল।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি।

এইদিন রাত্রি ৭॥০টার সময় সম্মিলনমণ্ডপে বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়।

অভ্যর্থনাসমিতি কর্ত্তৃক বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের দুইজন প্রতিনিধির নিমন্ত্রণ বন্ধ করা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় ও পরে বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির অধিকাংশের মতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।*

"সাহিত্যসম্মিলনের প্রতিনিধিগণ বিষয়নির্ব্বাচনসমিতিতে সমবেত হইয়া সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, সাহিত্যপরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রতিনিধি-রূপে সম্মিলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হউক।"

প্রস্তাব গৃহীত হইলে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়।

Babu Panchcowrei Banarjee
13 Das' Lane.
Babu Sashi Bhusan Mukherji
12/1 Brindaban pal Lane Calcatta,
You are welcome as Parisaddeligates
President, Subject Comitee Jessore,

অতঃপর অন্যান্য কার্য্যের পর রাত্রি অধিক হওয়াতে, এই সমিতির অধিবেশন বন্ধ হয়। (ক)

---

* ৫ জন এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ৪৬ জন স্বপক্ষে মত প্রকাশ করায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ক) বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় সমূহের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। এবার এই অধিবেশনে কেবল নিমন্ত্রণ-ব্যাপারে অভ্যর্থনাসমিতির স্বাধীনতা-পরাধানতার আলোচনা হইল। বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির সভাপতির পক্ষ হইতে অভ্যর্থনাসমিতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুইজনকে আহ্বান করা হইল। অভ্যর্থনাসমিতির শতাধিক সভ্য বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিয়াও শেষে "প্রতিনিধি"রূপে গণ্য না হওয়ায় ভোট দিতে অনধিকারী বিবেচিত হইলেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভ্যগণ এই সকল অনাচারের প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইলেন না; কারণ তাঁহাদের পবিত্র কর্ত্তব্যে মালিন্যস্পর্শ না হয়, ইহাই তাঁহাদের কাম্য ছিল।

বিষয়নির্ব্বাচনসমিতির অধিবেশনের পর 'কার্য্যসূচী'র নির্দ্দিষ্ট "ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা" হইবার কথা ছিল, কিন্তু পারিবারিক অস্বাস্থ্য বশতঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর আসিতে না পারায় এই বক্তৃতা হয় নাই।

*

প্রবন্ধনির্ব্বাচন।

যে সমস্ত প্রবন্ধ, লেখক-মহাশয়গণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সেগুলি তিনি স্বয়ং পাঠ করেন এবং অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ ভারতী ও অষ্টমসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ, ও অভ্যর্থনাসমিতির কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যের সহিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে নিজ মন্তব্য সহিত শাখাসভাপতিমহাশয়গণকে অর্পণ করেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয় কেবল বিজ্ঞানশাখার প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানশাখা-সভার সম্পাদক প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়কে অর্পণ করেন। দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস-শাখার সভাপতিমহাশয়গণ ও সম্পাদকমহাশয়গণ যে সমস্ত প্রবন্ধ পাইয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহারা নিজেরাই পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যশাখার প্রবন্ধনির্ব্বাচনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। "আনন্দবাজার-পত্রিকা"সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার মহাশয়, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ইতিহাসের অধ্যাপক 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয় ও অন্যতম "যশোহর খুলনার ইতিহাস"-লেখক যশোহর নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইতিহাসশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে প্রবন্ধনির্ব্বাচনে সাহায্য করেন। দর্শনশাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার কার্য্যকরীসমিতির কতিপয় সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রবন্ধনির্ব্বাচন করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বিজ্ঞান-শাখাসভার কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন।

নবম অধিবেশন।

—•:•:•—

যশোহর।

দ্বিতীয় দিবস	{	৯ই বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ
শনিবার		২২ এপ্রিল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

বিভিন্ন শাখার অধিবেশন।

প্রাতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হয়।

সম্মিলনমণ্ডপের উত্তরাংশে সাহিত্যশাখা—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সম্মিলনমণ্ডপের দক্ষিণাংশে ইতিহাসশাখা—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি।

জজবাহাদুরের এজলাসে—দর্শনশাখা—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সবজজ বাহাদুরের এজলাসে—বিজ্ঞানশাখা—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি, এফ্, জি, এস্।

প্রত্যেক শাখার পৃথক্ কার্য্য-বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সাহিত্য-শাখাসভা।

স্থান—সম্মিলনমণ্ডপের উত্তরাংশ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণ ২ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি।

সম্পাদক—ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃতকলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে ও

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুলগফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ পি এইচ্ ডি মহাশয় সাহিত্যশাখাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্যশাখাসভার সভাপতিরূপে কোনও স্বতন্ত্র অভিভাষণ পাঠ করেন নাই। সাধারণসভাপতিরূপে তিনি যে মূল্যবান্ অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের অনেক গূঢ় তথ্যের আলোচনা থাকায় এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অভিভাষণের প্রয়োজন হয় নাই। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়াই সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারা পাঠ্য-প্রবন্ধ-সমূহের নাম-তালিকা রচনা করাইলেন এবং প্রবন্ধের উপাদেয়তা, উপযুক্ততা ও অবস্থাবিশেষে আকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ প্রবন্ধ পাঠের জন্য আনুমানিক কত সময় দেওয়া সঙ্গত তাহা স্থির করিলেন। অনন্তর যথাক্রমে প্রবন্ধ-পাঠ চলিতে থাকে।

সাহিত্যশাখাসভার জন্য সর্ব্বসমেত ৫০টী প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৪টী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ২১টী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়-গণই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত কুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্, মহাশয়ের প্রবন্ধটী (তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল-গফুর সিদ্দিকী মহাশয় পাঠ করেন। প্রবন্ধ-লেখকমহাশয়গণের অনুপস্থিতি-হেতু বিশেষতঃ সময়াভাবে ২৫টী প্রবন্ধ 'পঠিতরূপে গৃহীত' হয়। পাঠের পারম্পর্য্য অনুসারে পর পর পঠিত প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়-গণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

লেখক ও পাঠক—

১। বাণীবন্দনা (গীতিকবিতা) (১) পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

২। সাহিত্যের ব্যবহার। অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি আর্ এস্।

৩। বাঙ্গালাবিভক্তির 'রা' 'র' 'রে' 'কে,'। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ বি এল্।

---

(১) 'কার্য্যসূচীতে' প্রথমদিবসে সাধারণসভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণের পর বিশ্রামান্তে এই "বাণীবন্দনা" গীতটী যশোহরেশ্বরশিবসঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক গেয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু প্রথম দিবস অবসরাভাবে গীত হয় না; এই দিনেও সময়সংক্ষেপ হেতু গীতের ব্যবস্থা হয় না। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রচয়িতা, "বাণীবন্দনা" পাঠ করেন।

লেখক ও পাঠক

৪। সমালোচনার বর্ত্তমান স্বরূপ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ।

৫। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য ও তাহার আদর্শ। লেখক শ্রীকুমার অধিক্রম মজুমদার বি এল্।
পাঠক ডাঃ আবদুলগফুর সিদ্দিকী।

৬। যশোহরের সাহিত্যসম্পদ্। ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

৭। যশোহরের ভাষা। পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ

৮। ভাব ও ভাষা। পণ্ডিত শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

৯। গ্রাম্যগাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১০। মাতৃভাষার সাহায্যে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের উপায়।
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

১১। কবিবর ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ।

১২। ভাষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান্। সেখ্ রেয়াজদ্দি আহম্মদ।

১৩। 'ব'কারের বক্তৃতা। শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ।

১৪। বৌদ্ধধর্ম্ম ও পালিসাহিত্য। শ্রীশ্রমণ সিদ্ধার্থ শাস্ত্রবিশারদ বিনয়াচার্য্য।
(পালি ভাষায় লিখিত)

১৫। যশোহর (পদ্য) পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

১৬। মুসলমান্ ও বঙ্গসাহিত্য। ডাঃ শ্রীআবদুলগফুর সিদ্দিকী।

১৭। বঙ্গসাহিত্যে দাশরথি রায়ের স্থান। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-কণ্ঠ এফ্ টী এস্।

১৮। মৌলুদ শরীফ—আউজ্ বিল্লাহে মেনাস্ সয়তানের রাজিম্ বিছ্মিল্লাহের রহমানের্ রহিম। মুন্সী খয়েরাতুল্লা সর্দ্দার।

১৯। বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

২০। মানবের ঋণভার। শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বি এল্।

২১। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায়।
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু।

সময়াভাবে এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়গণের অনুপস্থিতিহেতু যে সমস্ত প্রবন্ধ "পঠিতরূপে গৃহীত" হইয়াছে, সেগুলির নাম এবং উক্ত প্রবন্ধসমূহের লেখক-মহাশয়গণের নাম এখানে প্রদত্ত হইল—

লেখক।

১। বাণী-প্রশস্তি। (কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
২। আবাহন (কবিতা) পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।
৩। রামকেলি ও শ্রীরূপসনাতন। শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৪। বৈষ্ণব-কবিতা ও বাঙ্গালী কবি শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।
৫। সাধু-ভাষা। শ্রীবীরেশ্বর সেন।
৬। বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবকবি। পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।
৭। স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত।
৮। গ্রাম্যকবি কানাইলাল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।
৯। স্ত্রীশিক্ষা। শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র।
১০। দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্য। শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ।
১১। মডাসুরের পালা। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস।
১২। অর্ঘ্য (কবিতা) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ।
১৩। বঙ্গভাষায় ব্যবহার-বিজ্ঞান। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু বি এল্।
১৪। বাঙ্গালাসাহিত্য ও বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান্। শ্রীমহম্মদ ওয়াজেদ আলি।
১৫। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য। রায় শ্রীচুণীলাল বসু এম্ বি বাহাদুর।
১৬। বাঙ্গালার গ্রাম্যভাষাতত্ত্ব। পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ।
১৭। সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি এম্ এ
১৮। সংস্কৃতসাহিত্য ও বৈদিক যুগ। শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।
২০। প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ। শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য।
২১। অভিভাষণ (কবিতা) শ্রীলালনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
২২। একটী চিন্তা। শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষ।
২৩। সাহিত্যে সত্যের আদর্শ চাই। শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪। প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অনুরাগ। শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী।
২৫। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা। শ্রীযুক্তা সরলাবালা মিত্র বি এ।

সাহিত্যশাখাসভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি এইচ্ ডি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ পি আর্ এস্,

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ বি এল্, শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ, শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ বি এল্, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ বি এল্, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ এবং 'যশোহর' 'নন্দিনী' 'কল্যাণী' 'বিদূষক' 'পল্লীবার্ত্তা' 'কাশীপুরনিবাসী' 'খুলনাবাসী' '২৪ পরগণাবার্ত্তাবহ' "পল্লীবাসী" "আনন্দবাজারপত্রিকা" প্রভৃতি কতিপয় পত্রিকার সম্পাদকগণ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রায় ৪০০ জন ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যশাখাসভায় প্রবন্ধের বিষয় লইয়া উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কোনওরূপ আলোচনা বা বাদ-প্রতিবাদ হয় নাই। কেবল পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠকালে সভাপতি ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন যে "এই প্রবন্ধ গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, কিন্তু আমার বিবেচনায় তান্ত্রিক 'বীজ'মন্ত্রাদি অবলম্বনে লিখিত এই প্রবন্ধ এরূপ সাধারণসভায় সর্ব্বজনসমক্ষে পঠিত না হইলেই সঙ্গত হইত।"

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় এই শাখার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ-প্রদানের পর এই শাখাসভা ভঙ্গ হয়।

দর্শন-শাখাসভা।

(সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ *)

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথমিত্র এম্ এ

কার্য্যকরী সমিতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ

পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-তীর্থ

* এই বিবরণ দর্শনশাখাসভার সভাপতি মহাশয় স্বয়ং লিখিয়া অভ্যর্থনা-সমিতিকে দিয়াছেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ-তর্কবাগীশ
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু
মহাস্থবির গুণালঙ্কার ভিক্ষু শ্রমণ

প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই শাখার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয়দিবস প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকার সময় এই শাখার সভারম্ভ হয়। সভার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ সংস্কৃতকলেজের প্রতীচ্যদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় সম্পাদকীয় কার্য্য করেন। সভাস্থলে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ বি এল্, পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী, পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী-সাংখ্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত শশিভূষণ শিরোমণি, পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী বি এল্, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সাহিত্যপরিষৎ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রভৃতি সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাগৃহে চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতি সাজান হয় নাই, মেজের উপর সতরঞ্চী পাতিয়া শুভ্রবর্ণ চাদর পাতা হইয়াছিল। কার্পেট নির্ম্মিত সুন্দর উচ্চাসন সভাপতির জন্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সভাগৃহে দেড়শতের অধিক সভ্যের স্থান না থাকায় অধিকাংশ লোক বাহিরের পূর্ব্বের ও দক্ষিণের বারান্দায় অগত্যা দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আবার অনেকে পাদুকা-পরিত্যাগের ভয়ে সভাগৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হয়েন নাই।

যথাবিধি সভাপতি-বরণের প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভাপতিমহাশয় আসন পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহাকে মাল্য প্রদান করা হয়। তৎপরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণের পর প্রবন্ধ পাঠ হয়। সর্ব্বসমেত ২০টী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টী বিশেষ

প্রশংসনীয় এবং মনোযোগের সহিত শ্রুত হইয়াছিল। অন্য প্রবন্ধগুলি বিশেষ প্রশংসনীয় হয় নাই, সেজন্য উল্লিখিত হইল না।

প্রবন্ধ।

১। বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও ধর্ম্মজীবন-লাভ।

লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয়। প্রবন্ধের ভাষা ও ভাব বড়ই সুন্দর; অনেক মৌলিক তত্ত্ব আছে।

২। বর্ত্তমানসময়ে হিন্দুজীবনে বেদান্তের প্রচার ও উপযোগিতা। বেলুড়মঠের সুপ্রসিদ্ধ স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত। এই প্রবন্ধ বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। বর্ত্তমানসময়ে হিন্দুসমাজের আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের ঐকান্তিক আবশ্যকতা ও তাহার মূলভিত্তি যে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মভাব হওয়াই উচিত, ইহা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় অতি উদারভাবে বহুতর সদ্‌যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

৩। সাংখ্যদর্শনে ক্রমবিকাশ-বাদ।

লেখক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ (আগরতলা ত্রিপুরা)।

৪। সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ।

লেখক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ। এই প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের গূঢ় তথ্য এমন নূতনভাবে ও প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে প্রবন্ধের লেখক অসাধারণ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, একথা সকলেই একমুখে স্বীকার করিয়াছিলেন।

৫। তত্ত্বসংখ্যান।

লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ধীরেশচন্দ্র আচার্য্য। পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যের তত্ত্বসংখ্যান ও তত্ত্ববিবেক নামক দুইখানি গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধে লেখক অতি সরলভাবে ও সংক্ষেপে তদীয় মতের দার্শনিকতত্ত্বের বিশদ বর্ণন করিয়াছেন; প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর।

৬। ন্যায়-দর্শনে অদৃষ্টবাদ।

ভট্টপল্লীর উদীয়মান নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ তর্কবাগীশ মহাশয় এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধ-লেখক অদৃষ্টশক্তি আরম্ভবাদ ও ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক ন্যায়দর্শনের গম্ভীর তত্ত্বগুলি অতি সরলভাষায় ও যুক্তির সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন।

৭। ভক্তিযোগ।

ভট্টপল্লীর প্রথিতনামা স্মার্ত্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ স্মৃতি-ভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। নারদপঞ্চরাত্র, ভগবদ্গীতা ও শাণ্ডিল্যসূত্র প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ সমূহের উপর নির্ভর করিয়া লেখক অতি সরল ও মধুর ভাষায় এই প্রবন্ধে ভক্তিতত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমবেত সভ্যবৃন্দ বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; অনেকে নয়নের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধলেখকের মতে, ভক্তির পরিণতি—ভক্তের পরমাত্মাতে লয়। সভাপতি মহাশয় সভায় উপস্থিত বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে এই মতের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। পাল মহাশয় তাঁহার ওজস্বি-মধুরভাষায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, পূর্ণানন্দময় দাস্যভাবই ভক্তির পরিণতি, পরমাত্মাতে লয় বা সম্পূর্ণভাবে অভেদাভিব্যক্তি ভক্তির পরিণতি বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। পাল মহাশয়ের এই বিষয়ের সুদীর্ঘ আলোচনা বড়ই মনো-হারিণী হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক মহাশয় পাল মহাশয়ের আলোচনার প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত হইলে, সময়াভাব বশতঃ তাঁহাকে বিরত হইতে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁহার উত্তর লিখিয়া প্রবন্ধাকারে কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৮। চতুরার্য্য-সত্য।

কলিকাতা—বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর-বিহারের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য মহাস্থবির স্বামী শ্রীগুণালঙ্কার ভিক্ষু মহাশয় এই প্রবন্ধের লেখক। শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ মহাস্থবির মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ং প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিনিধি একজন ভিক্ষু এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দুঃখবাদ ও বৈরাগ্যের গভীর তত্ত্বগুলি এই প্রবন্ধে বড়ই সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৯। সংস্কার ও সুখ।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ এই প্রবন্ধের লেখক। লেখক উপস্থিত না থাকায় প্রবন্ধটী সভায় পঠিত হয় নাই, কিন্তু "পঠিত বলিয়া গৃহীত" হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। অপঠিত প্রবন্ধের মধ্যে এইটীই উল্লেখযোগ্য।

১০। লিঙ্গ-দেহ-রহস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী এই প্রবন্ধের লেখক, তিনি স্বয়ংই এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের সরল ও বিশুদ্ধভাষা

সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। মরণের পর মানবাত্মার লিঙ্গ-দেহের সাহায্যে লোকান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ে স্মার্ত্ত ও দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য এই প্রবন্ধে বিদ্যমান।

১১। নব্য দর্শন বা অব্যক্তানুভূতি।

প্রবন্ধলেখক বরিশাল—কেওরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার নগেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত। প্রবন্ধটী অতি বৃহৎ হওয়ায় সর্ব্বাংশ পঠিত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখকের ইচ্ছানুসারে কতিপয় অংশ প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। মৌলিক পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় প্রবন্ধলেখক স্বাধীনভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই বিশদভাবে ব্যক্তকরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রবন্ধলেখক দার্শনিকতত্ত্ব বিষয়ে নিজের স্বাধীন আলোচনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধের ভাষাও বেশ সরল এবং মধ্যে মধ্যে যুক্তি-সমাবেশের রীতিও উৎকৃষ্ট।

বেলা দ্বিতীয়প্রহর পর্য্যন্ত এই শাখার অধিবেশন হয়। পরে শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতির ঐকান্তিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া উপস্থিত সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে যথারীতি সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদপ্রদান ও তৎসমর্থনানন্তর সভাভঙ্গ করা হয়।

বিজ্ঞান-শাখাসভা।

সংক্ষিপ্ত-কার্য্যবিবরণ। ¶

৯ই বৈশাখ প্রাতে ৭॥০ টার সময় স্থানীয় সবজজবাহাদুরের এজলাসগৃহে বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জেলার জজ রায় শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কলিকাতা ছোট আদালতের জজ রায় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, ব্যারিষ্টার শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত, জেলার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ, সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি প্রায় ২০০ জন ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

¶ এই সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় লিখিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট পাঠাইয়াছেন।

সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বিজ্ঞানশাখার গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন—এবং উহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ" নামক অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

৪র্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পরে প্রবন্ধ-পাঠ আরম্ভ হয়। এবার সর্ব্বসমেত ২০টি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটি সম্মিলনে পাঠের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধই আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত, শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, শ্রীমেঘনাদ সাহা ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ।

১। হিন্দুজ্যোতিষ—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি এ বি ই,

২। হিন্দুজ্যোতিষ—শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ বি এল্,

৩। সাহিত্যে জ্যোতিষ—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

৪। আমাদের কৃষি ও অর্থশাস্ত্র—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কৃষিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের আলোচনাকালে শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন "প্রকাশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সারগর্ভ, তবে পাশ্চাত্যপ্রণালীতে কৃষিকার্য্য করা যে আমাদের দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত, একথা স্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে কেহই বড় কল কারখানা করিয়া বিলাতিমতে চাষ আবাদ করেন নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনও মত দেওয়া অত্যন্ত শক্ত।"

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় মহাশয় (খুলনা) বলিলেন "আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দরিদ্র কৃষকদের কোনও প্রতিনিধি, স্থানীয়-ব্যবস্থাপকসভাতে নাই।"

৫। ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে সভা-পতি মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া জানাইলেন যে "যোগেন্দ্র বাবু বিদ্যালয়ে অতি অল্পই লেখা পড়া করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি জ্যামিতির সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে যে তর্ক-যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়।"

যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীমেঘনাদ সাহা মহাশয় ঐ প্রবন্ধের বিষয় আধুনিক ইংরাজিপদ্ধতিতে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "যোগেন্দ্রবাবু যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অন্য দিক্ দিয়া ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক রসেলও সেই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু যে পরিমাণে ইংরাজি জানেন, তাহাতে তিনি কখনই অধ্যাপক রসেলের পুস্তক পড়িতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ অসাধারণ অঙ্কশাস্ত্রবিদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া আমাদের উচিত।"

৬। গণিতের ভিত্তি—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ।

৭। আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীউমানাথ কাব্যতীর্থ।

৮। মগরাহাটের পশ্চিমের লাল কর্দ্দম। লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি ; পাঠক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি,

৯। প্লেসেণ্টিসিরাস্ তামুলিকাম্ কস্‌মাট্ এর অবস্থিতি-সম্বন্ধে মন্তব্য। অধ্যাপক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ এফ্ জি এস্।

১০। ভারতের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এ : পাঠক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপধ্যায় এম এ।

১১। রঞ্জন আলো—শ্রীমেঘনাদ সাহা এম্ এস্ সি।

১২। রজত-মিশ্রিত সীস-ধাতু-বিশ্লেষণ-প্রণালী। লেখক—অধ্যাপক শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ ; পাঠক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

১৩। সমান্তর বল, বল-সমান্তরেরই বিশেষ উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে—এই সম্বন্ধে আলোচনা।—অধ্যাপক শ্রীজগদিন্দু রায়।

১৪। জুলের (Jouleএর) পরীক্ষায় উষ্ণতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার একটি প্রণালী।—অধ্যাপক শ্রীজগদিন্দু রায়।

১৫। আপেক্ষিক উষ্ণতা, অনুভুত উষ্ণতা প্রভৃতি বাহির করিবার একটি নূতন প্রণালী।—অধ্যাপক শ্রীজগদিন্দু রায়।

১৬। পৌনঃপুনিকসংখ্যার কতকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা। —অধ্যাপক শ্রীজগদিন্দু রায়।

১৭। চাউলমুগরার তৈল—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

লেখকের অনুপস্থিতি-হেতু ও সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি "পঠিত বলিয়া ত" হইল—

১৮। জীবিতপদার্থের রাসায়নিক অংশ—শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এ। (উইস্‌কনসিন্)

অতঃপর শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

"আমাদের বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া বিজ্ঞান-শাখার আলোচ্য বিষয়াদি মধ্যে কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয় প্রভৃতিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হউক।"

অতঃপর আচার্য্য ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীশশধর রায় এম্ এ, বি, এল্ মহাশয় আগামী সাহিত্যসম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় মহাশয় শ্রীশশধর বাবুর জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করিলেন ও বলিলেন যে, "সাহিত্যসম্মিলনে বিজ্ঞানবিভাগের প্রবেশাধিকার-লাভ সর্ব্বপ্রথমে রাজসাহীতে শশধর বাবুর চেষ্টাতেই হইয়াছিল এবং এই বিভাগের উন্নতির জন্য তিনি পূর্ব্বাপর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন।" শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীমেঘনাদ সাহা মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয় যথাক্রমে আগামী বর্ষের জন্য বিজ্ঞানবিভাগের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতিমহাশয়কে ধন্য-বাদ-প্রদানের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ইহার পর বেলা ১২॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখাসভা।

সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ। *

৯ই বৈশাখ (২২ এপ্রেল) শনিবার প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ণে ১৷৷৹টা হইতে ৪৷৷৹টা পর্য্যন্ত ইতিহাস-শাখার তৃতীয় অধিবেশন

---

* এই বিবরণ ইতিহাসশাখার সভাপতিমহাশয় লিখিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট পাঠাইয়াছেন।

হয়। অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ফরিদপুরের উকীল শ্রীঅঘোরনাথ রায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে পাঁচশতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কএকজনের নাম মাত্র দেওয়া হইল।

ডাক্তার পি, সি, রায়। ‡ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। রাজসাহীর শ্রীশশধর রায়। অনাগারিক ধর্ম্ম-পাল। হিতবাদী-সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। ঐতিহাসিক শ্রীকালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক সত্যচরণ শাস্ত্রী। ঐতিহাসিক চারুচন্দ্র বসু। প্রবীণ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। উপাসনা-সম্পাদক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়। বগুড়ার ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেন। খুলনার ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র। কাশীর ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য। রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার সরকার। মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম্ এ বি এল্। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীরাখালরাজ রায়। ডাক্তার আব্দুলগফুর সিদ্দিকী। শ্রীগণপতি রায়। শ্রীননীগোপাল মজুমদার। ঐতিহাসিক শ্রীহীরালাল ভট্টা-চার্য্য (উকীল নড়াইল।) শ্রীযুক্ত পি, এন্ বসু। শ্রীসারদাচরণ মিত্র। মহামহো-পাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। মাননীয় ব্যারিষ্টার বি, চক্রবর্ত্তী। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমণিলাল গাঙ্গুলি। রায় বাহাদুর কৈলাস-চন্দ্র বসু। পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। শ্রীযতীন্দ্র-মোহন সিংহ। পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাঙ্খ্যমীমাংসাতীর্থ। শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত। শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কুমার সতীশকণ্ঠ রায় (চাঁচড়া)। রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায় (নড়াইল)। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক। শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ বি এল্। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত। রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর। শ্রীঅম্বিকাচরণ বসু প্রভৃতি।

‡ সাহিত্যশাখার কার্য্য শেষ হইলে অপরাহ্ণে ডাঃ পিঃ সিঃ রায়, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত পি এন্ বসু মহাশয় প্রভৃতি এই শাখায় কিয়ৎকালের জন্য আসিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যশোহরের অভ্যর্থনা-সমিতি এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ধন্যবাদপ্রদান করিয়া, প্রায় একঘণ্ট... 'সম্বোধন' পাঠ করেন।

পঞ্চম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস-শাখায় এবার বহু প্রবন্ধ আসিয়াছিল, তন্মধ্যে গৃহীত প্রবন্ধগুলির নাম, তত্তল্লেখকগণের নামসহ অকারাদি-বর্ণানুক্রমে উদ্ধৃত হইল—

১। অজয়-তীরবর্ত্তী ঐতিহাসিকসম্পৎ—মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

২। অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব—পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী।

৩। আসামরাজ্যের বাঙ্গালীগুরু—পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।

৪। * ইতিহাসে অসত্যের প্রচার—শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

৫। * একটী বিস্মৃতরাজ্য—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এফ্ আর্ এ এস্।

৬। * কালীয়া—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্ এম্ এস্।

৭। গঙ্গাহৃদয়- শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

৮। * গয়া-কাহিনী—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৯। ঘোড়ালাচ-গ্রামের দেপালরাজা—শ্রীঅঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য।

১০। * চাণক্য-সমিতি—অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ।

১১। জীবনসংগ্রাম—শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

১২। তাপসী রওসন-আরা—ডাক্তার আবদুলগফুর সিদ্দিকী।

১৩। তীর্থ-বিবরণ (বঙ্গের)—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

১৪। দণ্ডভুক্তির প্রকৃত-অবস্থান—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি এল্।

১৫। * দুর্ম্মূল্যতার কারণ (অর্থনীতি-বিষয়ক)—শ্রীরাখালরাজ রায় বি, এ।

১৬। ধন ও ভোগ (অর্থনীতি-বিষয়ক)—অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ

১৭। * নদীয়ার প্রত্নসম্পৎ বালোসারাজার গড়—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

১৮। পাটলিপুত্র ও ভারতে জরথুস্ত্রীয় রাজবংশ—শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ।

১৯। পাতালভেদী রাজবাড়ী—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

২০। প্রাচীনচীন (শিক্ষা ও সাহিত্য)—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলি বি, এ।

২১। প্রাচীন মুসলমানগণের সংস্কৃত-চর্চ্চা—শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

২২। * প্রাচীন রাজগৃহ—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ।

২৩। * প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যযুগ—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ।

২৪। বুদ্ধঘোষের 'অর্থ-কথা' বিষয়ে কয়েকটী কথা—মহাস্থবির গুণালঙ্কার।

২৫। বেলগ্রামের লড়াই—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২৬। মুসলমান-সভ্যতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—মোহাম্মদ কে চাঁদ।

২৭। মৌখরি-রাজবংশ—শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

২৮। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন—শ্রীপদ্মরাজ রাণীবালা (জৈন)

২৯। যশোহর—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ।

৩০। যশোহরের আয়োজন—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি এ।

৩১। যশোহরের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ—শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য।

৩২। যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

৩৩। * সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার জাতীয়চিত্রের নমুনা—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড।

৩৪। * সলিমা সুলতানবেগম—শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫। * সারনাথ সংগ্রহ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৩৬। * সীতারাম রায় (রাজা)—শ্রীবরদাকান্ত দে

৩৭। সেনহাটীর প্রাচীনকীর্ত্তি—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

অপরাহ্ন ৪॥০ সাড়ে চারিটার পর সাধারণসভায় যোগদান একান্ত আবশ্যক বলিয়া সভামহাশয়গণের অভিপ্রায়ানুসারে সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ-প্রদান ও তৎসমর্থনানন্তর সভাভঙ্গ হয়।

সভায় পঠিত প্রবন্ধসমূহের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর "তাপসীরওসনারা" প্রবন্ধের সময়-নির্ণয়-ঘটিত অংশ প্রমাণশূন্য—একথা মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লা এম্ এ বি এল্ বলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "যশোহরের আয়োজন" প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশ ('বসন্তপুর' নাম-নির্দ্দেশের কারণ প্রভৃতি) সত্য নহে, একথা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন তাঁহার "সেনহাটীর প্রাচীনকীর্ত্তি" প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয়ের অভিমতের "প্রতিবাদ" করা হইতেছে প্রকাশ করায় সভাপতিমহাশয় বলেন, "এই ক্ষেত্রে "প্রতিবাদ"-শব্দ ব্যবহৃত হওয়া আপত্তিজনক, কারণ প্রতিবাদ বা ভ্রমপ্রদর্শন

* চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি সময়াভাবে "পঠিত বলিয়া গৃহীত" হয়। তন্মধ্যে ৫, ৩২ ও ৩৫ নং প্রবন্ধের সারাংশ সভাপতিমহাশয় জানাইয়াছিলেন।

প্রমাণপূত হওয়া চাই। দীনেশ বাবু প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলাচার্য্য হিঙ্গুসেনের বংশধর, তিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ নহেন, প্রত্যুত সুবিজ্ঞ। দৃঢ় প্রমাণ ভিন্ন কেবল অনুমান বা অকিঞ্চিৎকর বিসংবাদিকিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া 'প্রতিবাদ' উপস্থিত করা সঙ্গত হয় না।" তখন লেখক অশ্বিনীকুমার বলেন "আমি প্রতিবাদ করিতেছিনা, আলোচনা করিতেছি মাত্র।" ডাঃ সিদ্দিকী ও অধ্যাপক সতীশ বাবু তাঁহাদের প্রবন্ধের আলোচনার প্রত্যুত্তর দিতে অগ্রসর হন নাই।

বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি :—সাহিত্যশাখার কার্য্য শেষ হইলে কিছুকাল পরে বিষয়-নির্ব্বাচনসমিতির ২য় অধিবেশন হয়। এবারও প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমর্থক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। এই অধিবেশনে সংক্ষেপে বিষয়-নির্ব্বাচন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। অভাবগ্রস্ত সাহিত্যসেবিগণের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডার-স্থাপনের প্রস্তাব ও মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির প্রস্তাবিত চারি শাখার চারিজন উৎকৃষ্ট-প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কারদান-বিষয়ক প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়।†

† সাধারণ সভায়ও প্রস্তাব দুইটীতে আপত্তি হয় এবং প্রস্তাব দুইটী পরিত্যক্ত হয়। সাধারণসভায় কার্য্যসূচীর নির্দ্দিষ্ট—

"অভাবগ্রস্ত সাহিত্যসেবিদিগের সাহায্যার্থ ধনভাণ্ডার-স্থাপনের প্রস্তাব" যশোহরের অভ্যর্থনাসমিতির অন্যতম সভ্য অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ এফ্ আর্ এ এস্ এফ. আর্ হিষ্ট. এস্ মহাশয় উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, "এই প্রস্তাব অতি প্রয়োজনীয়। বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণ-সাধনার্থে এইরূপ ধনভাণ্ডার-স্থাপনের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আশা করি, এই প্রস্তাব সকলে সমর্থন করিবেন।" অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন "এ প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, কিন্তু আমি মনে করি, সম্প্রতি এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ, আশানুরূপ অর্থ-সংগ্রহের পূর্ব্বে এ [illegible] করা নিরর্থক।" হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের আপত্তি সমর্থন করিয়া বলিলেন "অর্থাভাবে এখন এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। আমি বিবেচনা করি, এ প্রস্তাব সম্প্রতি পরিত্যক্ত হউক্। আগামী সম্মিলনে সম্ভব হইলে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।" এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে অভ্যর্থনাসমিতির অনেক সদস্যের ও সমাগত অনেক প্রতিনিধির আন্তরিক আগ্রহ ছিল, কিন্তু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের তীব্র-

সাধারণ সভা।*

(অপরাহ্ন ৩টার পর)

সভারম্ভ হইলে সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুগণের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল।

(ক) সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ, (খ) বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্ কলিকাতা, (গ) রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্, এ কলিকাতা, (ঘ) ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ডি এল্ এলাহাবাদ। (ঙ) মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Sub Editor A B Patrika, কলিকাতা। (চ) মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, কাশ্মীর। (ছ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, হুগলী। (জ) রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি আই ই বি এ, কলিকাতা। (ঝ) গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ বি এল্। (ঞ) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পায়রাডাঙ্গা, নেওয়াশী,

---

প্রতিবাদ শুনিয়া এবং আর্থিকসমস্যার মীমাংসা করা সহজসাধ্য নহে বুঝিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন, ফলে প্রস্তাবটী আগামী সম্মিলনের জন্য রাখা হইল।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়চাঁদ মহাতাপ্ বাহাদুরের প্রস্তাবিত দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসশাখার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখককে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার-প্রদান-ব্যবস্থার আলোচনাও সাধারণসভায় হয়। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, "দর্শনবিভাগের পুরস্কার স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপতি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, অপর একজন মহাত্মা অন্যএক বিভাগের পুরস্কার-দানের ভার গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। আপাততঃ তিনি নাম-প্রকাশে অনিচ্ছুক। আমার মনে হয়, অল্প চেষ্টাতেই অন্যদুই বিভাগের পুরস্কার-দানের যোগ্য অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং এ প্রস্তাব গ্রহণ করা অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে। আশা করি, এই প্রস্তাব সকলে সমর্থন করিবেন।" এই প্রস্তাবেও আপত্তি হইল। আপত্তিকারী বলিলেন——

"চারি বিভাগের পুরস্কারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সঙ্গত নহে। দুইটী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অপর দুইটীর কোনও ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। সুতরাং এ প্রস্তাবও এবার পরিত্যক্ত হউক্, আগামী সম্মিলনে ইহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।" অর্থসংগ্রহের অপেক্ষায় কালক্ষেপের পক্ষেই অনেকের আগ্রহ দেখা গেল, এ বৎসর সুতরাংই এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

* এই বিবরণ সাহিত্যপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ অভ্যর্থনাসমিতিকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

রঙ্গপুর। (ট) রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ। (ঠ) আবদর রহিম খাঁ চৌধুরী। (ড) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, কলিকাতা। (ঢ) জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ বি এল্ কলিকাতা। (ণ) অম্বিকাচরণ গুপ্ত কলিকাতা। (ত) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা। (থ) রায় দেবেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর হাতোয়া। (দ) বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ। (ধ) অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা। (ন) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কলিকাতা। (প) দীন মহম্মদ। (ফ) ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতা। (ব) শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কলিকাতা। (সভাস্থ সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন)

২। তৎপরে সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনাসমিতির অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতীর দ্বারা সংগৃহীত ও আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ 'নন্দিনী' সম্পাদক কর্ত্তৃক সভায় আনীত স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কতিপয় অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

(ক) দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষি ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত করিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের নিকট বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলন হইতে আবেদন প্রেরিত হউক এবং কৃষিসাহিত্যের পুষ্টির জন্য বঙ্গীয়সাহিত্যিক-মণ্ডলীকে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

(খ) ১। প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা-ভাষার, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালাভাষারও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বি এ শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে।

২। প্রবেশিকা ও ইণ্টার্‌মিডিয়েট্ পরীক্ষায় ইংরাজীসাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

৩। অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা-ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

৪। বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান, এম্ এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃতভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হবে।

প্রস্তাবক—শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এস্ সি।

সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ।

(গ) যশোহর-জেলার কথিত ভাষা বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার গতি কোন্ দিকে হইতেছে এবং তাহার গঠন কিরূপ হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যশোহর-বাসিগণের উপর ভার অর্পিত হউক। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে উপস্থাপিত করুন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

(ঘ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী বর্ষের (দশমবর্ষের) সম্মিলন-সাধারণসমিতি গঠিত হউক্।

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি।

কলিকাতা—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই,
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল,
মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ এল এল্ ; সি আই ই,
ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এইচ্ ডি ; সি আই ই,
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি,
রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্ এ,
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
" রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ ; পি এইচ্ ডি,

শ্রীযুক্ত মৌলবি মণিরজ্জমান
” মৌলবি মহম্মদ আকরাম খাঁ—২৯ আপার সার্কুলার রোড
” মৌলবি নূর আহম্মদ
” খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
” চারুচন্দ্র বসু
” বিপিনচন্দ্র পাল
” চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার
” শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্
” নগেন্দ্রনাথ বসু
” গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
” শশধর রায় এম্ এ বি এল্
” যতীশচন্দ্র ঘোষ ৫৫।৬।২ পদ্মপুকুর রোড
” জলধর সেন

হাওড়া—

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী “পৃথিবীর ইতিহাস”-কার্য্যালয়, হাওড়া
” অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ হাওড়া।
” অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ”
” প্রমথনাথ সেন ”
” আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ ‘নন্দিনী’-সম্পাদক শিবপুর, হাওড়া।

হুগলী—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এ, কদমতলা, চুচুঁড়া।
” কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় বাঁশবেড়ে হুগলী।
” লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, চুঁচুড়া।

২৪ পরগণা—

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৈপুর গোবরডাঙ্গা, ২৪ প...।
” মৌলবি মহম্মদ কে চাঁদ Examiners office B B Ry
Kolaghat কলিকাতা
” ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দীকি 1st Kaiser street Calcutta
” হরবিলাস সিকদার
” ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ বি এল্ বসিরহাট, ২৪ পরগণা

শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ বসিরহাট
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাতরা, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা
" সতীশচন্দ্র ঘটক এম্ এ, বি এল্

বর্দ্ধমান---

মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান
রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর বাহাদুর সি আই ই বর্দ্ধমান
শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ কাটোয়া, বর্দ্ধমান
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ লেক্চারার হুগলী-কলেজ
,, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্ কালনা
,, সন্তোষকুমার বসু বর্দ্ধমান
,, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল্ ,,
,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ ,,
,, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ,,
,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, বর্দ্ধমান।

বীরভূম—

মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী হেতমপুর, বীরভূম
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর বীরভূম
,, শিবরতন মিত্র শিউড়ী, বীরভূম
,, তারকচন্দ্র রায় বি এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রামপুরহাট।

বাঁকুড়া—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্ বাঁকুড়া
,, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১ কালিঘোষের লেন কলিকাতা
,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিঃ

মেদিনীপুর—

রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর মেদিনীপুর
শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্
,, মহেন্দ্রনাথ দাস—সহকারী সম্পাদক, মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ
,, সতেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ মেদিনীপুর
,, ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল্ মেদিনীপুর

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন অধ্যাপক মেদিনীপুর-কলেজ মেদিঃ
রাজা ,, জগদীশচন্দ্র ধবল দেব বি, এ, চিলকাগড়রাজ, গিধনী, মেদিনীপুর।

মুরশিদাবাদ—

মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে,সি,আই, ই কাশিমবাজার।
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক কৃষ্ণনাথকলেজ বহরমপুর।
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।
,, দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, ফকিরচক্, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

যশোহর—

শ্রীযুক্ত রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ বাহাদুর, জজ,যশোঃ
মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড্ কলিকাতা।
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ বি এল্ যশোহর।
,, কুমার সতীশকণ্ঠ রায় চাঁচড়া, যশোহর।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
,, হীরালাল ভট্টাচার্য্য, উকীল নড়াইল।
,, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার রাজষ্টেট্ নলডাঙ্গা যশোহর।
,, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় "কল্যাণী"-সম্পাদক, মাগুরা, যশোহর।
,, অবিনাশচন্দ্র সরকার বি এল্ যশোহর।
,, গিরিজাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জমিদার সাধুহাটী, যশোহর।
,, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী Raygram, Jessore
,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫৬।১ সুকিয়াষ্ট্রীট, বিদ্যানন্দকাটী, যশোহর।
,, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ Sanskrit College Calcutta.
,, কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ Jessore
,, শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ Raygram Jessore
,, হুবিবর রহমান্ জেলা-স্কুল Jessore
,, মুন্সী মহম্মদ কাসেম, Jessore
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, ৪৮।৩ রামতনু বসুর লেন।
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'খুলনাবাসী'-সম্পাদক খুলনা।

নদীয়া—

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নদীয়া।
,, হেমচন্দ্র সরকার অধ্যাপক কৃষ্ণনগরকলেজ, কৃষ্ণনগর নদীয়া।
,, ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন এম্ এ বি এল্ ,, ঐ
,, চন্দ্রশেখর কর বিত্তাবিনোদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ
,, মুন্সীমহম্মদ জমীরুদ্দিন, গাঁড়াডোব নদীয়া।
,, আশুতোষ রায় কৃষ্ণনগর নদীয়া।
,, মোজাম্মেল হক্ শান্তিপুর নদীয়া।

খুলনা—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ, ২১ হোগলকুড়ীয়া গলি কলিঃ।
" সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ, দৌলাতপুর খুলনা।
" অশ্বিনীকুমার সেন, সেনহাটী খুলনা।
" জগৎপ্রসন্ন রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
" যতীন্দ্রমোহন সেন, সেনহাটী খুলনা।
" মহম্মদ খয়রাতুল্লা, সামন্তসেনা, আলাইপুর, খুলনা।

বরিশাল—

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী বরিশাল।
" নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ বি এল্ বরিশাল।
" প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "কাশীপুরনিবাসী"-সম্পাদক বরিশাল।

ফরিদপুর—

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ৩১ প্রসন্নকুমারঠাকুরষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
" মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী পাংশা, ফরিদপুর।

ঢাকা—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ অধ্যাপক ঢাকাকলেজ ঢাকা।
" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি টি, ঢাকা।
" অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ পি আর এস্ ঢাকা।
" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, Curator, Dacca museum
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিক্রমপুর'-সম্পাদক পটুয়াটোলা ঢাকা।
" যতীন্দ্রমোহন রায় ১৬ সাগরধরের লেন কলিকাতা।
" অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ, ঢাকা।

ময়মনসিংহ—

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, ৩২ বীডন রো, কলিকাতা।

রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার রিসার্চ হাউস ময়মনসিংহ।

,, নবাব সৈয়দ নবাবআলী চৌধুরী খাঁ বাহাদুর 27 Weston Street, Calcutta.

,, সেখ্ আবদুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাঁও ময়মনসিংহ।

ত্রিপুরা—

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা আগরতলা ত্রিপুরা।

কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা ,, ,,

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ, কুমিল্লা।

,, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ভোলানগর ভোলাগঞ্জ, ত্রিপুরা।

,, রজনীনাথ নন্দী কুমিল্লা।

নোয়াখালী—

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, বি এল্ নোয়াখালী।

,, আবদুল ওয়াহেদ ,,

,, আবদুলবারি ,,

চট্টগ্রাম—

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই, দেবপাহাড়, চট্টগ্রাম।

রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর চট্টগ্রাম।

,, শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ সদরঘাট চট্টগ্রাম।

,, বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্ পটীয়া চট্টগ্রাম।

,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী চট্টগ্রাম।

,, আব্দুলকরিম সাহিত্যবিশারদ, স্কুল ইন্স্পেক্টারের অফিস চট্টগ্রাম।

,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ রাঙ্গামাটী চট্টগ্রাম।

শ্রীহট্ট—

শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি এ শ্রীহট্ট আসাম।

,, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ F. R. Met, S. অধ্যক্ষ এম্ সি কলেজ শ্রীহট্ট।

,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী মৈনা কানাইবাজার শ্রীহট্ট।

কাছাড়—

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য শিলচর।

,, জগন্নাথ দেব বি এ শিলচর।

গৌহাটী—

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ বিদ্যাবিনোদ কটন্‌কলেজ গৌহাটী।

,, বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ কটন্‌কলেজ গৌহাটী।

,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গৌহাটী।

,, হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এক্‌ট্রা এসিস্ট্যাণ্ট কমিসনার গৌহাটী।

,, ভুবনমোহন সেন এম্ এ কটন্‌কলেজ গৌহাটী।

,, কাশীচরণ সেন কামাখ্যা গৌহাটী।

,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ Cotton college গৌহাটী।

গোয়ালপাড়া—

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর আসাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ গৌরীপুর আসাম।

কুচবিহার—

কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর কুচবিহার।

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ কুচবিহারকলেজ।

,, চৌধুরী আমানতউল্লা আহম্মদ বড়মরিচা কুচবিহার।

,, আব্দুল হালিম কুচবিহার।

,, মৌলবি দীনমহম্মদ কুচবিহার।

রংপুর—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সপ্তপুষ্করিণী শ্যামপুর রংপুর।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুর।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নাওডাঙ্গা ঐ

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর সপ্তপুষ্করিণী শ্যামপুর রংপুর।

শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ Dalgram Tusbhandar রংপুর।

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্ রংপুর।
শ্রীযুক্ত সেখ ফজললকরিম Kakina রংপুর।
,, খান্ বাহাদুর মৌলবি তসলিমুদ্দিন রংপুর।

বগুড়া—

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত সেরপুর বগুড়া।
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু সেরপুর বগুড়া।
,, বেণীমাধব চাকী বি এল্ ঐ
,, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ
,, মৌলবি মিয়াজুদ্দিন ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন রায় ঐ

পাবনা—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সাহাজাদপুর পাবনা।
,, রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ বি এল্ ঐ
,, সীতানাথ অধিকারী এম্ এ বি এল্ ঐ

দিনাজপুর—

মহারাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ বি এল্ দিনাজপুর।
,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল্ ঐ
,, রামচন্দ্র সেন ঐ
,, মৌলবি একেনুদ্দিন আহম্মদ বি এল্ ঐ

রাজসাহী—

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ৬ ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা।
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ দয়ারামপুর নাটোর।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ ঘোড়ামারা রাজসাহী।
,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ ঐ ঐ
,, রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ রাজসাহীকলেজ ঐ
,, পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ ঐ ঐ
,, নজীবর রহমন রাজসাহী।
,, গিরিজামোহন সান্যাল এম্ এ বি এল্ ঘোড়ামারা রাজসাহী।

মালদহ—

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কলিগ্রাম মালদহ।

,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ

,, বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ ঐ

পূর্ণিয়া—

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ বি এল্ পূর্ণিয়া।

রায় শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন বাহাদুর বি এল্ পূর্ণিয়া।

ভাগলপুর—

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ উকীল ভাগলপুর।

,, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, টি এন্ জুবিলীকলেজ ভাগলপুর।

কটক—

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ কটক।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ বি, এল্ কটক।

মানভূম—

শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ পুরুলিয়া।

,, ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্ ধানবাদ, পুরুলিয়া।

বাঁকীপুর—

শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ মোরাদপুর বাঁকীপুর।

,, যদুনাথ সরকার এম্ এ অধ্যাপক পাটনাকলেজ মোরাদপুর বাঁকীপুর।

,, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, অধ্যাপক পাটনাকলেজ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।

,, রাখালরাজ রায় বি এ, বাঁকীপুর।

,, নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ বি এল্ হাইকোর্টের উকীল মসল্লাপুর মাহেন্দ্রু, বাঁকীপুর।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ডিঃ মাঃ বাঁকীপুর।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ বি, এল্ মোরাদপুর বাঁকীপুর।

,, শ্যামলাল সিংহ বি, এল্ ,, ,,

কাশী—

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ১৫২ কাজিপুরা, বেনারস।
„ গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—দিল্লী।
„ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ ৬৭ অগস্ত্যকুণ্ডা কাশী

গয়া—

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ গয়া।

মুঙ্গের—

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় Mirzapur Murshidabad.

রাঁচী—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্ সি, এফ্ জি এস্ রাঁচী।

দিল্লী—

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
„ পুরুষোত্তম সিংহ Ellinglam College সিমলা পাহাড়।
„ সরোজনাথ বাগচী 28 B quarter Timorpur Delhi

মীরাট—

শ্রীযুক্ত বিমলেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগণা।
„ নবকৃষ্ণ রায় বি এ, প্রোফেসর মীরাট্ কলেজ, মীরাট্।
„ কালীপদ বসু মীরাট।

কাণপুর—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন The mall কাণপুর
„ শচীন্দ্রনাথ ঘোষ „ „

প্রস্তাবক—অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ।
সমর্থক—অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ।

অতঃপর শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, মোহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ বি এল্ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয়গণ সমাগতগণের পক্ষ হইতে যশোহরের অভ্যর্থনা-সমিতিকে ধন্যবাদ অর্পণ করিলেন ও শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় জানাইলেন যে যশোহরে "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা"-স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় আগামী বর্ষে বাঁকীপুরে বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধারণসভাপতিমহাশয়কে ও বিভিন্নশাখার সভাপতিমহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।*

শ্রীযদুনাথ মজুমদার—
নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

* বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ডে চারিশাখার পঠিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। কার্য্যবিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

প্রথম পরিশিষ্ট।

নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বেদান্তবাচস্পতি
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্‌-এ বি-এল মহাশয়ের

অভিভাষণ।

পরব্রহ্মরূপা বাগ্‌দেবতার বরেণ্য বরপুত্রগণের আগমনে ও আশীর্ব্বচনে. অদ্য যশোহীন যশোহর পূত ও যশঃসমন্বিত।

আমরা রুগ্ন ভীত ক্লিষ্ট ও দরিদ্র। আপনাদিগের অভ্যর্থনার উপযুক্ত সম্ভার আমাদের কিছুই নাই। আমাদের একমাত্র সম্বল হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি এবং "তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।"

আমরা জানি, আমাদের অপরাধ শত শত, কিন্তু ইহাও জানি যে, আপনাদের ক্ষমাগুণ আমাদের অপরাধ করিবার শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর।

যদ্যপি অদ্য যশোহর রসহীন, যশোহীন এবং মধুহীন, তথাপি আপনাদিগের পবিত্র সংস্পর্শে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ধীরে ধীরে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে।

প্রাচীন যশোহরের স্বাস্থ্য, ধন, দান, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, ভক্তি, প্রেম যুগপৎ মানসপটে সমুদিত হইয়া হর্ষে ও বিষাদে যশোহরবাসীকে অদ্য এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিহ্বল করিতেছে।

ভৈরব আর ভীতি প্রদান করে না। মধুমতী আর মধুবর্ষণ করে না। যে চিত্রা গগনস্থ চিত্রাতারার ন্যায় শোভা পাইত, সে এখন হীনপ্রভা। যে নবগঙ্গা স্বীয় স্বচ্ছসলিল হেতু পতিতপাবনী ভাগীরথীর সমাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে এখন শুষ্কপ্রায়া। হরপ্রিয়ার ন্যায় দীনবন্ধুর বাল্যসখী হরিপ্রিয়া যমুনাও এখন শৈবালপূর্ণা। মধু ও শিশিরের বাল্যসহচরী কপোতাক্ষী এখন কাকাক্ষীতে পরিণত হইয়াছে। যশোহরের ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া যে মধু 'গুড়' নামে অভিহিত হইত, এবং যে 'গুড়' সমগ্র গৌড়প্রদেশের নামকরণ করিয়াছিল, ও যাহা শর্করায় পরিণত হইয়া সুগার্ নাম ধারণ করিয়া অন্যদেশবাসীগণের মধুর-রসাস্বাদনের সহায় হইত, সে গুড় দেশ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তাহার পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্বগৌরব হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে গতবৎসর বলিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমার মনে হয়, কেবল বাঙ্গালী নয়, ভারতবাসী মাত্রেই আত্মবিস্মৃত। বাঙ্গালী যখন আত্মবিস্মৃত, তখন যশোহরবাসীই বা আত্মবিস্মৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে না কেন?

ভারতবর্ষ একসময় মধুময় ছিল—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীমধুনক্তমুতোষসঃ। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ভারতে বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হইত। নদী সকল মধু ক্ষরণ করিত। ওষধি সকল মধুময় হইয়া বিরাজ করিত। রাত্রি মধুময়ী ছিল, দিবাও মধুময় ছিল। পিতৃরূপ আকাশ ও মাতৃরূপা পৃথিবী উভয়েই মধুময় ছিল। বনস্পতি সকল মধুময় ছিল। সূর্য্য মধুময় হইয়া উদিত হইতেন। গাভীসকল দুগ্ধরূপ মধু প্রদান করিত।

কর্ম্মবশে ভারতবর্ষ এইক্ষণ মধুহীন, বঙ্গও মধুহীন, যশোহরও মধুহীন। মধুমতী আর মধুমতী নাই, মধুসূদন কবি ও গায়ক উভয়েই গিয়াছেন, তাঁহাদের আসন শূন্য।

গঙ্গাধর, দীনবন্ধু, কৃষ্ণচন্দ্র, শিশির, তারকনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রভৃতি যাহারা বঙ্গসাহিত্যগগন জ্যোতিষ্মান্ করিতেন, তাঁহারা সকলেই অস্তমিত হইয়াছেন, তবে শ্রীমতী মানকুমারী, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ললিতচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, চন্দ্রশেখর, যদুনাথ কাঙ্গিলাল; ফণিভূষণ, কেদারনাথ, রাখালদাস, যোগীন্দ্রনাথ, জ্ঞানাঞ্জন, রাজেন্দ্র, খগেন্দ্র, হেমেন্দ্র, সতীশচন্দ্র, হীরালাল, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি যশোহরের পূর্ব্বগৌরব যাহাতে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আত্মবিস্মৃত ভারতকে জাগরিত করিতে হইলে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গকেও জাগরিত করিতে হইবে। বঙ্গকে জাগরিত করিতে হইলে অন্যান্য জেলার ন্যায় যশোহরকেও জাগরিত করিতে হইবে। কেবল পুরুষজাতিকে জাগরিত করিলে চলিবে না; নারী জাতি, যাঁহারা আমাদের মাতা, ভগিনী, দুহিতা ও সহধর্ম্মিণীস্বরূপা, তাঁহাদিগকেও জাগরিত করিতে হইবে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"না জাগিলে যত ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" যে সমাজ তাহার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ নারীজাতিকে বাণীর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহার আর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যে পর্য্যন্ত আমরা "মহীয়সী মহিলার মহিনীর মহিমা" হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের জাগরণের আশা দুরাশা। সেই জাগরণের ভার আপনাদের হস্তে। ব্যষ্টির উত্থান ব্যতীত সমষ্টির উত্থানের আশা করা বাতুলতা মাত্র। শৃঙ্খলের অতি ক্ষুদ্র অংশও দুর্ব্বল থাকিলে সমস্ত শৃঙ্খলটাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন বা শিখ, শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায় সকলকেই জাগরিত করিতে হইবে। ব্যষ্টির আত্মজ্ঞান স্ফুরিত করিয়া আত্মবিস্মৃতি বিদূরিত করিতে পারিলে, সমষ্টির জীবাত্মা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আত্মপ্রত্যয়ে পৃথিবীস্থ জাতিসঙ্ঘের মধ্যে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে।

আত্মবিস্মৃতিই ব্যষ্টিসমষ্টি উভয়ভাবে উন্নতির মহদন্তরায়। মহাকবি বাল্মীকি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

উৎসাহীবলবান্ আর্য্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য পুরুষস্য ন কিঞ্চিদপি দুর্ল্লভম্।

অর্থাৎ হে আর্য্য, উৎসাহবান্ই বলবান্, উৎসাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল আর নাই। যে পুরুষ উৎসাহ-সম্পন্ন, তাহার পক্ষে কিছুই দুর্ল্লভ নয়।

সুপ্ত ব্যক্তির উৎসাহ কোথায়? আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় এবং উৎসাহ কোথায়?

জানিনা, ইদানীং ভারতবর্ষ কোন্ মহাপরাধে কোন্ শাপবশে আত্মবিস্মৃত ও শক্তি-শূন্য হইয়াছে! সে কি শক্তিস্বরূপা নারীজাতির প্রতি উপেক্ষায়? এই আত্মবিস্মৃতি কি বিদূরিত হইতে পারে না? ভগবান্ বাল্মীকি এই আত্মবিস্মৃতির এক মহৌষধ বলিয়া গিয়াছেন। বহুকাল বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে যেমন তাহার পূর্ব্বকথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তাহাকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিতে হয়, তদ্রূপ আত্মবিস্মৃত দেশবাসিদিগকেও পুনঃ পুনঃ তাহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। তাহাদিগকে বাগ্দেবীর সাহায্যে জাগরিত করিতে হয়।

তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদাতে স্মার্য্যতে কীর্ত্তিস্তদা তে বর্দ্ধতে বলম্॥ রামায়ণ।

আমাদের শাপ দ্বারা মোহিত হইয়া তুমি দীর্ঘকাল তোমার বল অপরিজ্ঞাত থাকিবে। যখন কেহ তোমার পূর্ব্বকীর্ত্তি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তখনই তোমার বলবৃদ্ধি পাইবে।

এই পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া ভারতসন্তানগণকে জাগরিত করিবার ভার কাহার হস্তে? বাণীর বরপুত্রগণের হস্তে। কাব্যে ইতিহাসে দর্শনে বিজ্ঞানে একমাত্র তাঁহারাই ভারতসন্তান-গণকে জাগাইতে পারেন। বাণীর সেবকগণের সাহায্য ব্যতীত কোনও দেশ কখনই জাগরিত হইতে পারে নাই। কোনও দেশ কখন আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে পারে নাই।

ভারত যখন জাগ্রত ছিল, তখন গৃহে গৃহে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বাণীর সেবা করিতেন। অযোধ্যাধিপতি দশরথের রাজ্যে—

দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ গৃহে গৃহে।
নাস্তিকোনানৃতীবাপি নকশ্চিদবহুশ্রুতঃ রামায়ণ।

প্রতিগৃহে জনগণ দানাধ্যয়ন-শীল ও সংযত ছিল। নাস্তিক মিথ্যাবাদী ও অবহুশ্রুত ব্যক্তি ছিলনা।

মহারাজ দশরথের শ্বশুর, কৈকেয়ীর পিতা, রাজর্ষি অশ্বপতির রাজ্যে—

নমে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ।

ছান্দোগ্যশ্রুতি।

চোর নাই, কদর্য্য নাই, মদ্যপায়ী নাই, অগ্ন্যাধানবিহীন বা অবিদ্বান্ ব্যক্তি নাই। ব্যভিচারী পুরুষ নাই, (সুতরাং) ব্যভিচারিণী রমণীই বা থাকিবে কিরূপে!

প্রাচীন ভারতে নারীগণও বাণীর সেবায় রত ছিলেন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে দেখা যায়, বিদুষী গার্গী, মহারাজ জনকের সভায় ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্রঃ উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বা উপতিষ্ঠেৎ এবমেবাহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপদস্থাং তৌমে ব্রূহীতি।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, শূরসন্তান কাশ্য বা বৈদেহ, জ্যাবিহীন ধনুতে জ্যাযোজনা করিয়া দুইটী শত্রুপীড়াকর বলবান্ শর হস্তে লইয়া যেমন শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হন, আমিও তদ্রূপ দুইটী প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যদি যথার্থ ব্রহ্মবিৎ হও, আমার প্রশ্ন-দ্বয়ের উত্তর প্রদান কর।

একি কেবল কবিকল্পনা! আমরা আত্মবিস্মৃত, তাই আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তিতে আস্থাবান্ নহি। আমরা পরের চক্ষুতে দেখি, পরের কর্ণে শুনি। আমাদের শাস্ত্রাদি ঐতি-হাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করি। কবিকল্পনা হইলেও আমাদের প্রাচীন কবিদিগের এইরূপ উচ্চ আদর্শ সমূহের পরিজ্ঞান ছিল, তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে স্বদেশের এবং স্বজাতির অগৌরবের কথা অঙ্গীকার করিয়া লওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কোনও সময়ে পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা সংস্কৃতভাষার প্রাচীনত্ব ও বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন। বলবান্ পাশ্চাত্যদিগের প্রতিবাদ করা আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে অসম্ভব। পাশ্চাত্ত্যেরা স্বয়ং যখন সংস্কৃতভাষার প্রাচীনত্ব মানিয়া লইলেন, তখন আমরাও সায় দিলাম। শিলালিপী, চৈত্য, মন্দিরাদির প্রভাবে যখন পাশ্চাত্যগণ বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, তখন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বুদ্ধ-দেবকে স্বীকার করিয়া লইলেন। এখন আবার কথা উঠিতেছে, বুদ্ধদেব পারস্তদেশীয়। মুরার বংশধর অশোকাদিও পারস্তদেশীয়। আমাদের একটু আত্মজাগরণ হইয়াছে বলিয়া ইহা আমরা সহজে স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এখনও 'মহাভারত যে রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে' এবং 'রাম সীতা জনক দশরথ প্রভৃতি যে কবিকল্পনা মাত্র' এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হই না। কিন্তু কে জানে, সরযূনদীগর্ভে বা অযোধ্যার বহুস্তূপ নিম্নে পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় বাল্মীকি-বর্ণিত অযোধ্যার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইবে না! যদি ভারতের ঐতিহাসিক-ভাগ্য-প্রসন্নতা হেতু কোন দিন এরূপ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের অস্তিত্বের ন্যায় রামসীতাদির অস্তিত্বও পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তখন আমরাও অবনত-মস্তকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া লইব। এরূপ আত্মবিস্মৃতির বহুবিধ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অভিমত এই যে বৌদ্ধযুগের বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কোন ইতিহাসই আমাদের নাই। আমরা এই মত অম্লানবদনে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি। সে যাহা হউক্, যে যুগকে আমরা এখন "ঐতিহাসিক যুগ" বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষিত হইয়া থাকি, সে যুগেও ত আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চ আদর্শ পাই। মেগাস্থিনিশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের যে বর্ণনা

করিয়াছেন, তাহাতেও ত ঐরূপ বর্ণনাই পাই। মেগাস্থিনিশ্ ভারতে ক্রীতদাস দেখেন নাই, অসতী রমণী দেখেন নাই, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন পুরুষই দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতে অন্ন-কষ্ট দেখেন নাই। তাহা হইলে ত সেই পূর্ব্বকথারই পুনরুক্তি পাই—"ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ।"

দশরথের রাজ্যে—কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ।

দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ নচ নাস্তিকঃ।

সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।

মুদিতাঃ শীলবৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ।

নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোজনঃ।

অযোধ্যায় কামী কদর্য্য নৃশংস মূর্খ ও নাস্তিক পুরুষ দেখা যাইত না। সমস্ত নরনারী ধর্ম্ম-শীল, সুসংযত, মুদিত এবং শীল ও বৃত্তের দ্বারা মহর্ষিগণের ন্যায় অমল। সেখানে কেহই কুণ্ডলহীন, মুকুটহীন, মাল্যহীন এবং অল্পভোগবান্ ছিল না। মেগাস্থিনিশের বর্ণনাও যেরূপ পাই, চীনদেশীয় ইয়ংসিঙ্গের বর্ণনাও সেইরূপ পাই।

বাণীর সেবাতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্ববিষয়ে সুখী ছিলেন। ভারতের যে শুভদিন ছিল, সে কেবল বাণীর কৃপায়। শুধু আর্য্যেরা নহে, অনার্য্যেরাও বাণীর সেবক ছিলেন।

অসৌ পুনর্ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্, সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টুমনাঃ কপীন্দ্রঃ,

উদ্যদ্‌গিরেরস্তগিরিং জগাম, গ্রন্থং মহদ্ধারয়নপ্রমেয়ঃ।

স সূত্রবৃত্ত্যর্থপদং মহার্থং সসংগ্রহং সিধ্যতি বৈ কপীন্দ্রঃ,

ন হ্যস্য কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তি শাস্ত্রে, বৈশারদে ছন্দগতৌ তথৈব।

প্রাচীন ভারতে সর্ব্ববর্ণেরই বাণীর পূজার অধিকার ছিল। যথেমাং বাচং কল্যাণীং বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় ইত্যাদি—

এ কল্যাণী বেদবাণী, উচ্চারিয়া বলি আমি

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণে, শূদ্র আর বৈশ্যজনে।

বর্ত্তমানেও আমাদের হিন্দু মুসলমান্ বৌদ্ধ খৃষ্টান্ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণীর সেবানুরক্তি জাগাইয়া ভারতকে জাগরিত করিতে হইবে।

বাণীর সাধনায় যে কি ফল হয়, তাহা বাণী স্বয়ংই বলিয়াছেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ,

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নীঅহমশ্বিনোভা। ১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্,
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি। ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ,
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবাউ,
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ॥ ২
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭
অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা,
পরোদিবা পরএনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সম্বভূব॥ ৮

ঋগ্বেদ দেবীসূক্ত ১৫০।

আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্যরূপে এবং সর্ব্বদেবরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র এবং বরুণকে ধারণ করিতেছি। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। ১

আমিই অভিষবযোগ্য যজ্ঞীয় সোম ধারণ করি। (অথবা শত্রুনাশক সোম দেবতাকে ধারণ করি;) ত্বষ্টা, পূষা ও ভগ-দেবতাকে আমিই ধারণ করি। হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী সোমাভিষবকারী হবির্যুক্ত যজমানের জন্য আমিই ধন ধারণ করিয়া থাকি। ২

আমিই ঈশ্বরী, আমিই ধনদা, আমি ব্রহ্মজ্ঞানবতী, আমিই যজ্ঞার্হগণের মধ্যে মুখ্যা; সর্ব্বভূতে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্টা বহুরূপে বিদ্যমানা আমাকেই সর্ব্বত্র দেবগণ সেবা করেন। ৩

ভোক্তা আমার শক্তিতেই অন্ন-ভোজন করে, দ্রষ্টা আমার শক্তিতেই দর্শন করে, জীব আমার শক্তিতেই জীবিত থাকে, শ্রোতা আমার শক্তিতেই বাক্য শ্রবণ করে। আমাকে এইরূপে যাহারা অবগত নহে, তাহারা হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে বিশ্রুত, শ্রবণ কর, শ্রদ্ধাযুক্ত জনের দ্বারা লভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। ৪

আমিই স্বয়ং দেবতা ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব বলিতেছি। আমি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সকলের শ্রেষ্ঠ করি, তাহাকে স্রষ্টা ব্রহ্মা, তত্ত্বদর্শী ঋষি ও সুমেধা করি। ৫

ব্রহ্ম-দ্বেষী হিংসুক অসুরের বিনাশার্থে আমিই রুদ্রের ধনু জ্যাযুক্ত করিয়াছিলাম। আমিই শিষ্ট-জনগণের রক্ষার নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমিই দ্যুলোক ও পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি। ৬

আমি ভূর্লোকের উপরিভাগে আকাশকে প্রসব করিয়াছি। পরমাত্মস্বরূপ সমুদ্রে জলরূপ ধী-বৃত্তির অভ্যন্তরে বিদ্যমান ব্রহ্ম-চৈতন্যই আমার কারণ। আমি বিশ্বভুবনে বিবিধরূপে

ব্যাপিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি। আমি স্বর্গ-লোকে সমস্ত মায়াত্মক প্রপঞ্চ স্বীয় দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। ৭

বায়ু যেমন অপরের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বয়ংই প্রবাহিত হয়, আমিও তদ্রূপ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ভূতজাত উৎপাদন করিয়া স্বয়ং প্রবৃত্তা হই। দ্যুলোক ও পৃথিবীর অতীতা প্রপঞ্চাতীতা আমি স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিতা হইয়া এইরূপেই বিদ্যমানা আছি। ৮

বাণীর এই বাক্যের সারবত্তা কে না উপলব্ধি করিবেন? একবার পৃথিবীর বর্ত্তমান সমুন্নত দেশ সমূহের প্রতি নেত্রপাত করিলেই দেখা যায় যে, বাণীর কৃপাতেই মনুষ্য ধন, জ্ঞান ও বীরত্বের অধিকারী হয়েন। বাণীর কৃপায় মানুষ পণ্ডিত হয়,ঋষি হয়,জল-স্থল, অনল অনিল অন্তরীক্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। বাণীর কৃপাতেই অসাধ্যকে সুসাধ্য করা যায়। মনুষ্য যে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য মনুষ্য যে অসভ্য মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, সে এই বাণীর কৃপায়। অতএব হে বাণীপুত্রগণ! আপনারা একবার একপ্রাণে একতানে সমগ্র ভারতে—সমগ্র বঙ্গে বাণীর গুণকীর্ত্তন করুন, বাণীর প্রতি জনসাধারণের অনুরক্তি বৃদ্ধি করুন, তাহাহইলে আমাদের সুদিন ফিরিয়া আসিবে; তাহা হইলেই পুনর্ব্বার আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বলিতে পারিব—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

সেই দিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে? আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, কিন্তু বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত যে বীজশক্তি আছে, তাহা যেরূপভাবে জ্ঞান সভ্য ও স্বাধীনতার আবাসভূমি শ্বেতদ্বীপের অধ্যক্ষতায় অনুকূল জলবায়ু ও তাপ দ্বারা অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাতে আমি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আমাদের নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই।

নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎগতি যে আশাপ্রদ, তাহার প্রমাণ নব মহাকাব্য "পৃথ্বীরাজ"। টপ্পা গানের স্থান আছে, কিন্তু ধ্রুবপদ ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। এই পরাধীন জাতির কবি যে স্বাধীন ইউরোপ খণ্ডেও সম্প্রতি মাল্যচন্দন পাইয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থাদি যে সমগ্র সভ্য জগতে সমাদৃত হইয়াছে, তাহা কি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে না? এই যে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা অদ্য বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিয়া আনন্দ-লাভ করিতেছেন, উহা কি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে না, যে, কালে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ বিদ্যার শিক্ষা-সাধনোপায় স্বরূপ হইবে, এবং কি ধর্ম্মাধিকরণে কি ব্যবস্থাপক-সভা—সর্ব্বস্থানেই উহা ইংরাজিভাষার সমানাধিকার পাইয়া নিজের বিভূতি ও পুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইবে?

যে আপাতদুর্দ্দমনীয় ভীষণ পাশববল প্রায় দুই বৎসর যাবৎ—সত্য ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সৌন্দর্য্য, শিল্প-কলা ইত্যাদি এককথায় মানবের যাহা কিছু পবিত্র ও স্পৃহনীয় তাহা পদদলিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছে, ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে উহা কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না,

এবং শ্বেতদ্বীপ জানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সমুদায় মঙ্গলময় কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন সমিত্রবর্গ সমগ্র ভূমণ্ডলে শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাহা যে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই!

আমাদের সহস্র সহস্র অসম্পূর্ণতার মধ্যেও আমরা ধীরে ধীরে 'ক্ষুদ্রত্ব' পরিত্যাগ করিয়া 'বৃহত্বের' দিকে, 'অল্প' পরিত্যাগ করিয়া 'ভূমা'র দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু আমাদের জানা চাই যে, বাণীর সেবায় কঠোর তপস্যা চাই, কায়মনোবাক্যের সংযম চাই, সর্ব্বদা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চাই। জগতে এ তপস্যা হইতে অধিকতর কঠোর তপস্যা আর নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নি-হোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। মানুষশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।

ন্যায়নিষ্ঠা শিক্ষা কর, স্বাধ্যায় প্রবচন ধর। ১
সত্যের সাধন লও, স্বাধ্যায় প্রবচনে রও।
তপস্যা সাধনে রহ, স্বাধ্যায় প্রবচন সহ।
দমিবে ইন্দ্রিয়সবে, স্বাধ্যায় প্রবচনে রবে। ৪
শমগুণে চিত্ত বাঁধ, স্বাধ্যায় প্রবচন সাধ। ৫
তেজোগ্নি জ্বলিবে রঙ্গে, স্বাধ্যায় প্রবচন সঙ্গে। ৬
যজ্ঞ করা বাধা নাই; স্বাধ্যায় প্রবচন চাই। ৭
অতিথি-সেবায় থাক; স্বাধ্যায় প্রবচন রাখ। ৮
নরের কর্ত্তব্য লহ; স্বাধ্যায় প্রবচন সহ। ৯
সাধিবে গৃহস্থ-ধর্ম্ম; সন্তানে শিখাবে কর্ম্ম।
মনে রেখ অনিবার, স্বাধ্যায় প্রবচন সার। ১০
সত্যপর "রথীতর"-সুত সাধনে হইলা সত্যপূত। ১১
অনুতপ্ত "পুরুশিষ্ট"-সুত সাধিলা কঠোর তপ ব্রত।
"নাক" নামে "মুগদল"-নন্দন সেধেছিল সাধ্যায় প্রবচন। ১৩
স্বাধ্যায় প্রবচন জেনো তবে—তীব্র তপ—তীব্র তপ ভবে। ১৪

বাণীর সেবকগণ যিনি যেরূপ অবস্থায়ই সংসারে বিচরণ করুন না কেন, তাঁহার বাণীর সেবাকেই শিরঃস্থিত কুম্ভ করিয়া তাহাতে সমাধিস্থ হইতে হইবে। দ্বেষ হিংসা অসূয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অসচ্চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বাণীর সিংহাসন সর্ব্বদাই

পূত শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক হওয়া চাই। বাণী তাঁহার সেবকের নিকটে আসিয়া বলিয়াছেন—
গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি অসূয়কায়ানৃজবে শঠায় মা মা ব্রূয়াঃ।

আমাকে সযত্নে রক্ষা কর, আমি তোমারই নিধি, অসূয়াপরবশ অসরল, শঠ ব্যক্তিকে আমার তত্ত্ব বলিও না।

বঙ্গসাহিত্য যে পৃথিবীর অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যের সহিত এখনও সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ জনসাধারণের কর্ণে বাণীর বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোকের ভাগ্যেই বাণীর বীণাধ্বনি শ্রবণ ঘটিয়া উঠে। দরিদ্র বাণীসেবকদিগের অন্ন চিন্তা দূর করিতে না পারিলেও বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি হইতে পারে না। এই শুভসংঘটন রাজ-শক্তি ও প্রজাশক্তির সমযোগিতা ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

মানবমাত্রেই ভাষার অধিকারী, কিন্তু মানবমাত্রেই সাহিত্যের অধিকারী হয় না। অসভ্য জাতির ভাষা অতি অল্প সংখ্যক শব্দ লইয়া। মানুষ যতই সভ্যতার উন্নতস্তরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করে। একই দেশে প্রাকৃতিক নিয়ম শাসনে একই শব্দ বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হওয়ায় ভাষার বৈষম্যগত দোষ, সাহিত্যের দ্বারা নিরস্ত হয়। সংস্কৃত ভাষা 'সংস্কৃত' আখ্যা প্রাপ্তির পূর্ব্বে উচ্চারণ বিভিন্নতায় বিভিন্ন আকার ধারণ করায় ভারতের পূর্ব্বাচার্য্যগণ একটী আদর্শ সাহিত্যিক ভাষার গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোনও দেশে লিখিবার ও বলিবার ভাষা এক হইতে পারে নাই ও পারিবে না।

বঙ্গদেশে মহর্ষি পাণিনির ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন কোনও মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ না করিলেও বঙ্গভাষার একটী আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা গঠিত হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব, মধ্য, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে কথোপকথনাদিতে যিনি যেরূপ ভাবে যে শব্দ উচ্চারণ করুন না কেন, লিখিবার ভাষা সকলেরই এক ছিল। কোনও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কোন সাহিত্যিক স্থানীয় শব্দের অবতারণা করিলেও তাঁহাদের আদর্শের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে ব্যতিক্রমের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণকর কি অকল্যাণকর তাহা বঙ্গের সুধীবৃন্দের বিবেচ্য। আর একটী কথা, শব্দ সম্পদে সংস্কৃতভাষা অদ্বিতীয়া। কোনও ভাষার নিকটেই আমাদের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবুও আমাদের ভাষার শব্দ সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা হইলে ভাষান্তর হইতে শব্দ গ্রহণ করায় কোনও দোষ লক্ষিত হয় না। বরং অনেক সময় বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষাদিতে উহার অত্যন্ত আবশ্যক হয়। কিন্তু স্বভাষা পরিত্যাগ করিয়া অজস্র বৈদেশিক ভাষার শব্দ যোজনা করিলে বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ কি অকল্যাণ সম্পাদন করা হয়, তাহাও বঙ্গের সুধীবৃন্দেরই বিবেচ্য।

আরও একটী কথা। সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বসাহিত্য হইতে ভাব গ্রহণ করা যায়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের অনেক গ্রন্থে তাহা করিয়াছেনও বটে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির

ভাষা ও সাহিত্যের যে একটী জীবাত্মত্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার সহিত ঐ ভাবের অঙ্গাঙ্গিত্ব সম্পাদন করিতে না পারিলে ভাবের সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। ভাষার ও ভাবের সাঙ্কর্য্য হেতু বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব পরিক্ষীণ হইতেছে বা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষিগণের চিন্তনীয়।

তবে একথাও বলা আবশ্যক যে বাণীর অনুগ্রহ কোন দেশ বিশেষের জাতি বিশেষের বা ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের একায়ত্ত নহে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও প্রাচ্য-পণ্ডিতগণের চিন্তোদ্ভূতত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ নহেন, প্রাচ্য-পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে উদারমত প্রকাশ করিয়াছেন—

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রং প্রতিষ্ঠিতম্—
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে—

ম্লেচ্ছ যবনেও শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ম্লেচ্ছ যবন আচার্য্যেরাও ঋষিগণের ন্যায় পূজার্হ।

আত্ম-বিস্মৃতি—আত্মপ্রত্যয়াভাব যেরূপ উন্নতির অন্তরায়, তদ্রূপ পণ্ডিতম্মন্যতাও ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির বিষম অন্তরায়। "আমি কিছু নই" এ জ্ঞানও যেরূপ আত্মোন্নতির বাধক তদ্রূপ "আমি সর্ব্বজ্ঞ বা সব্ জান্তা" এ জ্ঞানও আত্মোন্নতির পরিপন্থী। ইহার কোনও স্থলেই বাণীর অনুগ্রহ বর্ষিত হয় না।

জগৎ বৈচিত্র্যময়। জাতিগত বিশেষত্ব দ্বারাই এই বৈচিত্র্য রক্ষিত হয়। বহুল বৈদেশিক সংস্রবে আমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব টুকু নষ্ট না হয়, তজ্জন্য আমাদের সাবধান হইতে হইবে। বিদেশীয় দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করিয়া তাহাকে স্বদেশীয় করিতে পারিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা না করিতে পারিলে আমরা আমাদের বিশেষত্ব হারাইয়া ময়ূরপুচ্ছাবৃত কাকের ন্যায় জগতের উপহাসাস্পদ হইয়া বিচরণ করিব।

বেশে ভূষণে বা আহারে যেরূপ, সাহিত্যেও তদ্রূপ। সাহিত্যের বিশেষত্ব না রাখিতে পারিলে আমাদের জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবে।

আমাদের বিশেষত্ব কোথায়? আমাদের সাহিত্যের গতি কোন দিকে? আমাদের সাহিত্যের গতি বুঝিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি বুঝা চাই। আমাদের সহস্র সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও আমাদের অন্তর্দৃষ্টি অনন্তের দিকে।

পূর্ণ মদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণ মেবাব শিষ্যতে—

বিপ্রকৃষ্ট পদার্থ পূর্ণ, সন্নিকৃষ্ট প্রত্যক্ষ পদার্থও পূর্ণ, পূর্ণপদার্থ হইতে পূর্ণপদার্থই বিকসিত হয়, পূর্ণপদার্থ হইতে পূর্ণপদার্থ গ্রহণ করিলে পূর্ণপদার্থই অবশিষ্ট থাকে। আমাদের শ্রুতি স্মৃতি কাব্য দর্শন বিজ্ঞান এই পূর্ণত্বের অভিমুখে ধাবিত। এই পূর্ণত্বাভিমুখী গতিই বঙ্গসাহিত্যের স্বাভাবিক গতি। যাঁহারা সঙ্কীর্ণভাব দ্বারা ইহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বঙ্গসাহিত্যের ও তৎসঙ্গে বাঙ্গালীজীবনের অকল্যাণ সাধন

করিয়া থাকেন। কারণ সাহিত্য ও জাতীয়জীবন ক্ষাত্র ও বিজয়ের ন্যায় পরস্পরার্থ। অতএব আমরা যদি পূর্ণত্ব আদর্শ করিয়া সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া নিন্দাস্তুতি এবং দরিদ্রতা আঢ্যতার উচ্চতর প্রদেশে আসন গ্রহণ করিয়া বাণীর সেবায়—বঙ্গসাহিত্যের সেবায় কঠোর তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি ; তাহা হইলেই বাঙ্গালীজাতি বাণীর কৃপায় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে এমন কি সমগ্র পৃথিবীকে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবে।

এই বাণীর সেবায় জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ ও বর্ণভেদ নাই, বাণীর মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত অবারিত, ইহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের সমান অধিকার, চতুষ্পাঠীর ছাত্র, মোক্তারের ছাত্র ও কলেজের ছাত্রের সমান অধিকার, হিন্দু মুসলমান্ খ্রীষ্টান্ বৌদ্ধ জৈনের সমান অধিকার।

আমরা, যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্তই হইনা কেন, আমরা সকলেই বাঙ্গালী ভাই। মাতৃগর্ভ হইতে বঙ্গভূমিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বঙ্গের জল বায়ু উত্তাপ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছি ও জীবিত রহিয়াছি। বঙ্গ আমাদের মাতৃভূমি, বঙ্গ আমাদের মাতৃস্বরূপা আমরা সকলে ভাই ভাই, মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বঙ্গবাণী দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছি, বঙ্গবাণী আমাদের মাতৃভাষা, বঙ্গবাণী আমাদের মাতৃস্বরূপা।

হে যশোহরবাসী, হে বঙ্গবাসী, এস আমরা আজ এই শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে বাণীর মন্দিরে ক্ষণকালের জন্য আমাদের রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য বিস্মৃত হইয়া বাণীদত্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া উচ্চকণ্ঠে বঙ্গবাণীর জয় ঘোষণা করি। এবং বাণীর চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি যে যেন আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে পুনর্ব্বার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া, যশোহর, বঙ্গ ও সমগ্র ভারতকে মধুময় করিয়া রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য বিমুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে ও পবিত্র চিত্তে বাণীর সেবায় নিরত থাকিতে পারি।

উপসংহারে সমাগত বাণী-পুত্রগণের নিকট পুনর্ব্বার আমার বিনীত প্রার্থনা এই তাঁহারা যেন নিজগুণে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার বড়ই আশা ছিল যে সাহিত্যপরিষদের প্রাণস্বরূপ এই যশোহরের সুসন্তান ব্যোমকেশ অভ্যাগত সাহিত্যিকদিগের আপ্যায়ন করিয়া যশোহরকে ধন্য করিবেন, কিন্তু বিধাতার বিধানে তিনি এখন স্বর্গলোকে—ভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

নবম অধিবেশন—১৩২৩ সাল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এইচ, ডি, মহাশয়ের

অভিভাষণ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমাকে সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া যে অতুল সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালী জাতির বাণীপূজার সমবেত অনুষ্ঠান। এই মহৎ অনুষ্ঠানে অনেক মহাত্মা কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্যান হইতে নানাবিধ সুরভি কুসুম সঞ্চয় করিয়া বাগ্‌দেবীর যথাবিধি অর্চ্চনা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। আমি পূজার উপযোগী কোন গন্ধপুষ্প আহরণ করিতে পারি নাই। বাণীর চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্যই আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

যশোহরের অবস্থা।

প্রাচীন অবস্থাঃ—বঙ্গেশ্বরের অধিকার মধ্যে যে সকল সমৃদ্ধ স্থান আছে যশোহর তাহাদের অন্যতম। যশোহরের ন্যায় সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমি বঙ্গদেশে কেন, ভারতে অতি বিরল। অধুনা আমরা যাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলি পূর্ব্বকালে উহার সমগ্র অংশ একত্র ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যে অংশ খাঁটি বঙ্গ নামে অভিহিত হইত যশোহর তাহারই অন্তর্গত। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সমুদ্রে পতিত হইয়া পূর্ব্বাংশে যে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, যশোহর উহারই অন্তর্গত। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥

(রঘুবংশ, ৪ সর্গ।)

"বঙ্গীয়গণ নৌ-সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে বীর রঘু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যভাগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।" কালিদাসের এই উক্তি দ্বারা বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন রঘুবংশ রচিত হয়, তখনও যশোহর প্রভৃতি স্থান নদী-

বহুল ও জলাকীর্ণ ছিল। যদিও যশোহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের কতিপয় মুদ্রা এবং প্রস্তরময় ও ধাতুময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রাচীনকালের কোন কোন উৎকীর্ণ লিপিতে যশোহরের অন্তর্গত ভূভাগ বিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যশোহরের প্রাচীনযুগের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস বিদ্যমান নাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ও ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া যশোহর অঞ্চলের কোন উল্লেখ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন্ সাঙ ভারতের অনেকস্থল পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যশোহর প্রদেশের কোন বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার বর্ণিত সমতট রাজ্যের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও পরিধির বিষয় বিবেচনা করিলে অনুভূত হয় যে, যশোহর প্রদেশ উহার অন্তর্গত ছিল না, কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই সমতট নামে অভিহিত ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সুবিখ্যাত দার্শনিক শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজ খি-সোঙ্-দেউ-চেনের আহ্বানে হ্লাসা নগরীতে গমন করিয়া তথায় ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক "সাম-য়িএ" (অচিন্ত্য) নামক অনুপম বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজের নিকট আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে তিনি যহোরের রাজবংশসম্ভূত। কেহ কেহ বলেন, সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তরক্ষিত যে যহোরকে নিজের জন্মভূমি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান যশোরের (যশোহরের) নামান্তর মাত্র। কিন্তু এই মতের সমর্থক আরও প্রমাণ প্রয়োজনীয়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালে যে সকল বিদেশীয় পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের কেহই যশোহরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। প্রবাদমূলক কুলকারিকাসমূহে যশোহর ভূভাগের কিঞ্চিৎ উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উহাতেও ঐ দেশের সমৃদ্ধির সবিশেষ বর্ণনা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান রাজত্বের সময়ে যশোহর সর্ব্ব-প্রথম ইতিহাসের অঙ্কে স্থান লাভ করে। অনেকেই জানেন অনুমান ১৫০০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি অপর দুইজন পণ্ডিত সমভিব্যাহারে মিথিলায় গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বলিয়াছিলেন—

নলদ্বীপ-কুশদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীষিণঃ॥

"আমাদের নিবাস নলদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও নবদ্বীপ, এবং তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত ও শিরোমণি আমাদের যথাক্রম নাম।" কেহ কেহ বলেন যে নলদ্বীপ তর্কসিদ্ধান্তের নিবাস ছিল উহা যশোহরের অন্তঃপাতী নল্‌দীর প্রাচীন নাম। এই মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশোহরের স্থানে স্থানে সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা ছিল। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় কীর্ত্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল ধবলিত করিয়া যশোহরের অধিকাংশ স্থান শাসন করেন। উহার কিঞ্চিৎ পরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁচরার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নলডাঙ্গার রাজবংশ অভ্যুন্নতি লাভ করিতে থাকেন, এবং ঐ শতাব্দীর

শেষভাগে স্বনামধন্য সীতারাম রায় ভূষণায় আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশের অভ্যুদয় ঘটে। বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্ব কালে যশোহর সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধনধান্যে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যশোহর এখন বাঙ্গালার অগ্রণী। শান্তিপ্রিয়তা ও রাজভক্তিতে যশোহর বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বর্ত্তমান অবস্থাঃ—সাহিত্যসেবীর পক্ষে যশোহর পুণ্যতীর্থ। ইহা স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি। নাট্যরসিক স্বর্গীয় দীনবন্ধু এই খানেই বাল্য জীবন যাপন করেন। ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় শিশির কুমার এই খানে জন্মিয়াই বিশ্বপ্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। ভাবুক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই খানে অবস্থান করিয়াই বালক ও যুবকবৃন্দকে সদ্ভাব-শতক শিক্ষা দিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন, অভিনেতৃগণের নেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, স্বর্ণলতা প্রণেতা স্বর্গীয় তারকনাথ গাঙ্গুলী, বাল্যসঙ্গীত প্রণেতা ৺রসিক চক্রবর্ত্তী, মহিলাকাব্যপ্রণেতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যবহারাজীবিগণের অগ্রণী ৺ শ্রীনাথদাস, পণ্ডিতকুলশিরোমণি ৺পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও ৺গোলোকনাথ তর্কবাগীশ ও ৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রমুখ এবং টপসংগীত প্রণেতা ৺মধু কাইন, প্রভৃতি কত শত মহারত্ন এই যশোহর ভূমিকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রবিৎ ৺বংশীবদন ঘটক বিদ্যারত্ন এই যশোহরকেই গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় প্রথিত-যশাঃ ডাক্তার সীতানাথ ঘোষের নামে যশোহর এখনও শ্লাঘা করে।

শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও যশোহর বঙ্গের অগ্রগণ্য। অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, বেদান্তবিশারদ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও বেদান্তবাচস্পতি সরকারী উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি মনীষিগণ এখনও যশোহরের কীর্ত্তিধ্বজারূপে বিরাজমান। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সুমধুর লেখনীতে বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। রমণীকুলের ললামভূতা শ্রীমতী মানকুমারীর সুমধুর কবিতা এখনও বঙ্গের প্রতিগৃহে মহাসমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। রাসায়নাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি বলিয়া যশোহর-খুলনা এখনও গৌরবান্বিত। সুকবি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও সিংহের ন্যায় প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রবীণ শিক্ষক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ নানা-বিদ্যালয়-পাঠ্য-গ্রন্থ ও পালিজাতকের প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারতের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্বীয় গবেষণার প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলিপুরের সরকারী উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও কৃষ্ণনগরের সর্ব্বপ্রধান উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু এখনও যশোহরের মুখ সমুজ্জ্বল রাখিয়াছেন।

"নব্য জাপান" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, নড়ালের সুশিক্ষিত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহায়তায়, চিরুণীর কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উপায়ে এতদ্দেশে জাপানী শিল্পের প্রচার করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে যথোচিত সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন।

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষতীরে
জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী॥"

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভোৎকীর্ণ এই লিপি দর্শন করিয়া কোন্ বাঙ্গালী ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে না দাঁড়াইয়াছেন, এবং "মাইকেল আমার স্বদেশবাসী" বলিয়া কোন্ বাঙ্গালীর চিত্তে ক্ষণকাল আত্মশ্লাঘা উৎপন্ন হয় নাই?

বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পবিত্র লীলাভূমিতে সমাহূত হইয়া আজ আমরা অতীতের অনেক কথা স্মরণ করিতেছি। কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া আমরা কখনও পুণ্যময় নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইতেছি। কখনও মগধ সম্রাট্ অজাতশত্রুর পরম রমণীয় রাজগৃহে অভ্যর্থিত হইতেছি, এবং কখনও বা স্থাণীশ্বরে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজভবনে বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাঁহারা নৈমিষারণ্যে সমাহূত হইয়াছিলেন মহাভারতের অমৃতময় কথায় তাঁহাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, রাজগৃহে সমবেত হইয়া শ্রমণগণ সদ্ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং স্থাণীশ্বরে শৈব ও বৌদ্ধমতের সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়াছিল। আজ আমরা কি কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এখানে সমবেত হইয়াছি? আমাদের করণীয় কি কার্য্য আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাণীর অর্চ্চনা করাই আমাদের এখানকার মুখ্য কর্ম্ম। আমরা এখানে ক্ষণকাল একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাণীর গতি ও পরিণতির বিষয় ধ্যান করিব।

বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি?

প্রত্যেক সভ্য দেশে এক একটী জাতীয় সাহিত্য National Literature থাকে। ঐ সাহিত্য উক্ত দেশের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মানদণ্ড। ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য ইংরেজী, ফ্রান্সের জাতীয় সাহিত্য ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর জাতীয় সাহিত্য জার্ম্মান্। এইরূপ প্রত্যেক দেশেই এক একটী জাতীয় সাহিত্য বিদ্যমান আছে। প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতের জাতীয় সাহিত্য ছিল। কিন্তু গত আটশত বৎসর হইতে ভারতে কতকগুলি নূতন

সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে,—যথা বঙ্গদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য, বেহার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে হিন্দী, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী, গুজরাটে গুজরাটী, পঞ্জাবে গুরুমুখী, উড়িষ্যায় উড়িয়া ইত্যাদি।

ঐ সকল সাহিত্যের যখন প্রথম উদ্ভব হয় তখন তাহাদিগের প্রতি বিদ্বন্মণ্ডলীর কোন প্রকার তীক্ষ্ণ বা কোমল দৃষ্টি পতিত হয় নাই। বস্তুতঃ তদানীন্তন পণ্ডিতগণের অজ্ঞাতসারে ঐ সকল সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছিল। যদিও তৎকালে উহারা গণনার বিষয়ীভূত ছিল না তথাপি উহারা শনৈঃ শনৈঃ এমন শক্তিলাভ করিয়াছে যে এক্ষণে আর উহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। এক্ষণে সমগ্র ভারতে কোন একটী জাতীয় সাহিত্য নাই বলিলেও চলে। ঐ সকল নূতন সাহিত্যই এক্ষণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতীয় সাহিত্যের কার্য্য করিবার উপক্রম করিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

আর্য্যজাতির ভারতে আগমন ঃ—আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের ভাষা বিভাগ কিরূপ ছিল বলা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যীশু খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির একটী শাখা কাস্পিয়ান্ হ্রদের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কিয়ৎকাল বাহ্লীক (Bactria) দেশে অবস্থান করেন, এবং ঐ জাতির অপর একটী শাখা ঐ স্থান হইতে উরল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইউরোপখণ্ডে প্রবেশ করেন। পারসীকগণের জেন্দ-আবেস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বেন্দিদদ্ অধ্যায়ে যে দেশ "ঐর্য্যনেম্ বীজো" বা পূর্ব্বাভিমুখী আর্য্যগণের আদিভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ঐ দেশ সম্ভবতঃ বাহ্লীক দেশ। ঐ দেশ হইতে ইঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে ইরাণ (পারস্য) ও ভারতের দিকে ধাবমান হন। ভারতাভিমুখী আর্য্যগণ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া প্রচুর অন্ন ও জল উপভোগ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং বীরয়ধ্বং প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রাজহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরেমাভি বাজান্॥
(ঋগ্বেদ ১০—৪—৫৩, অথর্ব্ববেদ ১২—২—৯)।

"হে বন্ধুগণ দেখ অশ্মন্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তোমরা বীর্য্য ও উৎসাহের সহিত এই নদী উত্তীর্ণ হও। আমাদের যে সকল দুর্দ্দশা ছিল তাহা এইখানেই বিসর্জ্জন করিয়া যাই। আমরা এই নদী পার হইলেই অনায়াসে প্রচুর অন্ন লাভ করিব"।

ভারতে আগমন করিয়া আর্য্যগণ প্রকৃতির ভীষণ ও কমনীয় মূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক বিস্ময়ে যে সকল স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন ঐ সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া বেদ অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। ঋক্ সংহিতা হইতে একটী স্তোত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষা—

নূষ্টিরং মরুতো বীরবন্তম্ ঋতীষাহং রয়ি মস্মাসু ধত্ত।
সহস্রিণং শতিনং শুশুবাংসং প্রাতর্মক্ষু ধিয়া বসুর্জগম্যাৎ॥

(ঋগ্বেদ ১।৬৪।১৫।)

"হে মরুদ্গণ! আমাদিগকে স্থায়ী, পুত্রপৌত্রাদি সহিত, শত্রুবিজয়ী, শতসহস্রযুক্ত ও চিরবর্দ্ধমান ধন দাও। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এতাদৃশ মরুদ্গণ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।"

পক্ষান্তরে আর্য্যজাতির যে সম্প্রদায় ইরাণ্ বা পারস্তে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনেক স্তোত্র বিরচন করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্র একত্র সংগৃহীত হইয়া পারসীকগণের আবেস্তা গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। আবেস্তার যম নামক প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে নিয়ে একটী স্তোত্র উদ্ধৃত করিলাম—

যুষ্মেম্ জেবিষ্ট্যাংহো (অ) এষ-ক্ষত্রেং চা সবংহাম্।

জেন্দ-আবেস্তা, যম, ৯।

"তোমরা কামনা পুরণের নিমিত্ত, যিনি ইচ্ছার একমাত্র রাজা তাঁহার দিকে বেগে ধাবমান হও।"

পারসীকগণের আবেস্তা যে ভাষায় লিখিত তাহাকে "জেন্দ" ভাষা বলে, আর ভারতীয় আর্য্যগণের বৈদিক সংহিতা যে ভাষায় লিখিত তাহাকে "ছন্দস্" ভাষা বলে। পাণিনি "ছন্দসি বহুলম্" ইত্যাদি সূত্রে "ছন্দস্" শব্দ দ্বারা বৈদিক ভাষাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষার পরস্পর এত অধিক সৌসাদৃশ্য যে আমাদের বোধ হয় ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য্যগণের পরস্পর পৃথক্ হইবার অত্যল্প কাল পরেই অর্থাৎ অনুমান খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে এই দুই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। উপরে জেন্দ ভাষার যে স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে উহার শব্দ সমূহ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক ছন্দস্ ভাষার নৈকট্য সম্বন্ধ নিয়ে প্রদর্শন করিলাম—

জেন্দ	ছন্দস্	অর্থ
যুষ্মেম্	যুষ্মম্	তোমরা।
জেবিষ্ট্যাংহো	জবিষ্ঠাসঃ	জবনতম, বেগবত্তম
এষ	ইষ্	ইচ্ছা।
ক্ষত্রেম্	ক্ষত্রম্	রাজা।
চ	চ	সমুচ্চয়ে।
আ	আ	সম্বন্ধে।
সবংহাম্	শবসাৎ	কৃতার্থতা।
	(স্বরশাৎ?)	(স্বীয় কামনা)।

আর্য্য জাতির যে শাখা অনুমান খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক ১৪৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীস্ দেশে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারাই হেলেনিক্ বা গ্রাক জাতি। তাঁহাদের আদিম গ্রন্থ হোমার প্রণীত ইলিয়ড্ মহাকাব্য। উহা খৃঃ পূঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সহিত ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য সত্বেও, শব্দ ও ব্যাকরণগত অনেক সাম্য আছে। বাহুল্য ভয়ে উহার উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

সংস্কৃত ভাষা :—আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া অনেকদিন পাঞ্জাবে অবস্থিতি করেন এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যেও তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ভাষাসমূহের সহিত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যগণের ছন্দস্ ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তিত ছন্দস্ ভাষা ব্যাকরণাদির নিয়মে সংস্কারপূত হইয়া যে অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষার উপসর্গ ধাতু ও প্রত্যয়ের সহযোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিবার উপায় আছে। ইহা এত বিপুল ও ইহার সংগ্রন্থন কৌশল এত চমৎকার যে, যে কোন নূতন ভাব নূতন শব্দে আচ্ছাদিত করিয়া ইহাতে অনায়াসে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। এই সংস্কৃত ভাষা প্রকৃতির নিয়মে ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া উহা প্রাকৃতিক ভাষা নহে। কথোপকথনের ভাষা কালসহকারে জীর্ণ ও রূপান্তরিত হয় দেখিয়া আর্য্যগণ ঐ সংস্কৃত ভাষাকে এমন কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন যে উহার আর পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন মিসরবাসিগণ যে প্রণালীতে মৃতদেহ বামী(Balmy) দ্বারা সংরক্ষণ করিতেন, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাবলী দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয়, পাণিনি মুনি যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার শেষ নিয়মশৃঙ্খল; কাহারও মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনির পূর্ব্বে যে বহু বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ পাণিনি স্বয়ং, দশ জন প্রাচীন বৈয়াকরণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—

আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক এবং স্ফোটায়ন।

কেহ কেহ বলেন যাস্ক পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থেও বহু শাব্দিকের উল্লেখ আছে, যথা—আগ্রয়ণ, আগ্রায়ণ, ঔদুম্বরায়ণ, ঔপমন্যবঃ, ঔর্ণনাভ, কাৎথক্য, ক্রৌষ্টুকি, চর্ম্মশিরাঃ, তৈটিকি, বার্ষ্যায়ণি, শাকপূণি, স্থৌলাষ্টীবি এবং হারিদ্রবক।

উদ্ধৃত বৈয়াকরণ ও শাব্দিকগণ কতকাল পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত ভাষা বর্ত্তমান আকারে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বলা যায় না। অনুমান খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন, এবং অনুমান খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে তাঁহাদের

কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যাঁহারা এই সংস্কৃত ভাষার সংঘটন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের আশা ছিল যে এই ভাষা অজর ও অমর হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবে। সেই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন :—

স বাচং ব্যসৃজত। সা ইদং সর্ব্বং বিভবন্তী ঐৎ।
সা উর্দ্ধা উদাতনোৎ যথা অপাং ধারা সন্ততা এবম্॥

(পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ; ২০।১৪।)

"প্রজাপতি বাক্ প্রেরণ করিলেন। বাক্ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া অগ্রসর হইল। জলের ধারা যেমন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, বাক্ ও ঊর্দ্ধ হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইল।"

বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্য—যে সময়ে আর্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার নিয়ম প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৬০০ পর্য্যন্ত কালমধ্যে ঐতরেয়, শতপথ, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন কাত্যায়ন প্রভৃতি শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র এবং তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়ী প্রভৃতি প্রাতিশাখ্য রচিত হয়। এই সকল গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত ঋগ, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বসংহিতার সহিত যুক্ত হইয়া বিপুল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য—ব্যাকরণের নিয়মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্কৃত ভাষায় যে বিরাট্ সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে উহার নাম সংস্কৃত সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য মূলতঃ অভিন্ন বলিয়া উভয়ই সংস্কৃত সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরস্পরের প্রভেদ করিবার প্রয়োজন হইলে একটীকে বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্য ও অপরটীকে লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্য বলা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের বৈভব অতুলনীয় ইহাতে কবিকুলগুরু বাল্মীকির প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার মহাভারত ও পুরাণ ইহাতে নিহিত আছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের শান্ত-হাস্য-করুণাদি রসে ইহা পরিপ্লুত হইয়াছে। ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধের পদলালিত্যে ইহা অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের ভাব ও ভাষার সঙ্গীতে ইহা বিহ্বল হইয়াছে। সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্টের মসীবেগ ধারণ করিয়া ইহা অনন্য সাধারণ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছে। বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, চাণক্য প্রভৃতি নীতি-বিদ্গণ ইহাতে রাজ্যরক্ষা ও সমাজ রক্ষার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির পথ ইহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জড়, বিজ্ঞান ও শূন্যের একীভাব এইখানেই উপলব্ধ হইয়াছে। দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের বিবাদ, এবং প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বরূপ ইহাতেই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গর্গ, পরাশর, জৈমিনি, আর্য্যভট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ ভূলোক ও দ্যুলোকের জ্ঞানরাশি একত্র সংগ্রহ করিয়া এই খানেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চরক সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের

অলৌকিক শরীর বিজ্ঞান ইহারই অন্তর্গত। ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত। ছন্দঃ ও অলঙ্কার ইহার সৌন্দর্য্যমুকুর। বস্তুতঃ এই অসীম ও অগাধ সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় কি দিব, ইহা "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ।"

সংস্কৃত সাহিত্যের দিগ্বিজয়।

চীন, জাপান ও তিব্বতে সংস্কৃত—এই পরম মহৎ সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ভারতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে নিবদ্ধ না থাকিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা চীনদেশে প্রবিষ্ট হয় এবং তথা শত শত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করাইয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে অগ্রসর হয়। বজ্রচ্ছেদিকা, সুখাবতীব্যূহ প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় সংস্কৃত গ্রন্থ জাপান হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে, উহা ঐ সময়ে তথায় নীত হইয়াছিল। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবীরিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার উপর সংস্কৃতের অসীম প্রভাব। কথিত আছে ৩১১ খৃঃ অব্দে ল্হা-থো-থোরির রাজত্বকালে ভারত হইতে "ওম্-মণি-পদ্মে-হুং" এই ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা সমন্বিত একখানি সংস্কৃত পুস্তক তিব্বত রাজের সভায় নীত হয়। ঐ পুস্তকের অর্থ তখন কেহই বুঝিত না। পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর মধ্যে ভারতের যাবতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ক্যাঙ্গ্যুর ও ত্যাঙ্গুর নামক দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থাভিধানের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের ভগবদ্গীতা ও বাল্মীকি রামায়ণের কিয়দংশ, কালিদাসের মেঘদূত, রবিগুপ্তের আর্য্যাশতক, বহুটীকাসমন্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণ, সারস্বত ব্যাকরণ, চান্দ্র ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় সংরক্ষিত হইয়াছে। যদিও তিব্বতীয় ভাষার সহিত আর্য্য বা সেমিটিক ভাষার কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, উহাতে সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, ও তদ্ধিতের কোন অবকাশ নাই এবং উহার বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি সংস্কৃতের সংসর্গে আসিয়া ঐ ভাষায় শব্দসম্পদ্ ও বাগ্ভঙ্গী অসামান্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। খোটান্ ও খাসগড় হইতে সম্প্রতি যে হস্তলিপির উদ্ধার হইয়াছে এবং যাহা সাধারণতঃ Bower manuscripts নামে অভিহিত, উহা তত্র প্রচলিত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মাধিকরণে মনুসংহিতার মত এখনও পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

লঙ্কায় সংস্কৃত চর্চ্চা—সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার কিরূপ সমাদর ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কাল কুমারদাস নামক একজন বিদ্বান্ নৃপতি লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কথিত আছে তিনি জানকী-হরণ নামে এক মহাকাব্য রচনা করিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রেরণ করেন। রঘুবংশ প্রণেতা

কালিদাস ঐ কাব্যের কখনই প্রশংসা করিবেন না এই ভাবিয়া বিক্রমাদিত্য অপর আট জন সভাপণ্ডিতকে উহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া বলেনঃ—

জানকীহরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমাঃ॥ *

তাঁহাদের মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে, "যেমন প্রবল রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য, সেইরূপ মধুর রঘুবংশ কাব্য বিদ্যমান থাকিতে জানকী-হরণ কাব্য বিরচন করা কেবল কুমারদাসেরই যোগ্য।"

তাঁহাদের শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্য বিষণ্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরকে কবিসম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান প্রদান করিবার জন্ম জানকীহরণ কাব্য একটী হস্তীর পৃষ্ঠে রাখিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। যখন হস্তী ঐ কাব্য বহন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিল তখন কবি কালিদাস উহা দেখিবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে উহা দেখান হইল। তিনি জানকীহরণ কাব্যের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়াই হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। প্রথম শ্লোকটী এই ঃ—

আসীদবন্যামতিভোগভারাদ্
দিবোঽবতীর্ণা নগরীব দিব্যা।
ক্ষত্রানলস্থানশমী সমৃদ্ধ্যা
পুরামযোধ্যেতি পুরী পরার্দ্ধ্যা॥

(জানকীহরণ ১।১)

"নগরসমূহের মধ্যে অযোধ্যাপুরী শ্রেষ্ঠ। অগ্নি যেমন শমীবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিব্য নগরী বহুভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

জানকীহরণকাব্য পাঠ করিয়া কালিদাস এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং ঐ কাব্য মস্তকে করিয়া হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লঙ্কেশ্বরকে সাধারণের সমক্ষে কবি সম্মান প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে লঙ্কায় পঁহুছিল। রাজা কুমারদাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কালিদাসকে লঙ্কায় † আহ্বান করিলেন। কালিদাস অনেক দিন লঙ্কায় অবস্থান করিয়া ৫২৪ খৃঃ অব্দে মাতর নগরে কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গম স্থলে দেহত্যাগ করেন। রাজা কুমার-দাস আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে কালিদাসের চিতাভূমিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন। এই কিংবদন্তী

* জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে ইহা রাজশেখরের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

† লঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বিহারের অধ্যক্ষ ধর্ম্মারামনামক মহাস্থবির জানকীহরণ কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। ৺হরদাস শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

লঙ্কায় সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পরাক্রমবাহুচরিত্র নামক সিংহলী পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত হইল ঃ—

বেহের দসটক্ পুরা করবা দস অটক্ মহ বব্ বন্দী।
বসর একদা বিসব অবিসেস্ মহণুবম তে মগুল বেন্দী॥
অজর কিবিয়র পিণিন্ জনকীহরণ আঁ মহকব কন্দী।
কুমরদস্ রদ কালিদস্ নম্ কিবিন্দু হট সিয় দিব্ পিন্দী॥

(পরাক্রমবাহুচরিত্র)।

অষ্টাদশ বিহার ও অষ্টাদশ বৃহৎ বাপী নির্ম্মাণ করিয়া একই বৎসরে যিনি বিবাহ, অভিষেক ও শ্রমণ কর্ম্ম এই ত্রিবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্য কবিকার পুণ্যের ফলে জানকীহরণ মহাকাব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা কুমারদাস কালিদাসনামক কবীন্দ্রের নিমিত্ত স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল সিংহলী শব্দ আছে তাহার অর্থ নিম্নে প্রদর্শন করিলাম। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে সিংহলী ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশমাত্র।

সিংহলী শব্দ	অর্থ
বেহের	বিহার
দস	দশ
অটক্	আট
পুরা	পূর্ণ
করবা	করিয়া
মহ	মহা
বব্	বাপী
বন্দী	বাঁধিয়াছিল
বসর	বৎসর
একদা	একদা
বিসব্	বিবাহ
অবিসেস্	অভিষেক
মহণবম্	শ্রমণকর্ম্ম
তে	তিন
মগুল	মঙ্গল
বেন্দী	যুক্ত
অজর	আচার্য্য

কিবিয়র	কবিকার
পিণিন্	পুণ্যেন
জনকী	জানকী
হরণ	হরণ
আ	আদি
মহ	মহা
কব্	কাব্য
কন্দী	করিয়াছিল
কুমরদস্	কুমারদাস
রদ	রাজা
কালিদস্	কালিদাস
নম্	নাম
কিবিন্দু	কবীন্দ্র
হট	অর্থ
সিয়	
দিব্	জীবন
পিন্দী	পূজিল, উৎসর্গ করিল।

যবদ্বীপে সংস্কৃত—বালি, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও যবদ্বীপে প্রাচীন সাহিত্যরূপে পঠিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বীপে রামায়ণের নাম "রাম কবি," মহাভারতের নাম "ব্রাত যুধ" বা ভারত যুদ্ধ এবং নীতিশাস্ত্রের নাম "নীতিশাস্ত্র কবি"। ব্রাতযুধ বা ভারত যুদ্ধ ৭১৯ শ্লোকে পরিসমাপ্ত। ইহাতে দ্বাদশ প্রকার ছন্দের ব্যবহার আছে। এই গ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে বসন্ততিলক ছন্দে লিখিত একটী শ্লোক উহা হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

অঙ্ক ক্রোধ কৃষ্ণ মংগদেক্ স করিং পহমন্
মোংগাগিং (ন) তরসির বিবুঃ কদি কাল মূর্ত্তঃ।
মিন্ তো ন কন্ ক্রম নিরন্ তুহু বিষ্ণুমূর্ত্তিঃ
লীলা ত্রিবিক্রম মকাবকিকং ত্রিলোকে ॥ ৭৫ ॥ (ব্রাতযুধ।)

"কৃষ্ণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইল। তিনি ক্ষণকাল মূর্ত্তিমান্ কলিকালের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তিনি আর ধীরে ধীরে কথা বলিলেন না, উচ্চৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি যথার্থই বিষ্ণুমূর্ত্তি

ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন তিনি ত্রিলোক অধিকার করিয়া ত্রিবিক্রম লীলা প্রকাশ করিতেছেন।"

সংস্কৃত ভাষা, বালি, সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি দ্বীপে প্রবেশ করিবার পর কত যুগ চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও ভাষাবিপ্লবে ঐ সকল দ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও রামকবিতা ও ভারতযুদ্ধ লোকস্মৃতির অতীত হয় নাই। এখনও আরবিক, পারস্য ও ওলন্দাজ ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃতের দুই চারিটী ধ্বনি বিকৃতভাবে আমাদিগের নিকট পঁহুছিতেছে এবং এখনও আমরা মহাসমুদ্রের পরপারে দীর্ঘপ্রবাসগত ভ্রাতৃবৃন্দের সন্ধান পাইতেছি।

বাগ্‌দাদে সংস্কৃতের আদর—খ্রীষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আরবগণ সংস্কৃত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং বাগ্‌দাদের খালিফগণ ভারত হইতে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত আরবিক ভাষায় অনূদিত করেন। সংস্কৃত বীজগণিত এবং পাটীগণিতের গ্রন্থও আরবিক ভাষায় অনূদিত হয় এবং খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উহা আরব হইতে ইউরোপে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগে সুশ্রুত ও চরক নামধেয় দুইখানি সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ আরবিক ভাষায় অনুবাদিত হয়। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থও আরবিক এবং পারসীক ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১১ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্‌বিরুণীনামক একজন মুসলমান লেখক পতঞ্জলির যোগসূত্র ও কপিলের সাংখ্যদর্শন আরবিক ভাষায় অনুবাদিত করেন। সাংখ্য ও যোগের গ্রন্থ এসিয়া মাইনরে প্রবিষ্ট হইয়া Gnosticism এবং Sufi দর্শনের পরিপুষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্ব-কালে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া এখনও অনেকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন।

ইউরোপে সংস্কৃতের গৌরব—প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপে প্রবেশ করে। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্ররোচনায় চার্লস্ উইলকিনস্ বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়াম্ জোন্স কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৯ খ্রীঃঅব্দে অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তদনন্তর মনুসংহিতা ও ঋতুসংহার মুদ্রিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিলটন্ নামক একজন ইংরেজ ফরাসীদেশে কারারুদ্ধ হইয়া অবস্থান কালে কতিপয় ফরাসী ও স্লিগেল্ প্রভৃতি কতিপয় জার্ম্মাণ পণ্ডিতকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন। তাহার পর ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স, রুসিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি দেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার হয়। অধুনা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, পেট্রোগ্রাড, হার্ভার্ড প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পরীক্ষায়

পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য অনেক সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝা গেল সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে ভাষাসমূহের মধ্যে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল। যদিও ইহার বিজয়তুরঙ্গের গতি কোথায়ও রুদ্ধ হয় নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষার কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—একথা বলিতে পারি না। যখন সংস্কৃতের প্রসার হইতে থাকে, তখন এক দিকে তৎকাল-প্রচলিত দেশজ বা কথিত ভাষাসমূহের সহিত উহার বিরোধ ও অপর দিকে পালি, প্রাকৃত এবং গাথা নামধেয় তিনটী লিখিত ভাষা উহার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ও পালি-সাহিত্য—পালি ভাষার প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ ও প্রাকৃত ভাষার প্রবর্ত্তক মহাবীরস্বামী উভয়েই খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা যথাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচারসাধন করেন। পালিগ্রন্থে একটী প্রবাদ উল্লিখিত আছে যে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ, জম্বুদ্বীপে দামিল (তামিল) অন্ধক (তেলেগু) প্রভৃতি যে অষ্টাদশ ভাষা প্রচলিত আছে, কালসহকারে উহারা সকলেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে সুতরাং ঐ সকল ভাষায় নিবদ্ধ আমার উপদেশমালাও বিলয় প্রাপ্ত হইবে; তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন যিনি কোমল অথচ অপরিবর্ত্তনীয় ভাষাবিশেষের উদ্ভাবন করিয়া উহাতে আমার উপদেশাবলী নিবদ্ধ করিতে পারেন?" বুদ্ধদেবের ইঙ্গিতে মহাকাত্যায়ন নামক তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য প্রথম পালিব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এবং ঐ ব্যাকরণের নিয়মে পরিচালিত পালিভাষায় বুদ্ধের উপদেশমালা প্রচারিত হও। এই পালিভাষার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বুদ্ধগয়ায় ষট্‌বর্ষ তপস্যার পর যখন বুদ্ধদেব বুঝিলেন যে তৃষ্ণাই সংসারবন্ধনের কারণ, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥

গহকারক দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংকিতং।

বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥ (ধম্মপদ জরাবগ্‌গ ৮—৯)।

"আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকারিণী তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক বার পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ও নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। হায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা কি দুঃখময়। হে গৃহনির্ম্মাত্রি আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি পুনরায় আর

গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্বদণ্ডনিচয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন, করিয়াছি। আমার বাসনা-বিমুক্ত চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।"

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাইলাম সংস্কৃত "গৃহ" শব্দের স্থলে পালিতে "গহ", "দৃষ্ট" স্থলে "দিট্‌ঠ", "করিষ্যসি" স্থলে "কাহসি", "সর্ব্ব" স্থলে "সব্ব", "সংস্কার" স্থলে "সংখার", এবং "তৃষ্ণা" স্থলে "তণ্‌হা" ইত্যাদি কোমল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

জৈন প্রাকৃত সাহিত্য—বুদ্ধদেব যেমন সংস্কৃত ভাষায় সংযুক্ত বর্ণের বাহুল্য ও স্নিগ্ধতার অভাব দেখিয়া কোমল পালি ভাষার প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীও সেইরূপ বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও মূর্খগণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত মৃদুমসৃণ প্রাকৃত ভাষার প্রবর্ত্তন করেন। *

মহাবীর প্রবর্ত্তিত প্রাকৃত ভাষার উদাহরণ স্বরূপে জৈন শাস্ত্রের পণ্‌হা বাগরণ (প্রশ্নব্যাকরণ) নামক দশম অঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত হইল :—

পংচ-বিহো পন্নত্তো জিণেহিং ইহ অণ্‌হও
অণাদীবো হিংসা-মোসমদত্তং অবংভ পরিগ্‌গহং চেব॥

(পণ্‌হা বাগরণ)।

"এই শাস্ত্রে জিনগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে অনাদি আশ্রব (পাপ) পঞ্চবিধ, যথা—হিংসা, মৃষাবাদ, অদত্তাদান (চৌর্য্য), অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ"।

উদ্ধৃত বাক্যে সংস্কৃত "বিধ" স্থলে প্রাকৃত "বিহ", "প্রজ্ঞপ্ত" স্থলে "পন্নত্ত", "আশ্রব" স্থলে "অণ্‌হও", "মৃষা" স্থলে "মোস", "অব্রহ্ম" স্থলে "অবংভ" এবং "পরিগ্রহ" স্থলে "পরিগ্‌গহ" ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থের "পণ্‌হা বাগরণ" এই প্রাকৃত নাম সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত হইলে "প্রশ্ন ব্যাকরণ" হইবে।

গাথা ভাষা—অপর যে ভাষা সংস্কৃত প্রচারের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল উহার নাম "গাথা" ভাষা। এই ভাষার কোন ব্যাকরণ নাই অথচ ইহা সুমার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। নিম্নে গাথা ভাষার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যখন বুদ্ধদেব রাজগৃহে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন মহারাজ বিম্বিসার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে অবচিযু স মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।

* একথা জৈন গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে, যথা—

মুত্তূণ দিট্‌ঠিবায়ং কালিয়া উক্কালিয়ংগ সিদ্ধংতং।
থী-বাল-বায়ণত্থং পাইয়া মুইয়ং জিনবরেহিং॥

"জিনবর দৃষ্টিবাদ ব্যতীত অঙ্গ ও উপাঙ্গ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও মূর্খগণের সুবিধার জন্য প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

ভব হি সম সহায়ু সব রাজ্যং অহু তব দাস্তে প্রভূতং ভুংক্ষ্ব কামান্ ॥
মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে মা ভূয়ু তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।
পরম সুকুমারু তুভ্য কায়ঃ ইহ মম রাজ্যি বসাহি ভুংক্ষ্ব কামান্ ॥
(ললিত বিস্তর)

"আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য বস্তু ভোগ করুন।"

উদ্ধৃত গাথায় "মগধ রাজ" এই কথাটীতে কোন বিভক্তি নাই অথচ ইহা কর্ত্তৃকারক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার ক্রিয়াপদ "অবচিষু" সংস্কৃতও নহে, পালিও নহে, অধিকন্তু, বহুবচনান্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহা যথার্থতঃ একবচনান্ত ও ইহার অর্থ "বলিয়াছিলেন"। সংস্কৃত "সহায়ঃ" স্থলে গাথায় "সহায়ু", "সর্ব্ব" স্থলে "সব", "অহং" স্থলে "অহু", "বস" স্থলে "বসাহি", "ভূয়ঃ" স্থলে "ভূয়ু", "সুকুমারঃ" স্থলে "সুকুমারু", "তব" স্থলে "তুভ্য" এবং "রাজ্যে" স্থলে "রাজ্যি" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল ব্যাকরণ দুষ্ট ও ব্যাকরণবহির্ভূত পদ সত্ত্বেও শ্লোকটী মধুর ও সহজ বোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা গাথা ভাষা ব্যবহার করিতেন তাঁহারা ব্যাকরণের বিরোধী সুতরাং সংস্কৃত ভাষার পরম শত্রু।

পালি, প্রাকৃত ও গাথা ভাষার বিলয়।—পালি, প্রাকৃত ও গাথা নামে যে তিনটী ভাষা সংস্কৃত প্রবর্ত্তনের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিজ নিজ সম্পদ্ সংস্কৃতকে অর্পণ করিয়া কালের করাল কবলে নিমগ্ন হইয়াছে। যদিও গাথা ভাষায় লিখিত কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, তথাপি মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে অসংখ্য গাথার নিদর্শন পাওয়া যায়। পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন অনেক কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পালিভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের রাজত্বকালে পালিভাষার প্রভা হ্রাস হইতে থাকে। প্রাকৃত ভাষায় জৈন শাস্ত্রের ১১ অঙ্গ ও ৩৪ উপাঙ্গ ব্যতীত কাব্য ব্যাকরণ, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়! জৈনগণ অনেক দিন প্রাকৃত ভাষাকে সচল রাখিয়া ছিলেন। জৈন শাস্ত্রে ও সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বীয় চিহ্ন রাখিয়া প্রাকৃত ভাষা এক্ষণে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পালি ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই হৃদয়স্পর্শী। উভয়েরই শব্দ-সম্পদ্ ও বাগ্‌ভঙ্গী সংস্কৃতে মিশিয়া গিয়াছে।

দেশজ ভাষাসমূহের ধ্বংস।—ভারতের আদিম অধিবাসিগণের কথিত ভাষাসমূহও সংস্কৃত ভাষার প্রবল প্রতাপে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। সাও[illegible] ভী[illegible] প্রভৃ[illegible] যে সকল পার্ব্বত্যজাতি কখনও সংস্কৃতের অধিকারে আইসে নাই, তাহাদের [illegible] বিদ্যমান আছে। আদিম অধিবাসিগণের ভাষাসমূহ দেশজ নামে পরিচিত। দেশজ ভাষা—

সমূহ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়া তাহাদের কথোপকথনে ব্যবহৃত নিজ ভাষা এতদ্দেশীয় অনার্য্যগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়া দেশজ ভাষাসমূহের সংহার সাধন করেন। আর্য্যগণের কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত আদর্শ হইতে কখনও অধিকদূর বিচ্যুত হয় নাই। কথোপকথনে ব্যবহৃত আর্য্যভাষা প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। মহারাজ অশোকের অনুশাসনসমূহে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে উহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর কথিত আর্য্যভাষা বলা যাইতে পারে। উহা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক কোমল এবং বৌদ্ধগ্রন্থের পালির ন্যায় লঘু। উদাহরণস্বরূপে অশোকের একটী অনুশাসন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

অশোকের সময়ের ভাষা।—দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা, কয়নং মেব দেখতি, ইয়ং মে কয়ানে কটেতি। নো মিন পাপং দখতি, ইয়ং মে পাপে কটেতি। ইয়ং বা আসিনবে নামাতি, দুপটিবেখে চু খো এসা, হেবং চু খো এস দেখিয়ে, ইমানি আসিনব গামীনি নাম, অথ চংডিয়ে নিঠুলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পলিভসয়িসম্, এস বাঢ় দেখিয়ে, ইয়ং মে হিদতি কায়ে ইয়ং ম নাম পালতিকায়ে।

(তৃতীয় অশোকস্তম্ভ লিপি)।

"দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ বলেন। (মনুষ্য) আপনার সুকার্য্যই কেবল দেখে, (এবং বলে) এই সুকার্য্য আমি করিয়াছি। (সে) কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ দেখে না, (এবং বলে না) এই পাপ আমি করিয়াছি। অথবা এইটীর নাম দোষ—ইহাও বস্তুতঃ দুষ্প্রতিবেক্ষ্য। তাহার এইরূপ দেখা উচিত যে এইগুলি দোষগামী, এবং আমি চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষ্যার কারণে নিজকে পরিভ্রষ্ট করিব না। ইহা পুনঃ পুনঃ দেখা উচিত—এইটী আমার ঐহিক (প্রয়োজন); এইটী আমার পারত্রিক (প্রয়োজন)।

উল্লিখিত লিপিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের সংস্কৃত প্রতিশব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অশোকলিপির শব্দ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ।
দেবানং	দেবানাং
পিয়	প্রিয়
পিয়দসি	প্রিয়দর্শী
লাজ	রাজা
হেবং	এবং
আহা	আহ
কয়ন	কল্যাণ
মেব	এব
দেখতি	পশ্যতি

ইয়ং	ইয়ং
মে	মে
কয়াণে	কল্যাণ
কটেতি	কৃতেতি
নো	ন
মিন	মনাক্
পাপং	পাপং
দখতি	পশ্যতি
পাপ	পাপং
বা	বা
আসিনবে	আদীনব
নামাতি	নামেতি
দুপটিবেখে	দুষ্প্রতিবীক্ষ্য
চু	চ
খু	খলু
এসা	এষা
খো	খলু
দেখিয়ে	দ্রষ্টব্যা
ইমানি	ইমানি
চংডিয়ে	চণ্ডতা
নিঠুলিয়ে	নৈষ্ঠুর্য্য
কোধ	ক্রোধ
ইস্যা	ঈর্ষ্যা
কালনেন	কারণেন
ব	বা
হকং	আত্মানং
পলিভসয়িসম্	পরিভ্রংশয়িষ্যাম
এস	এষঃ
বাঢ়	বাঢ়ং
হিদতিকায়ে	ঐহিকায়
ম	মে
পালতিকায়ে	পারত্রিকায়

অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের সময়ের ভাষা। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যগণের কথিত ভাষা কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপে আমি অন্ধ্রবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলুমায়ির সময়ে নাসিক গুহায় উৎকীর্ণ একটী লিপি উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিতীয় পুলুমায়ি বা বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি খৃষ্টীয় ১৩৮ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাহার ছয় বৎসর পরে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিটী এই :—

সিধ রঞো বাসিঠী পুতস সিরি পুলুমায়িস সংবছরে ছটে গিম্হ পখে পচমে দিবসে।

(নাসিক গুহায় উৎকীর্ণ লিপি)।

"সিদ্ধ। রাজ্ঞা বাশিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলুমায়ির ষষ্ঠ সংবৎসরে গ্রীষ্মপক্ষে পঞ্চম দিবসে।"

উদ্ধৃত লিপিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহা অত্যন্ত কোমল। উহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লিপির শব্দ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ
সিধ	সিদ্ধ
রঞো	রাজ্ঞঃ
বাসিঠী	বাশিষ্ঠী
পুতস	পুত্রস্য
সিরি	শ্রী
পুলুমায়িস	পুলুমায়িনঃ
সংবছরে	সংবৎসরে
ছটে	ষষ্ঠে
গিম্হ	গ্রীষ্ম
পখে	পক্ষে
পচমে	পঞ্চমে
দিবসে	দিবসে

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উৎপত্তি।

আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার মিশ্রণ।—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাজকীয় লিপিতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। কাথিয়াবাড়ের গীর্‌নার্ নামক স্থানে রুদ্রদামের সময়ে অনুমান ১৫০ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদনন্তর তাম্রশাসন প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজকীয় কার্য্যে সংস্কৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অশোকের অনুশাসন ও পুলুমায়ির লিপি হইতে অনুমান হয় যে আর্য্যগণের কথিত ভাষা এক এবং উহা সংস্কৃতের অনুযায়ী। কিন্তু দেশজ বা ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের কথিত ভাষা নানাবিধ এবং উহারা সংস্কৃত হইতে পৃথক্ ছিল।

আর্য্যভাষা ঐ সকল দেশজ ভাষাকে বিদূরিত করিয়া উহাদের বিভিন্ন প্রকার শব্দসম্পদ্ ও রচনারীতি গ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনকালে আর্য্য প্রভাব সমধিক বিস্তৃত না হওয়ায় তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্ প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ—পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহ "প্রাকৃত" এই সাধারণ নামে অভিহিত ছিল। প্রাকৃত ভাষার শব্দ ত্রিবিধ, যথা—তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ। সংস্কৃতের তুল্য শব্দকে তৎসম বলে। দর্শন, শ্রবণ অরণ্য, লতা ইত্যাদি যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে উহাদিগকে তৎসম বলা যায়। যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে তদ্ভব বলে। বাঙ্গালা ভাষায় চোক্, কাণ, গাধা ইত্যাদি শব্দ চক্ষুঃ, কর্ণ, গর্দ্দভ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আর যে সকল প্রাদেশিক শব্দ সংস্কৃতের তুল্য নহে এবং সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহাদিগকে দেশজ প্রাকৃত বলা যায়, যথা—উষ্ণীষ অর্থে পাগড়ী, নারিকেল অর্থে ডাব এবং নৌকা অর্থে ডোঙ্গা ইত্যাদি। দেশজ প্রাকৃত শব্দ অনন্ত

বাচস্পতেরপি মতির্ন প্রভবতি দিব্যযুগ সহস্রেণ।
যেশেষু যে প্রসিদ্ধাস্তান্ শব্দান্ সর্ব্বতঃ সমুচ্চেতুম্॥

"দেশে দেশে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে উহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করা বৃহস্পতিরও অসাধ্য"। এই হেতু কলিকাল-সর্ব্বজ্ঞ জৈন হেমচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "দেশী নামমালা" নামক গ্রন্থে অনাদি প্রবৃত্ত প্রাকৃত শব্দ অর্থাৎ যে সকল দেশীয় শব্দ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন :—

দেস বিসেস পসিদ্ধীই ভণ্ণমাণ অণন্তয়া হন্তি।
তম্হা অণাই-পাইঅ-পয়ট্ট-ভাসা-বিসেসও দেসী ॥ ৪ ॥
(দেশী নামমালা, ১ম বর্গ)॥

এতদ্দেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, দেশজ প্রাকৃত শব্দই তাহাদের প্রাণ। মহাবীর ও বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত প্রাকৃত ও পালি ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব প্রাকৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব প্রাকৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহাতে দেশজ শব্দের অভাব নাই।

কথিত ও লিখিত ভাষা—ভারতে কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মর্য্যাদা কখনও এক হয় নাই। কথিত ভাষার নিয়মে লিখিত কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে মধ্যে মধ্যে শব্দাদি গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ঐ ভাষাকে কখনই প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে দেয় নাই। মহারাজ অশোক ও অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে কথিত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়

নাই। অধিকন্তু ঐ সকল লিপির ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে। কথিত ভাষাসমূহ দেশজই হউক অথবা সংস্কৃতেরই অনুসরণ করুক, উহাদের এদেশে কখনও সম্যক্ আদর হয় নাই। কথিত ভাষা কখনও সাহিত্যে স্থান পায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি কথিত বা প্রাদেশিক ভাষার এক্ষণে সম্পূর্ণ সমাদর ও অভ্যুন্নতি হইয়াছে। আমি এস্থলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা ভাষার কথা বলিব।

বাঙ্গালাসাহিত্যের উন্নতি—গত ২৫ বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি করেন। তদনন্তর রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রিপ্রমুখ পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সেবক আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেন্সলর সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের প্রযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুবিখ্যাত লেখক রায়সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Reader এবং Ram Tanu Research Fellow নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষিত জগতে প্রকাশ করিতেছেন।

শুনিতেছি আমাদের বর্ত্তমান ভাইস্ চেন্সলর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এম্-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেছেন। সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষার চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করিয়া এতদ্দেশীয় লোক গ্রাম্য চিকিৎসক হইতে পারিবেন। বোম্বাই নগরীতে "মহিলা বিদ্যা পীঠ" নামে যে স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা হইতেছে উহাতে না কি বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম প্রণয়নকারিগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"The Bengali language has made great progress under British Rule and its further development should be regarded as one of the duties of the state universities of the Bengali Presidency (Dacca University Committee Report, chap. VII, P. 31). "বৃটিশ শাসনে বাঙ্গালা ভাষা সমধিক অগ্রসর হইয়াছে, এবং যাহাতে ইহার আরও পরিপুষ্টি হয় তাহার উপায় বিধান করা বঙ্গদেশীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্যতম কর্ত্তব্য।" প্রতিবৎসর বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে যে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হয় উহাতে সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাগ্রহ সমাবেশ দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত

হইতে হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার্ বিজয়চাঁদ বাহাদুর ও কাশিম বাজারের মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ স্ব স্ব রাজধানীতে সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বান করিয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। আজ কাল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি ও অধ্যাপকগণের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবাধিত রাখিয়াছেন বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আর আশানুরূপ নূতন পুস্তক রচিত হইতেছে না। অথচ বাঙ্গালা ভাষায় বহু উপাদেয় গ্রন্থ লিখিত হইতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয়।

মুসলমানসংঘর্ষ:—যে সংস্কৃত ভাষা অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর কাল গৌরব-মণ্ডিত হইয়া ধরাতলে বিচরণ করিয়াছে, যাহার জয় পতাকা এক সময়ে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে উড্ডীন হইয়াছিল, এবং "আত্মোন্নতিঃ পরগ্লানিঃ" এই কূটনীতির বশীভূত বর্ত্তমান যুগেও যে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে গ্রীক্ লাটিন্ ইত্যাদি ভাষার সহিত প্রতি-দ্বন্দিতা করিয়া সপ্রকাশ রহিয়াছে, সেই সুবিশাল ও সতেজঃ সংস্কৃত ভাষাকে সাহিত্যের সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া কেন অধুনা তৎপদে ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষীণবল বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাকে অধিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে—এই প্রশ্ন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বলিব ইহা বিধির বিধান। কি জানি কি দৈবযোগে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানগণের অধিকার ভুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহম্মদ পঞ্জাব অধিকার করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে আজমীর ও দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরীর আধিপত্য ঘোষিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসরে কান্যকুব্জ তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা-সমূহ সংস্কৃতের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন করে। বিজেতৃগণের প্রচারিত আরবিক ও পারস্য ভাষার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া একদিকে সংস্কৃত যেমন আত্মবল প্রকাশ করে অপর দিকে বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সমূহের ও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ঘটে। কবি বলিয়াছেন:—

> জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
> প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ॥
>
> অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৬ অঙ্ক)।

"কাষ্ঠ সঞ্চালিত করিলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, সর্প উত্তেজিত হইলে ফণা উত্তোলন করে। লোক আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই নিজ মহিমা বহুল পরিমাণে প্রকাশ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালাসাহিত্যের উদয়:—আরবিক-পারস্য ভাষার প্রবল সংঘর্ষে সংস্কৃত ভাষা নববলে জাগরিত হইয়া উঠে। এই জাগরণের ফলে বিজয় নগরে সায়ণ-মাধবের ন্যায়

বৈদিক ও মীমাংসক পণ্ডিত এবং মিথিলায় গঙ্গেশ ও পক্ষধরের ন্যায় নৈয়ায়িক এবং বাচস্পতি ও মেধাতিথির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই জাগরণ না হইলে বাঙ্গালা দেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় তার্কিক প্রাদুর্ভূত হইতেন না, রঘুনন্দনের ন্যায় স্মার্ত্ত জন্মিতে পারিতেন না, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারক অসম্ভব হইত এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় সাধক দেখিতে পাইতাম না। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি কথিত ভাষাসমূহও সেইরূপ স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

মুসলমানগণও অনেক স্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহ দিয়াছিলেন। শুনা যায় অনুমান খৃষ্টীয় ১৩০০ অব্দে গৌড়ের বাদসাহ নসির সাহের আদেশে মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয়। হুসেন সাহ, পরাগল খাঁ, ছুটী খাঁ প্রভৃতি মুসলমান শাসকগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক্ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য।

বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থঃ—আজকাল সাহিত্যে যে সকল পুস্তক পরিদৃষ্ট হয় উহার প্রায় সমস্তই মুসলমান অধিকারের পরে লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ মুসলমান যুগের পূর্ব্বের গ্রন্থ তাঁহাদের দেখান উচিত ঐ পুরাণে মুসলমান জাতি ও মুসলমান ধর্ম্মের কথা কি করিয়া আসিল। মুসলমানের কথা যে অংশে উল্লিখিত আছে ঐঅংশ পরবর্ত্তী কালে যোজিত হইয়াছিল—একথাও নিশ্চতভাবে বলিতে পারা যায় না, কারণ শূন্যপুরাণের সকল অংশেরই ভাষা প্রায় একরূপ। মাণিকচন্দ্রের গান খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ঐ গানের মূল বিষয় নিশ্চয়ই ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে বহু পারস্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অনুমান হয় মাণিকচন্দ্রের গান মুসলমান রাজত্বকালে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছিল। সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহোদয় নেপাল হইতে কতকগুলি দোঁহা ও গীতি কবিতামূলক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়া বোধ হয়। উহাদের প্রকৃত বয়ঃক্রম নির্ণয় করা সুকঠিন। ঐ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া তেঙ্গ্যুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তেঙ্গুর গ্রন্থের সঙ্কলয়িতার নাম বুস্তোন, তিনি টাসি-হ্লুন্-পো বিহারের সন্নিহিত শালু নামক স্থানে ১২৮৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তেঙ্গ্যুরের সঙ্কলন কার্য্য আরম্ভ হয়। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থগুলি ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতা অনেক—যথা, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কৃষ্ণপাদ, দীপঙ্কর, শান্তি, দারিক, ভোম্বী, কুক্কুরিপাদ, নাড়পণ্ডিত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেব খৃষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতাব্দীতে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় দোঁহা ইত্যাদি লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের

কোন অধস্তন শিষ্য ঐ সকল লিখিয়া গুরুর নামে প্রচার করিয়া থাকিবেন। শান্তির অপর নাম রত্নাকর শান্তি। নাড় পণ্ডিত তিব্বতে নারোপা নামে খ্যাত। ইহাঁরা উভয়ই মহাপণ্ডিত এবং উভয়ই খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ও ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। দারিক ও ডোম্বী নারোপার শিষ্য। কুক্কুরিপাদ বাঙ্গালাদেশের লোক।—জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি যোগ অভ্যাস করিবার জন্ম একটী রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ রমণী পূর্ব্বজন্মে লুম্বিনী বনে কুক্কুরী ছিল। কথিত আছে কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদ কুক্কুরিপাদের পূর্ব্বের লোক। দীপঙ্কর বঙ্গদেশীয় বিক্রমপুরের লোক। তিনি ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে উপস্থিত হন। উল্লিখিত গ্রন্থরচয়িতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ও ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপাদ প্রভৃতির গ্রন্থেও মুসলমান ধর্ম্মের উল্লেখ আছে যথা—

আলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কহ্নু কহি গই করিব নিবাসে।
জো মন গোঅর সো উআস॥ (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)॥

আলি * প্রভৃতি মুসলমান শব্দের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় কৃষ্ণপাদের কোন শিষ্য মুসলমান রাজত্ব কালে এই সকল অংশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ংই সমগ্র অংশ রচনা করিয়া গুরুর নামে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তেঙ্গুরে ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ দেখিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে উহারা নিশ্চয়ই ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতেই রচিত হউক অথবা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হউক—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্তর অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়।

বৈষ্ণবসাহিত্যঃ— মনসার ভাসানের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পর হইতে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত পুষ্টি, আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গসাহিত্যে ভক্তি রস ও মধুর রস সঞ্চারিত করিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের উপ-সেব্য ও উপভোগ্য করেন এবং অপর দিকে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পৌরাণিক কবি-গণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম সরল ভাষায় লোকসমাজে প্রচারিত করেন। চণ্ডী-দাস খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ

* যদি আলি শব্দের অর্থ স্বরবর্ণ ও কালি শব্দের অর্থ ব্যঞ্জন বর্ণ ধরা যায় তাহা হইলে অর্থগত কোন সৌন্দর্য্য থাকে না।

প্রকাশিত হইতেছে *। তাঁহার চিত্তবিমোহিনী পদাবলী চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যকে যেভাবে অভিভূত করিয়াছিল, আজিও অবিকল সেই ভাবে পাঠকবর্গকে বিহ্বল করিতেছে। উদাহরণস্বরূপে তাঁহার একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলেম, মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডিদাস শ্যামের পিরীতি, মরমে রহল শেল॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রায় সমসাময়িক। তিনি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহার কৃত পদাবলী বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। ভাবের গভীরতায় ও উপমার চাতুর্য্যে তিনি অতুলনীয়, তাঁহার অসাধারণ উপমাকৌশলের উদাহরণস্বরূপে নিম্নে এক পদ উদ্ধৃত করিলাম। বসন্ত ঋতুকে রাজবেশে সাজাইয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন :—

আওল ঋতুপতি রাজবসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উয়ড় কুসুম পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লিতরু ধবল নিশান।
পাটল তূণ অশোক দল বাণ॥

---

* শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনগ্রন্থ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন মল্লিক মহাশয় প্রকাশ করিতেছেন।

কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যে ভক্তি ও মধুর রসের ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ও গোবিন্দদাস প্রভৃতির লেখনীতে উহা সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। তদনন্তর বলরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ভাবের বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গের ঘরে ঘরে বিস্তারিত করেন।

পৌরাণিক সাহিত্য—পৌরাণিক কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও কবিকঙ্কণ যে মহোচ্চ সিংহাসনে আসীন তাহার কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কবিকঙ্কণ খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার চণ্ডী কাব্যে ভগবতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রীমন্ত সওদাগরও একখানি মর্ম্মস্পর্শী কাব্য। কৃত্তিবাস খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ও কাশীদাস খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করেন নাই এমন কোন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। এই দুই গ্রন্থ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কতদূর বিশুদ্ধ ও অভ্যুদয় সংসাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত। এই দুই গ্রন্থের ভাষা যেমন সরল তেমনই ভাবব্যঞ্জক।

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ভক্ত রামপ্রসাদ সেন ও নিধুবাবুর সাধন সঙ্গীতে বঙ্গ ভাষার যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রাচীন সাহিত্য গগনের শেষ জ্যোতিষ্ক। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ, তাঁহার ভাষা সুমার্জ্জিত, শব্দবিন্যাস মনোরম এবং বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। নানা রস, নানা ছন্দঃ ও নানা অলঙ্কারের একত্র সমাবেশ করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে যথার্থই সুসজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। চণ্ডীদাসের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত যে সকল পৌরাণিক ও বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, উহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর।

নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য।

ইংরেজী ভাষার প্রভাব—ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে উহার নাম নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর বঙ্গদেশ ইংরেজ জাতির অধীন হয়। ইংরেজ জাতি সুসভ্য, তাঁহাদের ভাষা বিশ্বব্যাপিনী এবং তাঁহাদের সাহিত্য অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার। শিক্ষার উপযোগী এমন কিছু নাই যাহা ইংরেজী ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গদ্য কাব্য, পদ্য কাব্য, নাটক, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণমাত্রায় ও সুশৃঙ্খলভাবে ইংরেজী ভাষায় বিদ্যমান আছে। প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর ও যাহা কিছু হিতকর সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকলের বৃত্তান্ত একত্র সংগৃহীত হইয়া ইংরেজী ভাষায় সুরক্ষিত আছে। ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আসিয়া বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার কি কি অভাব আছে—উহা আমরা বুঝিতে পারিয়া উহার পূরণে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যাকরণ ছিল না। পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে এই ব্যাকরণ পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগরে প্রকাশিত হয়। তদনন্তর হাল্‌হেড সাহেব বাঙ্গালা ভাষার একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। উহা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী সহরে মুদ্রিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন তাহা অপেক্ষাকৃত বিপুল ও বিশুদ্ধ। হটন্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। তদনন্তর কীট সাহেব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংগ্রহ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ও ভগবান্ চন্দ্রের ব্যাকরণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েট্‌ সাহেব যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার একখানি বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করেন। যেমন ব্যাকরণে সেইরূপ ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইংরেজগণ আমাদের পথ প্রদর্শক।

এদেশে পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী সহরে মিঃ এণ্ড্রুস্ সাহেব সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টিয়ান্ পাদরীগণের প্রযত্নে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়; মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবার পর বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের প্রচার হয়।

ফোর্ট উলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগণ—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা নগরীতে যে ফোর্ট উলিয়াম্ কলেজ স্থাপিত করেন, উহার অধ্যাপকগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম নেতা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাম রাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামজয় বিদ্যালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক অনেক সারগর্ভ গ্রন্থ বিরচন করেন। এই সকল গ্রন্থের রচনা ওজস্বিতাপূর্ণ সংস্কৃতবহুল ও দীর্ঘ সমাসবিশিষ্ট।

নব্যযুগের উদয়—এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অনেক দার্শনিক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক মৌলিক প্রবন্ধ বিরচন করেন। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতমূলক হইলেও উহা বহুদিন সাধারণ লেখকগণের অনুকরণীয় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুচিত সেবা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত তারাশঙ্করের কাদম্বরী সংস্কৃত রীতিতে লিখিত বলিয়া, এখন তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হয় না কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থ সংস্কৃত বহুল হইলেও ভাবের স্পষ্টতায় ও রচনার গাম্ভীর্য্যে চিরকাল পূজিত থাকিবে। প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখক সংস্কৃতের প্রভাব একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন ও দাশরথি রায় প্রভৃতি লেখকগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সুসজ্জিত করিয়াছেন বটে কিন্তু নব্যযুগের প্রকৃত অবতারণা মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাইকেল নব্যযুগের বাল্মীকি এবং বঙ্কিমচন্দ্র নব্যযুগের সাহিত্য সম্রাট্! হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের পথে অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশানুরাগ, ঐতিহাসিক কল্পনা ও ধর্ম্মভাবের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছেন।

নব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকগণ।

নাটক, ইতিহাস, দর্শন, ও কাব্য—বিদ্রূপাত্মক কাব্যে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্য সাহিত্যের স্রষ্টা হইলেও নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র ঐ সাহিত্যের সংস্কারক ও পরিচালক। যাঁহারা নাট্য সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষ উপেন্দ্রনাথ দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও অমরেন্দ্র নাথ দত্তের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামদাস সেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ সরকার, নিখিলনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র দাস, রমাপ্রসাদ চন্দ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কুমার প্রভৃতির নাম সকলেই অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের গৌড় লেখমালা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন মুদ্রা ও চারুচন্দ্র বসুর অশোক অনুশাসন বাঙ্গালা ইতিহাসের নূতন শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যশোহর-খুলনার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, নদীয়াকাহিনী

প্রণেতা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক, এবং ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দার্শনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও বনমালী বেদান্ততীর্থের নাম সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী ভাষাপরিচ্ছেদের ও রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ ব্যাপ্তিপঞ্চকের সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে গহন তর্ক-শাস্ত্রের যথার্থ অবতারণা করিয়াছেন। পত্ত ও গদ্য সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বনাম ধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, প্রমথনাথ চৌধুরী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী, স্বর্ণলতার করুণকবি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার বড়াল; বরদাচরণ মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রজনীকান্ত সেন, নবীন চন্দ্র দাস, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শশাঙ্কমোহন সেন, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তফী, জলধর সেন, বিহারীলাল সরকার, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, প্রমথনাথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, ললিতচন্দ্র মিত্র, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, নবকৃষ্ণ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রসিক লাল রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহাতব বাহাদুর ও নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতির নাম সর্ব্বজনবিদিত। প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের সুমার্জ্জিত পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে সমাজের কল্যাণচিন্তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিশুদ্ধ লেখনী হইতে সম্প্রতি পৃথ্বীরাজ নামক যে ঐতিহাসিক কাব্য প্রসূত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইবে। "আরাম" ও "আমোদ" প্রভৃতি প্রণেতা সুকবি রসময় লাহার কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া পাঠকবর্গ হাস্যরসের মধুর আস্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সনের বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা বর্ত্তমানকালে কেন সুদূর ভবিষ্যতেও এ দেশের মহোপকার সাধন করিবে। রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত সেক্সপীয়রের নাটকসমূহের মর্ম্মার্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ভাবের তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া নব্য ভারতে সতেজঃ, প্রাঞ্জল ও অকপট ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং উহার শব্দরাশির ক্রম পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে যাঁহারা এতাবৎকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের মধ্যে শ্রীযক্ত বসন্তরঞ্জন মল্লিক, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম সর্ব্বথা আলোচ্য।

আরও কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নাম নিম্নে সংযোজিত করিলাম :— নানা উপাদেয় গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামায়ণের অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আর্য্যদর্শন সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, নীলমণি বসাক, জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস, নাটক রচয়িতা মনমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গরসের লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস রচয়িতা ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গুপ্তকথা প্রণেতা ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ঈশানচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, লালমোহন বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ব্রজমোহন রায়, ধনকৃষ্ণ রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য, মতিলাল বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টনি সাহেব, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, নীলু পাটনি, গীত রচয়িতা রঘুনাথ সাধক, রামদত্ত, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য, সাতকড়ি দত্ত ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনে— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইতিহাসে—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বথা সমুল্লেখ যোগ্য।

বিজ্ঞান ঃ—বঙ্গভাষা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে তত সম্পন্ন নহে—একথা এখন আর বলা চলে না। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির সাধনার ফলে বঙ্গভাষার সে কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে। মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর, সুক্ষ্মদৃষ্টি অপূর্ব্বকৃষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু জগদানন্দ রায়, সুপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র, অক্লান্তকর্ম্মা পঞ্চানন নিয়োগী এবং আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সুযোগ্য সভাপতি চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতি ও স্ব স্ব প্রতিভার আলোকে বঙ্গভাষার তিমিরপূর্ণ বিজ্ঞান কক্ষ আলোকিত করিয়াছেন।

মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায়ের বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা—আজকাল হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই

সেবার জন্য উৎসুক। যিনি যতটুকু পারেন সেবা করিতেছেনও বটে। সেবার উপকরণ হয়ত একটু আধটু পৃথক্ কিন্তু সেবার আন্তরিক ইচ্ছা সকলেরই বলবতী। মুসলমান সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে বিষাদসিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা মীর মশাররফ হোসেন, হজরত মহম্মদের জীবনী প্রণেতা শেখ আবদুর রহিম, সাহনামা—ফেরদৌসী চরিত—তাপস কাহিনী প্রভৃতির গ্রন্থকার মুন্সী মোজাম্মল হক্, মহা শ্মশান প্রণেতা কায়কোবাদ জোলে খাঁ প্রণেতা আবদুল লতিফ, খ্রীসতুরস্ক যুদ্ধ ও কৃষক বন্ধু প্রণেতা মুন্সী মহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ, কারবেলা প্রণেতা আব্দুল বারি, কোরাণ সরিফের বঙ্গানুবাদ প্রণেতা মৌলবী নাইমুদ্দীন, আরবজাতির ইতিবৃত্ত প্রণেতা রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ, লাইলী মজনু প্রণেতা ফজলল হক্ ও এবং সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও দুগ্ধ সরোবর প্রণেতা মির্জ্জা ইউসফ আলি প্রভৃতির নামোল্লেখ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক চট্টলবাসী মুন্সী আব্দুল করিমও নিয়ত বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পরমোৎসুক। মাননীয় নবাব নবাবালী চৌধুরী সাহেব প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টায় বঙ্গভাষার যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে—ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

খ্রীষ্টধর্ম্মের নূতন ও পুরাতন নিয়ম, মথি ও লুক্ লিখিত সুসমাচার, যোহনের উপদেশ, দায়ূদের গীত প্রভৃতি আখ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ অনেক সরল পুস্তিকা প্রণয়নদ্বারা পরোক্ষভাবে বঙ্গভাষায় বহুভাব ও শব্দ সম্পদের বৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, সাহিত্য-সভা প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গের শিক্ষিতগণেই পর্য্যবসিত। যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ বাঙ্গালার সেই জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় পুস্তিকারাশির ভূয়ঃ প্রচারের ফলে বঙ্গভাষার আলোচনার পথ যে ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছে—ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উপাদেয় পুস্তক যেমন হিন্দু লেখকগণের চেষ্টায় বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত ও অনূদিত হইয়েছে, তেমনই মহাস্থবির গুণালঙ্কার কবিধ্বজ, শ্রমণ পূর্ণানন্দ, ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, বেণীমাধব বড়ুয়া, গজেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রভৃতি বৌদ্ধগণ ও অনেক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

জৈন সম্প্রদায় ও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় যত্নশীল হইয়াছেন। শ্বেতাম্বর সমাজের মুনি বিজয়ধর্ম্ম সুরি ও দিগম্বর সমাজের কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি মহাত্মা বহুবিধ জৈনগ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়া জৈন সম্প্রদায়ের সুচিন্তা প্রসূত ভাবসম্পদের দ্বারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মহিলাগণের বঙ্গসাহিত্য সেবা— বঙ্গবাণীর সেবায় যে সকল মহিলা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী সরলাদেবী, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী, গিরীন্দ্র মোহিনী, প্রতিভা, ইন্দিরা, কুমুদিনী, বিমলা দাস গুপ্তা, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী অনুপমাদেবী প্রভৃতি হিন্দু লেখিকার নাম নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য। মুসলমান রমণীবৃন্দের মধ্যে "মতিচুর" নামক

উপাদেয় গ্রন্থের রচয়িত্রী মিসেস্ আর এস্ হোসেন্, "উদাসীনের" লেখিকা শাজিজননেসা, "রূপ-জালালের" প্রণেত্রী নবাব ফয়জন্নেসা এবং সতীর পতিভক্তি"র লেখিকা ফখরুন্নেসা প্রভৃতির নাম সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় সাহিত্য।

আজ সমগ্রদেশ বাঙ্গালা সাহিত্যের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে মুখরিত। স্ত্রীপুরুষ সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়া বঙ্গবাণীর সেবায় নিরত। শুধু বঙ্গদেশ বলি কেন বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পঞ্জাব, কাশ্মীর উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি সকল প্রদেশেই তত্তৎ প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বহুশত বৎসর এরূপ দৃশ্য ভারতে দেখা যায় নাই। এতদিন বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতি ছিল কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি সাহিত্য ছিল না। আজ এই নবযুগে ভারতের সকল জাতিই মাতৃভাষায় সাহিত্য গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পূর্ব্বতন পুরুষগণের যাহা কিছু ত্রুটি ছিল তাহা সাবধানে বর্জন করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া নব্য সাহিত্য গঠিত হইতেছে।

সংস্কৃত এক্ষণে জাতীয় সাহিত্য হইতে পারে না—যে ভাবে অধুনা দেশের কল্যাণকামিগণ জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় সেই সাহিত্যের নির্ম্মাণ এবং প্রচার অসম্ভব। সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানলিপ্সুগণের জ্ঞান-পিপাসা দূর করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানকালে দেশের আপামর সাধারণের আকাঙ্ক্ষা তাহাদ্বারা পূরণ হইতে পারে না। কোন কোন দেশ-হিতৈষীর মতে ভারতে এমন কোন ভাষার প্রচলন অভিপ্রেত, হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ যাহার অধীন থাকিবে, হউক না, কেন ইংরেজী, অথবা হউক না কেন রোমান অক্ষরের দ্বারা প্রকাশিত অন্য কোন ভাষা, ইহাতেই সকলে স্ব স্ব চিন্তার ও ভাবের আদান-প্রদান করিবে। কেহ বা বলেন যে সমস্ত ভারতে দেবনাগর অক্ষরে হিন্দীভাষার প্রচলন বিধেয়—ইত্যাদি নানামত দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই অসম্ভব। ইহা বলিতে এবং শুনিতে অতি সুন্দর কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কষ্টকর এমন কি অসাধ্য।

প্রাদেশিক সাহিত্যে ক্ষতি কি? আমরা দেখিয়াছি প্রাদেশিক ভাষাগুলি স্ব স্ব প্রদেশে জাতীয় সাহিত্যের ভাষা হইবার উপক্রম করিতেছে এবং তাহাদের এইরূপ হওয়া সঙ্গতও বটে। বঙ্গের যেমন বাঙ্গালা, তেমনি উৎকলের উড়িয়া, মহারাষ্ট্রের মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি স্ব স্ব দেশ প্রচলিত ভাষাতেই তাহাদের নিজের নিজের জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মিত হওয়া উচিত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, দেশীয় ভাষা এইরূপ বিভক্ত হইলে ভবিষ্যতে ভারতে এক মহা-জাতীয়তা গঠনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। আমাদের দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরের লোকেই যাহাতে এক ভাষার আলোচনা করিতে পারে, দেশের জন-

সাধারণ যাহাতে সমভাবে মানুষ হয়, সমান শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, উচ্চচিন্তার সমান অধিকারী হয়, তাহা যতদিন আমরা না করিতে পারিব ততদিন আমাদের জাতীয়তা কোথায়? জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক। সেই সাহিত্য এমন ভাবে গঠিত হওয়া চাই যাহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশদ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত থাকে। তাহা করিতে হইলে প্রাদেশিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আবশ্যক, এবং তাহাতেই জাতীয় সাহিত্য গঠন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে লাভ এই যে, এইভাবে স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে যদি জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠে, তবে তখন সকল খণ্ড খণ্ড প্রদেশের শিক্ষিতগণের সমবায়ে ক্রমে এক মহাশক্তি-সম্পন্ন সাহিত্যিকের সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। তখন ভাষা প্রভৃতি গৌণ বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিয়া উচ্চচিন্তা, উচ্চকল্পনা প্রভৃতি মুখ্য বিষয়ে ভারতের সকল প্রদেশের সকল অধিবাসীই এক ভাবে অনুরক্ত হইবে, সকলের মনোভাব একপ্রকার হইয়া দাঁড়াইবে সুতরাং দেশভেদে ভাষাভেদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া ব্যক্তিগণের মতভেদের সম্ভাবনা অতি অল্প হইবে। ভাষার প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয়তা কি? মানুষকে শিক্ষিত করা, উচ্চচিন্তার সামর্থ্যে সম্পন্ন করা। যে দেশের যে ভাষাই হউক না কেন, যদি সেই ভাষা যথার্থ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাতে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের শিক্ষার বা জ্ঞানের ফলের কোন বিশেষ তারতম্য ঘটে না। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইংরেজী ভাষা আর কোথাই বা আমাদের সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু ঐ ইংরেজী ভাষার মহাকবি সেক্সপীয়র আর সংস্কৃত ভাষার মহাকবি কালিদাস, ইহাদের মধ্যে কি কল্পনা বিষয়ে বা প্রকৃতির নিসর্গরমণীয় আকৃতির অঙ্কন বিষয়ে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বৈষম্যের নিদর্শন পাই? ভাবের যখন স্ফূর্ত্তি হয়, তখন বাহ্য আবরণরূপিণী ভাষার সামর্থ্য কি যে সেই ভাবকে চাপিয়া রাখে! সুতরাং প্রাদেশিক ভাষা সমূহের ভেদবশতঃ জাতীয় সাহিত্যগঠনের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সাহিত্যের আদর্শ।

প্রাদেশিক সাহিত্যের আদর্শ সংস্কৃত—এখন আর একটী প্রশ্ন এই যে, এই প্রাদেশিক ভাষাসমূহের আদর্শ কি হইবে? কি হইলে প্রকৃতপক্ষে ভাষায় শক্তিসঞ্চার হইবে, ভাষা মনোহারিণী ও দেশের হিতকারিণী হইবে? একথা সত্য যে ইউরোপীয় ভাষার আদর্শে ভারতের কোন প্রাদেশিক ভাষা গঠিত হইতে পারে না এবং সে পক্ষে প্রয়াস করাও বাতুলতার কার্য্য। তবে কাহাকে আমরা আমাদের জাতীয় ভাষার আদর্শ করিব? কোন্ কেন্দ্রে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আমরা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিব? আমি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে বলিতে পারি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদয় ভাষা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত আছে বা ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে সে সমুদয়েই আদর্শ সংস্কৃত ভাষা হওয়া উচিত। কি বৌদ্ধগণ, কি জৈনগণ কি অন্যধর্মাবলম্বিগণ, যাঁহারা যখন যে ভাষায় সাহিত্য গঠন করিয়াছেন, সেই ভাষার

সহিত সংস্কৃতের একটা অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাখিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষারও আদর্শ ঐরূপ সংস্কৃত ভাষাকেই রাখিতে হইবে। আদর্শ স্থির থাকিলে সকল কার্য্যেই একটা শৃঙ্খলা জন্মে, কার্য্যটা সহজসাধ্য হয়। সংস্কৃত ভাষা অবশ্য কোন দিনই ভারতের কথিত ভাষা ছিল না। যাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত বা ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্রতী, তাঁহারাই সংস্কৃতের অধিকতর বশবর্ত্তী হইতেন। অন্যথা কোন দিনই এই বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষা কথোপকথনের ভাষা বলিয়া সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। কথোপকথনের ভাষা না হইলেও, আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, সংস্কৃতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গভাষা এতদিনের সাধনায় বর্ত্তমান কালে যে আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন তাহাকে অন্যদিকে নূতন করিয়া পরিচালিত করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত, অনেকশব্দ কেবল সুবাদি বিভক্তি বর্জ্জিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপস্থলে সেই সংস্কৃতানুগামিনী ভাষাকে অন্যমুখী করিবার চেষ্টা করা বৃথা শ্রম। সংস্কৃত আদর্শ স্থির রাখিয়া, যতটা সম্ভব, বঙ্গভাষাকে সুগঠিত করিতে হইবে। এইভাবে কার্য্য করিতে পারিলে ভাষার কল্যাণ হইবে, ভাষা উত্তরোত্তর শক্তিশালিনী হইবে।

বিদেশীয় সাহিত্য হইতে রত্ন আহরণ—সংস্কৃতকে বাঙ্গালার আদর্শ করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে পারসীক, উর্দ্দু, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা আমাদের উপেক্ষণীয়। বস্তুতঃ ঐ সকল ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দরাজি ও রচনারীতি-যথাসম্ভব সংস্কৃতের আদর্শে সংশোধিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করিতে হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করিতে হইলে বাঙ্গালাভাষা-ভাষী কোন সম্প্রদায়েরই ভাব বা শব্দ আমাদের অনাদরের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা। বস্তুতঃ ইংরেজী, পারসীক, চীন, তিব্বত প্রভৃতি ভাষা হইতে রত্ন আহরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে সন্নিবেশিত করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি আমরা বিদেশীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য ও ভাবরাশি ক্রমে আমাদের নিজ ভাষার দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া স্বদেশবাসীর সমক্ষে ধরিতে পারি, তবেই ধীরে ধীরে আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং বিদেশীয়দিগের সহিত সমকক্ষতা করিবার যোগ্যতা জন্মিবে। আমাদের প্রাচীন ও অমূল্য সংস্কৃত শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল মহার্ঘ রত্ন সঞ্চিত আছে তাহার আলোকে যেমন আমাদের মাতৃভাষাকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে, আমাদের দেশীয় সম্পত্তির পরিমাণ যে কত, আমরা যে কি অপার্থিব ধনে ধনী, তাহা যেমন আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের হৃদয়ে একটা আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তদ্রূপ সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় সাহিত্যের পবিত্র এবং উজ্জ্বল চিত্র গুলিও আমাদের মাতৃভাষার আলোক দ্বারা দেশবাসীর নয়নগোচর করিতে হইবে। অন্যথা জগতের অপরাপর জাতির সাহিত্যের সহিত আমরা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কদাচ টিকিতে পারিব না, জয়ী হওয়া ত দূরের কথা! যদি বঙ্গের নিপুণ লেখকগণ এইভাবে বিদেশীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অংশসমূহের অক্লান্তভাবে অনুবাদ করিতে পারেন, তাহা হইলে কালে সেই সকল অনূদিত গ্রন্থরাজি হইতে ভাবচয়ন করিয়া আমাদের স্বদেশীয়গণ বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও স্ব স্ব মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন।

প্রাদেশিক সাহিত্যের রচনারীতি সমুন্নত হওয়া উচিত— বঙ্গভাষা এখন ক্ষিপ্রগতিতে অভ্যুদয়ের অমৃত সাগরের দিকে ছুটিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের সমুজ্জ্বল পটে ঐ দেখুন বঙ্গবাণীর মধুর মূর্ত্তিপ ছায়া পড়িয়াছে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার সার রবীন্দ্রনাথের বংশীধ্বনি সুদূর সমুদ্রপারবর্ত্তী গুণগ্রাহিগণের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছে, চারিদিকে বাঙ্গালীজাতির একটা গর্ব্বের কারণ ধীরে ধীরে প্রকাশমান হইতেছে। এই সময়ে স্বেচ্ছাচারিতার বশে আমরা জাতীয় সাহিত্যকে অধঃপতিত করিব না। যদি বুঝিয়া চলিতে পারি, অন্ধ না হই, তবে উত্তরোত্তর সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পারিব; এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভাস্বর দীপ্তিতে বিশ্ব প্রদীপ্ত করিতে পারিব। আমাদের উচিত এখন এই সাহিত্যকে, সাহিত্যের এই নবজীবনকে, ক্রমে উজ্জ্বল করিয়া তোলা, স্থায়ী করিয়া তোলা। এমনভাবে ভাষা গঠন করিব না যাহাতে সেই ভাষার আলোচনাকারিগণের মনে কোনরূপ তারল্য উপস্থিত হয়; এমন শব্দপ্রয়োগ করিব না যাহাতে কোন স্থায়ী সংস্কার উৎপন্ন না হয়। তরল বা আপাতরম্য ক্ষণভঙ্গুর শব্দের বিন্যাসে সম্প্রদায়বিশেষের সাময়িক তৃপ্তি হইলেও উহাতে সাহিত্যের স্থায়িত্ব সংসাধিত হয় না। সুতরাং হে বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ, আমার বিনীত প্রার্থনা, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা লঘু, যাহার সংস্কার ইন্দ্রধনুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাদৃশ কথা, তাদৃশ ভাব বা তাদৃশী মূর্ত্তি, আপনারা আপনাদের জননী বঙ্গভাষার নামের দোহাই দিয়া সাধারণ্যে প্রচার-পূর্ব্বক বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন না।

আমি সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিস্তারের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মিলনে উহার কোন উপযোগিতা নাই। অধুনা আমরা সকলে সমবেত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছি। এই সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উহার ঊর্দ্ধতম সংস্কৃত সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্য নির্ম্মাণকারিগণের আশা ছিল যে সেই সাহিত্য সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহার ভাষা চিরকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। তাঁহাদের সেই আশা যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহা আমি পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি এবিষয়ে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পালি প্রাকৃত প্রভৃতি সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ও কি সেই দশা ঘটিবে? আমার মতে

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দশা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি সংস্কৃত; এবং ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্যের সহযোগিতায় উহা এত বলশালী হইয়াছে যে, এখন সংস্কৃতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও ইহা জীবিত থাকিবে।

এই বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিণাম কি হইবে এবং ইহাকে এইক্ষণে কিভাবে পরিচালিত করা আবশ্যক, তাহা সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

মহাকবি মাইকেলের জন্মভূমি যশোহর সাহিত্যসেবিগণের পরমতীর্থস্বরূপ। সেই মহাতীর্থে আপনারা আজ যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সাহিত্যের সাত্বিক রাজসূয় আরব্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমার ন্যায় একজন নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া আমার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনারা যে আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করেন তাহারাও পরিচয় দিয়াছেন। আপনারা সুহৃদ্ বিবেচনা করিয়াই আমাকে আহ্বান করিয়াছেন এবং আশা করি সুহৃদ্ বিবেচনা করিয়াই আমার ত্রুটি মার্জ্জনাপূর্ব্বক

"প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে।
পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ॥

এই মহাকবিবাক্যের সার্থকতা সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শনশাখাসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের—

অভিভাষণ।

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ !

নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দর্শনশাখার সভাপতির পদে আপনারা আমাকে বরণ করিয়াছেন, এই কারণে, আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদের গৌরব রক্ষা করিতে হইলে যে সকল গুণ ও যেরূপ পাণ্ডিত্য থাকা একান্ত আবশ্যক, আমাতে তাহার কিছুই নাই ইহা বুঝিয়াও, এই গৌরবের উচ্চাসনে উপবেশন করিতে আমি অত্যন্ত লজ্জাও অনুভব করিতেছি।

রত্নপ্রসবিনী জননী বঙ্গভূমির শান্ত শ্যামল শীতল অঙ্কে লালিত ও পালিত—একদিকে মনস্বিপ্রবর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রসন্নকুমার রায়প্রমুখ পাশ্চাত্যদার্শনিকশ্রেষ্ঠগণ, অপর দিকে, পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ও কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশপ্রমুখ প্রাচ্য বা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান-গরিমোজ্জ্বল আচার্য্যগণ বর্ত্তমান থাকিতেও, আমার ন্যায় একজন নিতান্ত অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে আপনারা সম্মেলনের দর্শনশাখার সভাপতি-পদে কেন যে বরণ করিয়াছেন, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনাদের আহ্বান বা আপনাদের আদেশ প্রতিপালন না করিলে যে প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা, কেবল তাহারই পরিহারার্থে আমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়াও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। বিনীত নিবেদন এই যে, এই কার্য্যে পদে পদে আমার যে সকল ত্রুটি ঘটিবে, আপনারা দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের দার্শনিকসাহিত্য যে ভাবে ও যে দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, এখন আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যের উপর দিয়া একটা পরিবর্ত্তনের ঝটিকা বহিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, উত্তাপই ঝটিকার কারণ, আর সঙ্ঘর্ষণই সেই উত্তাপের কারণ। বিশ্ব-মানবের ভাবের আদান-প্রদানের মহাতীর্থ আমাদের এই ভারতবর্ষে এইরূপ ঝটিকা কত উঠিয়াছে এবং সেই ঝটিকার অন্তে ভারতীয় ভাবের প্রাধান্য-স্থাপনের প্রভাবে, নবভাবে পরিবর্ত্তিত প্রাচীন ভাবের মহিমা দিগ্‌দিগন্তে কতবার সমুদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচ্যদর্শনের লীলা-ক্ষেত্র পুণ্যভারতে আজ প্রতীচ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহের প্রচার ও বিস্তারে যে সঙ্ঘর্ষণ ঘটিতেছে এবং

তাহারই পরিণাম-স্বরূপ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কে উত্তাপ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তজ্জনিত এই ঝটিকার পরিণতি ও গতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা যদি আমাদের ভাষার দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি বা সমুন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা অনেক স্থলেই অকৃতকার্য্য অথবা বিকৃতকার্য্য হইব, এ কথা বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের প্রত্যেক দার্শনিকেরই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকা একান্ত উচিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের সন্ধিস্থলে অদ্য আমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রতীচীর উত্তেজনাময়ী ও উন্মাদনাময়ী দার্শনিক কল্পনার সহিত ভারতের গাম্ভীর্য্য-গরিমোজ্জ্বল শান্তিপ্রবণ দার্শনিকমতির সম্মেলনের দিন এই সম্মেলনের পরিণতি কিরূপ হইতে পারে, তাহা অগ্রে আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ভারতীয় দর্শনের সহিত প্রতীচ্য দর্শনের লক্ষ্য ও নিদান সম্বন্ধে পার্থক্য এত অধিক যে, তাহা দেখিলে আশঙ্কা হয় যে, এই দুইটী ভাবরাজ্যের মধ্যে পরস্পরের মিলন বুঝি সম্ভবপর নহে, এবং এই মিলন যদি কোন দিন সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে হয়ত একের অস্তিত্ব অপরের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। দুইটীর বিশেষত্ব সমানভাবে বজায় রাখিয়া কোন এক বিশ্বজনীন বিরাট্ দর্শনান্তরের সৃষ্টি কোন দিন যে হইতে পারে, এরূপ আশা এখনও সুদূরপরাহত।

কেন যে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা বলি—আমি বলিতে চাহি যে, যেখানে দুইটী ভাবরাজ্যের প্রয়োজন এবং উৎপত্তির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে ঐ দুইটী ভাবরাজ্যের গতি ও প্রসার বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে মিলন বা সমন্বয় সম্ভবপর, এবং সেই মিলনের ফলে, একটি নূতন বিরাট্প্রকৃতি ভাবান্তরের সাম্রাজ্য বিশ্ব-মানবের হিতার্থ সংস্থাপিত হইতেও পারে। প্রাচ্য বা ভারতীয় দার্শনিক ভাব-রাজ্যের সহিত প্রতীচ্য বা ইউরোপীয় দার্শনিক ভাবরাজ্যের লক্ষ্য এবং উৎপত্তি বিষয়ে আত্যন্তিক বৈষম্য থাকা নিবন্ধন এই দুইটি দার্শনিক ভাবরাজ্যের মধ্যে এই জাতীয় মিলন আপাততঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমে এই উভয়-জাতীয় দার্শনিকতার উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করা যাউক্। প্রতীচ্যদর্শনের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রতীচ্য দার্শনিক বলিয়াছেন—

"Philosophy commenced with the first act of reflection no the objects of sense or self-consciousness, for the purpose of explaining them. And with that first act of reflection, the method of philsophy began, in its application of an analysis, and in its application of a synthesis, to its object. The first philosophers naturally endeavoured to explain the enigma of external nature. The magnificent spectacle of material universe, and the marvellous demonostrations of power and wisdom

which it everywhere exhibited, were the objects which called forth the earliest efforts of speculation. Philosophy was thus, at its commencement, physical not psychological; it was not the problem of the soul, but the problem of the world, which it first attempted to solve.

Hamilton's Lectures on Metaphysics. Page 104.

এই প্রকার উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতীচ্যদর্শনের আদিম অবস্থায়—এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বাহ্যজগতের বিস্ময়াবহ স্বরূপ-দর্শনে চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে ইহার কারণ, স্থিতি ও গতির স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য যে তীব্র আকাঙ্খা উদিত হয়, তাহাই ইউরোপীয় দর্শনকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই দর্শনের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয় জড় জগৎ. আত্মা ইহার অবান্তর আলোচ্য মাত্র। এই আত্মদর্শন পরে ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলেও বাহ্যজগতের তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্যই ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র যে মুখ্যভাবে ব্যাপৃত, তাহা এই উক্তির সাহায্যে আমরা বিশদ ভাবে বুঝিয়া থাকি।

এক্ষণে দেখা যাউক্ এই পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মনুষ্যজাতির কোন্ অসাধারণ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে—

বিখ্যাত প্রতীচ্যদার্শনিকপ্রবর মহামতি Aristotle (আরিষ্টটল) বলেন—

"The intellect, is perfected, not by knowledge but by activity"

আর এক স্থানে দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে কি ফললাভ হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়া তিনিই বলিয়াছেন—

"The arts and sciences are powers, but every power exists only for the sake of action; the end of philosophy, therefore, is not knowledge, but the energy conversant about knowledge."

একুইনস্ (Aquinus) বলেন—

"The intellect commences in operation, and in operation it ends."

Scotus (স্কোটাস্) বলিতেছেন—

"That a man's knowledge is measured by the amount of his mental activity."

Malebranche (মেলব্রাঞ্চ) বলেন—If I held truth captive in my hand, I should open my hand, and let it fly, in order that I might again pursue and capture it."

Lessing (লেসিঙ্) বলিয়াছেন—

"Did the Almightly, holding in his right hand truth, and in his left

search after truth, deign to tender me the one I might prefer,—in all humility but without hesitation, I should request search after truth."

Von Muller (ভন্ মুলর) বলিয়াছেন—

Truth is the property of God, the pursuit of truth is what belongs to man."

প্রয়োজন হইলে দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য বিষয়ে প্রতীচ্যদার্শনিকপ্রবরগণের এইরূপ বহু উক্তিই এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু, যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা দ্বারাই প্রকৃতপ্রসঙ্গে যথেষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় ঐরূপ উক্তি আর উদ্ধৃত হইল না। এই সকল উক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইউরোপীয় দর্শনের অনুশীলন দ্বারা মানবের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের বিশুদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয়, তাহাদ্বারা সত্য কি তাহা বুঝিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় ও পরিপূর্ণভাবে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়।

মানবের জীবনের সাফল্য কিসে হয়? তাহা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামতি হামিল্টন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইউরোপীয় দার্শনিক আলোচনার চরম লক্ষ্য কি, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—

তিনি বলিয়াছেন—

There are for man but two—perfection and happiness. By perfection is meant the full and harmonious development of all our faculties corporeal, and mental intellectual and moral; by happiness, the complement of all the pleasures of which we are susceptible.

এই পরিপূর্ণতা ও সুখই মানবের চরম লক্ষ্য। যে পরিমাণে দার্শনিক আলোচনা এই পরিপূর্ণতা ও সুখের সম্প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে, সেই পরিমাণেই দর্শনশাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। ইহাই হইল প্রতীচ্য দার্শনিকপণ্ডিতগণের দর্শনের লক্ষ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

এখন একবার আমাদের ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করা যাউক্।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ইউরোপীয় দর্শনের উৎপত্তি গতি ও প্রসারকে বুঝিবার জন্য প্রতীচীর ইতিহাস আমাদিগকে যেরূপ সাহায্য প্রদান করে, ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি গতি ও প্রসার বিষয়ে অর্থাৎ ইহার ক্রমিক কালানুযায়ী বিকাশ সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদিগকে সেরূপ সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। কবে কিভাবে কিরূপ সামাজিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া কোন্ প্রদেশে কোন্ মনস্বী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতে দার্শনিকচিন্তার স্রোতঃ উদ্ভাবন করেন, এখনও যথাযথভাবে তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমাদের করায়ত্ত হয় নাই, কখনও যে হইবে, সে আশাও অদ্যাবধি সুদূরপরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! প্রত্যুত ভারতীয় মতানুসারে যাঁহারা এখনও পরিচালিত, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয়

দর্শনশাস্ত্র কোন মানবের চিন্তাপ্রসূত নহে; সৃষ্টি-প্রবাহ যেরূপ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় দর্শন-প্রবাহও অনাদিসিদ্ধ, সুতরাং ইহার প্রথম উৎপত্তি কবে হইল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহা মানবের অনুমান বা কল্পনাশক্তির সাহায্যে সৃষ্ট হয় নাই। মানবের সৃষ্টি কবে এই পৃথিবীতে হইয়াছে তাহা যেমন ইতিহাস বলিতে অক্ষম, সেইরূপ এই ভারতীয় দর্শন কবে ভারতের মনস্বী ঋষিগণের অন্তঃকরণে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ইতিহাস বলিতে অপারগ। ভারতীয় আস্তিকসম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা এই স্থানে তাহার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, আমরা ভারতীয় দর্শনের স্থিতি গতি ও প্রসারের পরিচয় যে সকল গ্রন্থে পাইয়া থাকি, তাহা অতি প্রাচীন, এমন কি ইউরোপীয় প্রাচীনতম দার্শনিক থেল ও পাইথোগোরাস জন্মিবার শত শত বৎসর পূর্ব্বেও ঐ সকল গ্রন্থ ভারতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবিষয়ে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ই বিপ্রতিপন্ন নহেন।

সেই সকল গ্রন্থ কি? তাহা ভারতের জ্ঞানগরিমার অত্যুন্নত-বিজয়স্তম্ভ উপনিষৎ।

দেখা যাউক্ এই উপনিষদে আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থিতি গতি ও প্রসার বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত সমুদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজো ঽঙ্গিরসে পরাবরাং।
শৌনকো বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাই—

"তদ্ হ এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।"

এই দুইটী ও এই জাতীয় বহু উপনিষদ্‌বাক্য স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বা ভারতীয় দর্শনের সারতম অংশ প্রথমে বিশ্বকর্ত্তা ভুবন-পালয়িতা ব্রহ্মার আস্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; ইহা বিচিত্ররচনারূপ বাহ্যপ্রপঞ্চের অত্যদ্ভুত স্থিতি, গতি ও প্রসার বিলোকন-জনিত মানবের বহুশাখাময়ী কল্পনা-ব্রততীর কুসুমগুচ্ছ নহে।

প্রতিভাশালী মানব আত্মবুদ্ধির প্রভাবে এই দার্শনিক-তত্ত্ব আবিষ্কার করে নাই; এই তত্ত্ববিদ্যা গুরু-পরম্পরালব্ধ, সেই গুরু-পরম্পরার আদি স্বয়ং পরমেশ্বর।

এই তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে মানবের জিজ্ঞাসাবৃত্তি বাড়িয়া যায় না, কিন্তু, ইহার প্রসাদে, তাহার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার নিকটে অন্য কোন বস্তুই অজ্ঞেয় থাকে না বলিয়া তাহার জিজ্ঞাসা দগ্ধেন্ধন দহনের ন্যায় আপনিই প্রশান্ত হইয়া যায়।

তাই এই তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতে যাইয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং কথংনু ভগবঃ স আদেশঃ" ইতি—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

কি সে বিদ্যা, যে বিদ্যার উদয় হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?

"আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।" বৃহদারণ্যকোপনিষৎ!

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের পর আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হইলে সকল বস্তুই বিদিত হয় (অর্থাৎ আর কোন বস্তুই অবিদিত থাকে না।)

এই সর্ব্বাত্মভূত ভূমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে কি হয়?

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন গতিশীল নদীসমূহ নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিহারপূর্ব্বক সমুদ্রে মিশিয়া যাইলে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ও নিজ নামরূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই পরাৎপর দিব্য সর্ব্বাত্মভূত পরমপুরুষে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

পরবর্ত্তিবাক্যে এই উপনিষদ্ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"স যোহ বৈ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

এই সকল উক্তি দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের একমাত্র স্থির লক্ষ্য মোক্ষ বা আত্যন্তিকদুঃখ-নিবৃত্তি। সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কিসে হয়, তাহারই নির্দ্ধারণের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রকার দার্শনিকসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। উপায়-নির্দ্দেশ বিষয়ে ঐ সকল বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে মত-ভেদ থাকিলেও ফল বিষয়ে কাহারও মত-ভেদ নাই, ইহাই হইল প্রতীচ্য দর্শন হইতে ভারতীয় দর্শনের পরিস্ফুট বৈলক্ষণ্য।

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে দিন হইতে ভারতে দর্শনানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সকল মতেরই লক্ষ্য এক, তাহা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মোক্ষ। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই মোক্ষকেই মানবজীবনের চরিতার্থতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন; মুক্ত মানবই তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ মানব; মানবের ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্পৃহণীয় বস্তু আর কিছুই নাই।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির প্রয়োজনরূপতা অনেকেই অঙ্গীকার করেন নাই, কেহ কেহ স্বীকার করিলেও তাহার চিন্তার ভার ধর্ম্মযাজকগণের উপর অর্পণ করিয়া তাঁহারা স্বাধীনচিন্তার অবাধগতির উপর নির্ভর করিয়াই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি ও স্বরূপ-নির্দ্ধারণ করিবার অপ্রতিহতচেষ্টাকেই দার্শনিকজীবনের চরিতার্থতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ভারতের ও প্রতীচীর দার্শনিকচিন্তাস্রোতকে এক পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া মানবজাতির ভাব-রাজ্যের মহা-সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বর্ত্তমানসময়ে যে সকল মনীষিগণ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের কল্পনায় তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ভারতীয় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের এই সুপরিস্ফুট বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতে কুণ্ঠিত না হন।

ভারতের দার্শনিকতার উপর আজকাল একটা প্রবল দোষারোপের কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক শিক্ষিত—বিশেষতঃ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, "ভারতীয় দর্শন উহার অনুশীলনকারীর হৃদয়ে Pessimism বা নৈরাশ্যময় ভাব সঞ্জীবিত ও দৃঢ়মূল করিয়া দেয়, সেই নৈরাশ্যময় ভাবের প্রভাব মনুষ্য-জীবনে যে পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে, সেই পরিমাণে মানব উৎসাহহীন হয় এবং উৎসাহের অভাব নিবন্ধন তাহার দ্বারা মনুষ্য-সমাজের বা তাহার আত্মীয়গণের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া উঠে না, এক কথায় বলিতে গেলে ভারতীয় দর্শনানুশীলনের ফল মানবের Social death বা সামাজিক হিসাবে মৃত্যু।"

এই দোষারোপের মূলে কত দূর সত্য নিহিত আছে, তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, সংসারে আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক যত কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার মূল হইল আমাদের আত্মহিতৈষণা? সেই "আত্মহিতৈষণা" বলিলে কর্ম্মী মনুষ্য মাত্রই ইহা বুঝিয়া থাকে যে, যাহা আমার আত্মার সুখ বা দুঃখ-নিবৃত্তির সাধন তাহারই সম্পাদন-বিষয়ে ইচ্ছা। সেই আত্মা কে? দেহ ইন্দ্রিয় এবং মন এই তিনটী বস্তুর কোন একটিকে—অথবা সময়ে সময়ে এই তিনটীকে, যখন আমাদের "অহং" এই প্রকার সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বুদ্ধির বিষয় করি, তখনই আমাদের আত্মোপলব্ধি হয়, ইহা সকলেরই প্রতীতিসিদ্ধ, ফলে দাঁড়াইতেছে যে আমার আমিত্ব—ব্যবহার-ক্ষেত্রে এই তিনটীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

এই প্রকার আত্মদৃষ্টিকে সঙ্ঘাতাত্মদর্শন বা দেহেন্দ্রিয়াত্ম-দর্শন কহে। এই সংঘাতাত্ম-দর্শনকেই আমাদের সাংসারিক সকলপ্রকার কার্য্যের নিদান বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি ও ইহার দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আমরা শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং তাহার ফলভোগ করিয়া থাকি। ভারতের দর্শনশাস্ত্র এই সংঘাতাত্ম দর্শনের প্রতিকূল জ্ঞান উৎপাদন করে, সুতরাং এই সংঘাতাত্ম-দর্শন-মূলক যে সকল কার্য্য আমরা করি, দর্শনশাস্ত্রের সম্যগনুশীলন সেই সকল

কার্য্যের পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে, এইরূপ ধারণা যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা বলা যায় না।

এই ভাবে দেহাত্মবাদ-মূলক কার্য্যসমূহের শৈথিল্য সম্পাদন করে বলিয়া, বাস্তবপক্ষে যে ভারতীয় দর্শন, সামাজিক হিতকর কার্য্যসমূহের উচ্ছেদ দ্বারা জগতে নৈরাশ্যবাদের ব্যবস্থাপন করে, ইহা কিন্তু ঠিক্ নহে। দেহাত্মদৃষ্টিমূলক যত কিছু কার্য্য মনুষ্য-সমাজ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দ্বারা মনুষ্যসমাজ যে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয়, বা তাহার প্রভাবে মনুষ্য সমাজে উত্তরোত্তর সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তির বৃদ্ধিই হয়, তাহা নহে, প্রত্যুত এই প্রকার সঙ্ঘাতাত্ম-দর্শন-মূলক কার্য্যনিচয় সর্ব্বদাই রাগদ্বেষ-পুরঃসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা দ্বারা মনুষ্যসমাজে অধিকাংশ স্থানে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের অবির্ভাব হয়, এবং শান্তির পরিবর্ত্তে সমাজবিধ্বংসকর অশান্তিস্রোতঃ বাড়িয়া থাকে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা শান্তপ্রকৃতি ঋষিগণ সংঘাতাত্মদৃষ্টিমূলক কার্য্য-প্রণালীর এই প্রকার অশান্তি ও দুঃখের হেতুতা সম্যক্‌প্রকার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই এই দেহাত্মবাদের উচ্ছেদসাধন দ্বারা কিসে মানবের সম্যগাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হয় এবং তাহারই ফলে মানবের কার্য্য নিচয় সর্ব্ব-সাধারণের সুখ ও শান্তির পথকে সুপ্রশস্ত করিতে পারে, সেই জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা এই ভারতে একদিন অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছিল, ভারতে সার্ব্বজনীন সুখ ও শান্তির অনাবিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সংকীর্ণ আত্মদর্শনের পরিবর্ত্তে ভূমাত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহারা মানবের চিরাকাঙ্ক্ষিত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের নির্ম্মল আলোকছটায় চিরকলুষময় রাগদ্বেষসংকুল ও সর্ব্বানর্থ-হেতু পরিচ্ছিন্নাত্মভাবের নিবিড় অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তথাকথিত দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দূরদর্শিতাকে আমি শ্লাঘনীয় মনে করি না।

কথাটা হইতেছে এই যে,—ভারতীয় দর্শন,আমিত্বের সঙ্কোচের কারণ নহে, ইহা আমিত্বের প্রসারের কারণ। সংসারে সকল জীবেরই আত্মা এক, দেহরূপ উপাধি-ভেদে যাহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, বাস্তবপক্ষে তাহার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, এই যে ভেদ বুদ্ধি, ইহা কল্পনামাত্র, এই প্রকার প্রমাণ-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতাত্মসিদ্ধান্ত মনুষ্য-সমাজে যে পরিমাণে দৃঢ়মূল হইবে, সেই পরিমাণে মানবাত্মার মধ্যে পরস্পরভেদ বুদ্ধি বিদূরিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমাত্মার অনুভূতিমূলক সাত্ত্বিকবৃত্তি-নিচয়ের পরিস্ফূর্ত্তি হইবে, তাহার ফলে সমাজে জগতে রাগদ্বেষ মূলক, রাজস ও তামস বৃত্তিনিচয়ের অবসাদ হইবে ও মানবসমাজে বিশ্বজনীন আত্ম-ভাবের উদয় হওয়া নিবন্ধন, ঈশ্বরানুমোদিত সৎকার্য্যনিচয় অবাধিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনের প্রকৃত লক্ষ্য, ইহারই নামান্তর কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগের গূঢ় রহস্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সারভূত গ্রন্থ ভগবদ্গীতায় প্রচারিত হইয়াছে।

—এই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্মযোগ দর্শনশাস্ত্রের প্রসাদে একদিন এই ভারতে ব্যবস্থাপিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনের নিজস্ব, ইহার সহিত বৈদেশিক দর্শনের কোন সম্পর্ক নাই, ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনসাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

ইতিহাস কি সাক্ষ্য দিতেছে ?

ভারতীয়দর্শনের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়ের দিনে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শভূত মহাপুরুষগণ সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন—উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণশাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—বৃহদারণ্যকের সর্ব্বপ্রধান আধ্যাত্মবিদ্ আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থ ছিলেন, জীবের মোহ-নিবৃত্তির জন্য অধ্যাত্মসিদ্ধান্তের প্রচার-কার্য্যে কখনও তাঁহার ঔদাসীন্য দেখা যায় নাই, অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশের সঙ্গে নিষ্কাম-ধর্ম্মের বা নিষ্কামভাবের কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিতেও তিনি কখন পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

তাঁহার প্রধান শিষ্য রাজর্ষি জনক স্বয়ং অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও কোন দিন নৈরাশ্য-বাদের প্রশ্রয় দেন নাই, উৎসাহপূর্ব্বক বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতেন, জীবন্মুক্ত হইয়াও তিনি কর্ম্মী, তাঁহার কর্ম্মের লক্ষ্য ছিল চিত্তশুদ্ধি এবং বিশ্বজনীন মঙ্গলপ্রতিষ্ঠা। তাঁহার যজ্ঞসভায় আহূত ভারতের দার্শনিক ঋষিগণ কেহই সন্ন্যাসী ছিলেন না, সকলেই কর্ম্মী গৃহস্থ ছিলেন, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির উপায়ভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেন। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই, যিনি অধ্যাত্মদর্শনের উপদেষ্টা যমরাজ, তাঁহার গৃহে নিত্য অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান হইত, অতিথি-সেবায় তিনি একান্ত তৎপর ছিলেন, জীবের কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভবিধানে তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহার নিকট হইতে অধ্যাত্মবিদ্যালাভপূর্ব্বক নচিকেতা বিরক্ত সন্ন্যাসী হইয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন্ নাই, বা মানবসমাজের ইষ্টানিষ্ট-চিন্তাপরিহার-পূর্ব্বক বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যুত যমলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক তিনি নাচিকেত অগ্নির উপাসনা-পদ্ধতিস্থাপনের দ্বারা তাৎকালিক গৃহস্থ জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদেও দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা ঋষি আরুণি সন্ন্যাসী ছিলেন না, গৃহস্থের কর্ম্মময় জীবনের প্রতি তাঁহার একান্ত আস্থা ছিল। অদ্বৈতাত্মবাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগের উপদেশে পরিপূর্ণ। প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে ভারতীয় দর্শনের সারভূত পরমাত্ম-তত্ত্বোপদেশ শুনাইয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং"

"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ"

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"

"অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"

ইত্যাদি গীতার বহুতর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পরিহার করিলে, মানুষ নৈরাশ্যবাদের অন্ধকারময় জীর্ণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না,

প্রত্যুত, এই অনন্তপাদোদর বহুবক্ত্রনেত্র বিরাট্ বিশ্বমানবাত্মার সেবার জন্য আসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে অন্তে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে এবং তাহার সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে সেই চিদানন্দঘন পরমাত্মার বিশ্বব্যাপিনী সত্তার প্রতিবিম্বকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার তখন আর জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, চিদানন্দময় পূর্ণাত্মার অনুভূতির প্রসাদে সেও চিদানন্দময় হয়, তাহার মনুষ্য-জন্ম সফল হয়। ইহার নাম নৈরাশ্য নহে। ইহা ভূমাত্মার সংপ্রসারণজনিত পূর্ণাত্মপ্রসাদ। ইহা আসক্তিময় কর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ব-প্রীতিমূলক কর্ম্মযোগের মূলভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। নিত্য মুক্ত হইয়াও পরমেশ্বর জীবদয়াবশে যেমন সর্ব্বদাই জগতের মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ পরমেশভাবাবেশ-নিবন্ধন, বিমুক্তজীব, সাত্ত্বিকপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, আকণ্ঠ আপতঙ্গ সর্ব্বজীবের দুঃখনিবর্ত্তক কর্ম্মনিচয় সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

উপনিষদ বলিতেছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্য-ভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত দর্শনশাস্ত্র কখনই নৈরাশ্যবাদের স্থাপনা করিতে পারে না, প্রত্যুত সার্ব্বজনীন ভূমাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানবজাতির মধ্যে অভিমানহীন ও ত্যাগ-পরায়ণ কর্ম্মবীর সমূহের কার্য্যক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া দেয় ও বিশ্বজনীন শান্তির শান্ত জ্যোৎস্নার পবিত্র আলোকে দুঃখসঙ্কুল পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের পথকে সমুদ্ভাসিত করিয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু উক্ত হইল, তাহা দ্বারা ইহাই আমি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, পাশ্চাত্যদর্শন ও ভারতীয়দর্শনের উৎপত্তি ও লক্ষ্য বিষয়ে ঐকমত্য সম্ভবপর নহে।

এই স্থলে আর একটী অবশ্যবক্তব্য এই যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা অনাবিষ্কৃত সত্যের অনুসন্ধানের জন্য নহে, কিন্তু, তাহা অনাদিসিদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য সিদ্ধান্তের প্রতিকূল যুক্তিনিচয়ের খণ্ডনদ্বারা সেই সত্যকে নিজের অপরোক্ষানুভূতির বিষয় করিবার জন্য। পাশ্চাত্য-দর্শন কিন্তু, এখনও সত্যের অনুসন্ধান কার্য্যেই ব্যাপৃত এবং সত্য আবিষ্কৃত হউক্ বা না হউক্, সত্যকে বুঝিবার জন্য ঐকান্তিক তৎপরতাই তাহার মূলীভূত উদ্দেশ্য; এইরূপ অবস্থায় প্রতীচ্য-দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় সম্ভবপর নহে, পূর্ব্বদিক্-প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর সহিত পশ্চিমদিক্-প্রবাহিনী নদীর সম্মেলন-প্রয়াসের ন্যায় সংঘাতাত্মাভিমানমূলক পাশ্চাত্য-দার্শনিক-চিন্তা-স্রোতের সহিত নিরুপাধিক ভূমাত্মদৃষ্টি-প্রবণ ভারতীয়দার্শনিক-চিন্তা-স্রোতের সম্মেলন-প্রয়াস কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, ইহাই হইল আমার দৃঢ় বিশ্বাস; হয়ত আমার এই বিশ্বাস ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দার্শনিক ভাবের সমন্বয়-

কারী বঙ্গের নবভাবের দার্শনিক মনীষিগণ, এই ভ্রান্তির মূল কোথায় তাহা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

কিন্তু, লক্ষ্য ও উৎপত্তিগত এই বৈষম্য বিদ্যমান আছে বলিয়া, আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের অনুশীলনে বিরত হইব, ইহা আমার বক্তব্য নহে, প্রত্যুত, পাশ্চাত্য-দর্শনের অনুশীলনে ভারতীয় দর্শনের কোন কোন অংশে প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে, ইহাও আমি বিশ্বাস করি।

বাহ্যপ্রকৃতির বিস্ময়াবহ স্বভাব নির্ণয় করিবার জন্য পাশ্চাত্য-দর্শন যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি আমাদের কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। তাহা দ্বারা বাহ্য প্রকৃতির নিরূপণে আমরা যে সাহায্য লাভ করিতে পারিব, তাহাতে আমাদের দার্শনিক সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তনিচয় আরও পরিস্ফুট হইবে এবং সেই পরিস্ফুটতার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের আস্থা আরও বাড়িয়া যাইবে, এই কারণে, সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অবলম্বন আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাও যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি।

বঙ্গে পাশ্চাত্যদর্শনালোচনার বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাচীনভাবে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা বৃদ্ধি পাইতেছে না—ইহাও একটী আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বঙ্গদেশ গত ছয়শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় দর্শনালোচনায় যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই স্থান হইতে যাহাতে আমাদের পতন না হয়, তাহার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মধুসূদন সরস্বতী, জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভাশালী বঙ্গীয় দার্শনিকগণের লীলাক্ষেত্র এই সুজলা সুফলা ও মলয়জশীতলা বঙ্গজননীর শস্যশ্যামল কোমল অঙ্কে আর পূর্ব্বের ন্যায় দার্শনিক চতুষ্পাঠীগুলি—চিন্তাশীল ধীরবুদ্ধি ছাত্রগণের আরম্ভ পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদের বিচার-কোলাহলে মুখরিত হয় না, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর ও বাকলার চতুষ্পাঠীগুলি একে একে অধ্যাপক ও ছাত্রের অভাবে উঠিয়া যাইতেছে, পুরাতন চতুষ্পাঠীর স্থানে আর নূতন চতুষ্পাঠী নির্ম্মিত হইতেছে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ন্যায় সর্ব্বতোমুখ প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গভূমির গৌরবাবহ দার্শনিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সমর্থ অধ্যাপকের নাম আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে আর তেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির উৎস বহাইতেছে না, ত্যাগী কর্ম্মী ও তেজস্বী দার্শনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উচ্চ আদর্শ দেখিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ আর পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি ও বিশ্বাসের পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতে অগ্রসর হইতেছে না! বাঙ্গালার এই অভিনব শোচনীয় দশান্তর দেখিয়া কোন্ স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর হৃদয় দুঃখে ও আশঙ্কায় মুহ্যমান না হইতেছে? কেন এমন হইতেছে এবং কিসেই বা ইহার প্রতীকার হয় তাহা ভাবিতে হইবে এবং ভাবিয়া সত্বর যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হইতে

পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীরই সামর্থ্যানুসারে অল্পবিস্তর স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হইবে, নহিলে আমাদের বাঙ্গালীর বড় গৌরবের ধন বাঙ্গালার দার্শনিকতা চিরদিনের জন্য বাঙ্গালা হইতে অন্তর্হিত হইবে।

বাঙ্গালার ন্যায়শাস্ত্র এখনও ভারতীয় দর্শনালোচনার মূলভিত্তি বলিয়া শিক্ষিত সমাজে আদৃত হইয়া থাকে, একথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই—বাঙ্গালীর সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী বাঙ্গালীর ব্যাপ্তিবাদ ও বাঙ্গালীর হেত্বাভাস গ্রন্থ যে পড়ে নাই, বা বুঝে নাই তাহার বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বুঝিবার অধিকার নাই—আমার এই কথা বোধ করি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেই কোন অংশেই অত্যুক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এখন বঙ্গে সংস্কৃতপরীক্ষা-সমিতির কৃপায় প্রতিবৎসর বাঙ্গালার চতুষ্পাঠী হইতে সাংখ্যতীর্থ মীমাংসাতীর্থ ও বেদান্ততীর্থ উপাধিধারী বহু ছাত্র নির্গত হইতেছেন, কিন্তু, ঐ সকল তীর্থগণের মধ্যে অধিকাংশ তীর্থই নব্যন্যায়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য একটি পরিভাষারও তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝেন না, ইহাঁরাই কিন্তু নবযুগের দার্শনিক অধ্যাপকের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পদে আরোহণ করিতেছেন! ইহার পরিণাম বঙ্গের দার্শনিকতার বিলোপ ছাড়া উন্নতি বলিয়া কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না, এই বিষয়ে সংস্কৃতপরীক্ষা-সমিতির মনোযোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে কয়টী কারণে বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকুলের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ক্রমশই কমিতেছে, তাহার মধ্যে দুইটী কারণই আমি প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি। প্রথম বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব এবং তন্মূলক জীবিকার অভাব! দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্যে জ্ঞান ও চরিত্রপূত দারিদ্র্যের ভীতির সঙ্গে বিলাসিতার বৃদ্ধি।

বঙ্গে সে দিন আর কি দেখিতে পাইব, যে দিন ঐশ্বর্য্যমান-গৌরব-গর্ব্বিতা কৃষ্ণনগররাজ-মহিষীর বিদ্রূপোক্তিতেও অবিচলিতা হইয়া বঙ্গের দার্শনিককুলের শিরোমণি বুনো রামনাথের পত্নী চরিত্র-পূতদারিদ্র্যের গৌরবে মাথা উঠাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার এই হাতের লাল সুতা যতদিন থাকিবে ততদিনই নবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

এখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই আর সে দারিদ্র্যের প্রতি আস্থাবান্ নহেন, পত্নীর হস্তে লাল সূতার পরিবর্ত্তে সুবর্ণ-বলয় পরাইবার জন্য অনেক স্থলেই তিনি চরিত্রসম্পদেও জলাঞ্জলি দিতে পদ্ধপরিকর। অন্যদিকে উদার সে বামনদাস বাবু বা নড়াইলের রতন বাবুর ন্যায় প্রথিতযশাঃ ভূম্যধিকারিগণ পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কুলরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর নহেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ আর বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করাকে তাঁহাদের জীবনের অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিয়া বোধ করেন না। দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সহিত ধনিসম্প্রদায়ের এই প্রকার উপেক্ষা-প্রসূত পৃথগ্‌ভাব যতদিন এই ভাবে বাড়িতে থাকিবে, ততদিন বঙ্গে ন্যায়দর্শনের পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই অপ্রিয় সত্যের প্রতিও আমি আপনাদের মনোযোগের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

বঙ্গের দর্শনশাস্ত্রের কথা বলিতে গেলে, ন্যায়দর্শনের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত ভক্তি-শাস্ত্রের উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। প্রেমভক্তি-প্রধান এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের যে ভাবে আলোচনা হওয়া উচিত, আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে এখন সে ভাবে আলোচনা হয় না, ইহা আক্ষেপের বিষয়। অনেকেরই বিশ্বাস, ভাবপ্রধান এই ভক্তি-শাস্ত্রের মধ্যে দর্শনের স্থান অতি অল্প, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কতিপয় ভাবাবেশ-বিহ্বল বৈষ্ণব কবির ভক্তিমূলক কল্পনা ব্যতিরেকে এই ভক্তি-শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত দার্শনিকতার কিছুই নাই। এই প্রকার মত যে নিতান্ত অসার ও অনভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

অহৈতুকী রাগাত্মিকা ভগবদ্‌ভক্তিই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য, নির্গুণব্রহ্মসংস্থারূপ নির্ব্বাণমুক্তির অপেক্ষা ইহার আত্যন্তিক সমুৎকর্ষ আছে—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গীয় ভক্ত ও দার্শনিক কুল-চূড়ামণি শ্রীরূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল ভগবদেক-নিষ্ঠ ভক্তপ্রবরগণ শুষ্ক দর্শনশাস্ত্রকে প্রেম ও ভক্তির অমৃতময় প্রবাহের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বঙ্গের দার্শনিকতাকে যেরূপ মধুর ভাব—সমুজ্জ্বল বিভূতিমণ্ডিত সমুচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণসমূহের সর্ব্বতোমুখী একতা ব্যবস্থাপন দ্বারা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে মায়াবাদ শূন্যবাদ ও নিরীশ্বর-প্রকৃতিবাদকে এমন সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং ঐ সকল প্রতিভাসম্পন্ন ত্যক্ত-সর্ব্বৈষণ বিরক্ত সাধু পুরুষগণের প্রতি হৃদয় ভক্তিভরে আপনিই নম্র হয় ও অকপট প্রীতির প্রসূনাঞ্জলি আপনা আপনিই তাঁহাদের চরণোদ্দেশে সমুৎক্ষিপ্ত হয়। প্রেমভক্তিময় মধুর দর্শনশাস্ত্র-রচনায় বাঙ্গালীর এই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া কে এমন বাঙ্গালী আছেন যিনি এই সকল দার্শনিক সাধু পুরুষের জন্মভূমিতে জন্মলাভ হইয়াছে বলিয়া আত্মজীবন ধন্য ও গৌরবিত বলিয়া শ্লাঘা অনুভব না করেন? ঐ সকল বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্রের যথাবিধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও আমাদের দেশে দিন দিন অল্প হইতে অল্পতর হইয়া পড়িতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্যও আমাদিগকে বিশেষরূপ প্রযত্নপর হইতে হইবে।

আমাদের মাতৃভাষায় দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, সংস্কৃতভাষায় যে সকল দার্শনিক পরিভাষা আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া ঐ গুলির বিশদ অর্থ করিয়া তাহার প্রচার করা। সংস্কৃতদর্শন-শাস্ত্র অতি বৃহৎ ও অতি দুরূহ, অথচ সংস্কৃত-দর্শনের সিদ্ধান্ত-নিচয়ের সহিত ভাল করিয়া পরিচয় না থাকিলে কোন ব্যক্তির দ্বারাই বঙ্গভাষার দর্শনশাস্ত্রের অপেক্ষিত পুষ্টি হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে—ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত এই গুরুতর অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীই অগ্রসর হইতেছেন না। এই অভাবটী যতদিন না অপনীত হইবে, ততদিন বাঙ্গালার

দার্শনিকতা যথার্থ পরিস্ফুট হইবে না, এই বিষয়ে বোধ করি কোন শিক্ষিত ব্যক্তিরই মতভেদ থাকিতে পারে না। আরও একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থগুলির অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে অনুবাদ করাইয়া, সাধারণে তাহার সুলভ মূল্যে প্রচার করা। আনন্দের বিষয় এই যে, এই অত্যাবশ্যক কার্য্য করিবার জন্য—কয়েকজন সুবিখ্যাত দার্শনিক বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে ৺হিতলাল মিশ্র ও ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখনীয়। অবশ্য, বঙ্গের গদ্য সাহিত্যের জীবন-সঞ্চারের আদিম যুগে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যান, কিন্তু, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্যের রীতি ও গতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে যে, এখন আর সেই সময়ের বিভক্তিহীন সংস্কৃতপদাবলীরূপ বাঙ্গালা-গদ্যানুবাদে লোকের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। বাঙ্গালা এতদিনে নিজের মনের মত গদ্য গড়িয়া লইয়াছে—ইহা চতুষ্পাঠীর গদ্য নহে বা ইহা খাস ইংরাজীনবীশের গদ্য নহে—এই উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়ের যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া এবং উভয়ের যাহা কিছু পরিহার্য্য তাহার পরিহার করিয়া, অতীত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এই মাধ্যমিক বাঙ্গালা গদ্য যেরূপ পুষ্টিলাভ-পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যচ্ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে এখন আর উহাকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহার উপর কোন প্রতিভাশালী কবিরই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ভার আর সহ্য হইবার নহে—এই মাধ্যমিক বাঙ্গালা গদ্যের বিরাট্ ও কোমল অঙ্গের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত-নিচয়ের সমাবেশ করিবার জন্য আমাদের দেশের শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ ক্রমেই প্রযত্নসহকারে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কোন্ শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? বর্ত্তমান সময়ে এই মহনীয় কার্য্য করিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর—তাঁহাদের মধ্যে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ, পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহা-মহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দ্রাবিড়দেশীয় পণ্ডিত, বাঙ্গালা তাঁহার মাতৃভাষা নহে, ৭।৮ বৎসর তিনি আমাদের দেশে আসিয়া কর্ম্মানু-রোধে বাস করিতেছেন মাত্র। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে শ্রীহর্ষের অতি দুরূহ গ্রন্থ "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য" ও চিৎসুখাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ 'চিৎসুখী' নামক অতি কঠিন গ্রন্থের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদকের কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়? এই জন্য তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। আশা করি, তিনি এই গুরুতর কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন ও বাঙ্গালার দার্শনিক সাহিত্যরত্ন-ভাণ্ডারে এই দুইটী অমূল্যরত্নের সমাবেশ করিয়া অচিরকালের মধ্যেই বিমল যশঃ অর্জ্জন করিবেন।

সাহিত্যের ভাষার রসময়ী সৃষ্টি দ্বারা বাঙ্গালী শিক্ষিত মাত্রেরই হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাবের প্রবাহ বহাইয়া কবিবর সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ এবং দার্শনিক পরিভাষা-সঙ্কুল প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনার দ্বারা বাঙ্গালার দার্শনিক সাহিত্যের পরিপুষ্টির এই আরম্ভ-দিনে, তাঁহাদের স্বপ্নময় স্মৃতি-মণ্ডিত মানস-প্রতিমার উদ্দেশ্যে ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আত্মজীবনের কৃতার্থতা সম্পাদন করিতে বাঙ্গলার প্রত্যেক নর-নারী শ্রদ্ধা ও গৌরব-বোধের সহিত সমুৎসুক হইয়া থাকেন ইহা আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদের নব উদীয়মান আধ্যাত্মিক কবি মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুত বিজয়চন্দ্ আফতাপ্ বাহাদুরের নামোল্লেখ সবিশেষভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ভূমাত্মভাবই বিরাট্ হিন্দু-সমাজের জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনার অপরিবর্ত্তনশীল ভিত্তি, ইহা রসময়ী, কল্পনাময়ী ও লালিত্যময়ী সরল ভাষার সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নাটক কবিতা ও প্রবন্ধাকারে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাজাধিরাজ বাঙ্গালার দার্শনিক-সাহিত্যের পুষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার চন্দ্রজিৎ ও শিবশক্তির ন্যায় নাটক—সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায়, চিরদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়ে শান্তিময় স্নিগ্ধ আলোক বিকীরণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সভ্যতার গৌরব-সংবর্দ্ধক বস্তু-নিচয়ের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের স্থান যে সকলের উপরে একথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত। ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের শিল্প, ভারতের জ্যোতিষ, ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ভারতসন্তানেরই মস্তিষ্ক হইতে প্রথমে প্রসূত হইয়া এই ভারতেই পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, তাহাতে সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যজগতের বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভাবনীয় সমুন্নতির তীব্র আলোকচ্ছটার দিকে সভ্য মানবের দৃষ্টি এমতভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞান শিল্প জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ আর প্রাচীন-কালের ন্যায় যশোগরিমায় সমুদ্ভাষিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে না, কিন্তু, ভারতীয় দর্শন এখনও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতেছে। কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ই এখনও বলিতে সাহসী হন না যে, ভারতীয় দর্শন-ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত একটীও বৈদেশিক দার্শনিক চিন্তাবীজ উপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট বা সফল হইয়াছে। ভারতের দর্শন তাহার প্রতিপাদ্য ভূমাত্মার ন্যায় নিজ মহিমায় নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসমুদ্ভাসিত। ভারতের দর্শন কেবল দার্শনিকেরই আলোচ্য মধ্যে পরিগণিত নহে, ভারতের জ্ঞান ভারতের কর্ম্ম ও ভারতের ভক্তি—এক কথায় বলিতে গেলে ভারতীয় সভ্যতার যাহা কিছু সার—তাহা সকলই ভারতীয় দর্শনরূপ মহাভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভারতের কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নহে এমন কি ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মধ্যেই আমরা ভারতীয় দর্শনের অসামান্য প্রভাব পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করিয়া

থাকি। এই ভারতে কর্ম্মী কি জ্ঞানী, কি ভক্ত সকলেরই উপরে ভারতীয় দর্শনের বিশ্বতোমুখী শক্তির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য কোন দেশের দর্শনশাস্ত্র—তদ্দেশবাসীর জাতীয়-জীবনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সুতরাং অন্যান্য দেশের দর্শনালোচনার সহিত ভারতীয় দর্শনালোচনার পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। অন্যান্য দেশের দার্শনিকচিন্তার স্রোত তত্তদ্দেশীয় মানবগণের জাতীয়জীবনরূপ: স্রোতস্বিনীর একাংশ-বাহিনী একটা নির্ঝরিণী মাত্র, আর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা-প্রবাহ ভারতীয় জাতীয় জীবনরূপ মহানদীর সর্ব্বাংশব্যাপী মুখ্য প্রবাহ। এই প্রবাহের গতি ফিরাইয়া দেও, দেখিবে, ভারতীয় জীবনরূপ মহানদীর গতি ফিরিয়া যাইবে। এই জন্য ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাস্রোতের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ভারতীয় জীবনের গভীর উদ্দেশ্য কি তাহা অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এখানে প্রত্যেক দার্শনিককেই ব্যক্তিত্বের ও আমিত্বের সংকীর্ণভাব একেবারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে—সমষ্টির আত্মভূত বিরাট্ আত্মার অস্তিত্বের মধ্যে নিজ আত্মার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিতে হইবে, নির্ব্বাণলক্ষ্মীর লীলানিকেতন—শব্দহীন, রূপহীন, রসহীন, স্পর্শহীন ও সেই নাম-রূপাতীত ভূমানন্দময় পরমাত্মার—অপরোক্ষানুভূতির শান্তিময় প্রসাদ-সলিলে জীবনের রাগ-দ্বেষময় প্রবৃত্তিনিচয়কে একেবারে প্রক্ষালিত করিতে হইবে। এই ভাবের বিশুদ্ধচিত্ত দার্শনিক না হইলে ভারতীয় দর্শনের গভীর লক্ষ্য ও অত্যুন্নত উদার ভাব বুঝিতে পারা যায় না—যিনি ইহা বুঝেন না তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয় দার্শনিকচিন্তাস্রোতঃ ফিরিবার নহে, ভারতীয় ও প্রতীচ্য দার্শনিক ভাবরাজ্যের সমন্বয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, আমরা কেহই যেন এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অবহেলা না করি, অদ্যকার অভিভাষণের ইহাই হইল আপনা-দের নিকট আমার প্রধান বক্তব্য বিষয় ও সবিনয় নিবেদন।

চতুর্থ-পরিশিষ্ট।

সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ। *

যশোহরে বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের—

অভিভাষণ।

মুখবন্ধ।

গত দেড় শত বৎসর পাশ্চাত্যদেশ সমূহে বিজ্ঞান-চর্চ্চা এত প্রবলবেগে চলিয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হয়। রসায়নাদি প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় এত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যে, তাহাদের চেনা দুষ্কর। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে—যথা ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, ইত্যাদি; প্রত্যেক বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা আবার এত পরিপুষ্ট হইয়াছে, যে ঐ সকলের কোনও একটার অনুশীলনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিলেও উহাকে অধিকৃত করা সুকঠিন। কিন্তু, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এ কথা বলা চলেনা, অথচ সমাজতত্ত্ব সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয়। সারথির অভাবে তেজস্বী তুরঙ্গ যেমন রথকে নক্ষত্রবেগে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শেষে বিপথে চলিয়া রথটিকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনাই অধিক, তেমনি অসংযত বৈজ্ঞানিক বলে সমাজকে দ্রুত গতিতে লইয়া গিয়া জনসাধারণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজতত্ত্বরূপ নিপুণ পরিচালকের অভাবে তাহা এমন বিপৎসঙ্কুল স্থানে নীত হইতে পারে যে, সেখানে সমাজের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, তাহার স্থায়িত্ব বিষয়েই সন্দিহান হইতে হয়। সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যে ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে।

ইউরোপে যে সমাজতত্ত্বের আলোচনা হয় নাই তাহা নহে। অন্যান্য বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসংখ্যার সমতুল্য না হইলেও এ বিষয়ের গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। কম্‌টি, গিজো, হার্ব্বার্টস্পেন্‌সর, বক্‌ল, মীল প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। কম্‌টি, সমাজ-বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক। তিনিই প্রথমে ইহার প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া সভ্যতার বিকাশের ক্রম বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হার্ব্বার্টস্পেন্‌সর্

---

* এই প্রবন্ধটির অধিকাংশ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু এম, এ, বি, এল্ আমার "Epochs of civilization". এর যে অনুবাদ করিতেছেন তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ অনুবাদের কিয়দংশ কোন কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কম্‌টির সমকক্ষ। তাঁহাদের মত বৈজ্ঞানিক ইউরোপে বিরল। সমাজতত্ত্ব কি, তাহার অনুশীলনের কি কি বিশেষ প্রতিবন্ধক, এবং উহার জন্য কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, তাঁহারা এবম্বিধ বহুবিষয়ের সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তাহাতে যদি তাঁহারা প্রাচ্যসভ্যতার প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিতেন, এবং প্রতীচ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অতিক্রম করিয়া সভ্যতার সমগ্র অনুসন্ধেয় তথ্য অধিকতর নির্লিপ্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু পাশ্চাত্য-মনস্বিগণ সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-সমাজকে সভ্যসমাজের অগ্রণী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার মানদণ্ডে অন্যান্য সভ্যতার পরিমাণ করিয়াছেন। ইহা হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যত সভ্যসমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, সকলেরই কাছে স্ব স্ব সমাজই আদর্শ বলিয়া ও অন্যান্য সমাজ বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও এইরূপ অসমদর্শিতার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে না।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির তাঁহাদের মত প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিকগণের দোষ ধরিবার, বা সমাজতত্ত্বের মত জটিল বিষয়ের অবতারণা করিবার অধিকার কি? তাঁহাদের মত মনস্বিগণ যদি নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ের বিচার করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ঐ বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কি? সে সম্ভাবনা যে থাকিতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটী হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। আমরা নব্যভারতের লোক, পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্যসমাজকে মুখে না হোক্ মনে মনে, সমাজের আদর্শ বলিয়া মানিয়া থাকি, এবং ঐ সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার, প্রথা-পদ্ধতিকে আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, প্রথা-পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি। মেকলে বলিয়াছেন যে, ইংরাজীশিক্ষার ফলে ভারতবাসী নামে 'ভারতবাসী' থাকিবে কার্য্যতঃ "ইংরাজ" হইবে; হইয়াছেও তাহাই। পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদিগকে পাশ্চাত্যদৃষ্টি দিয়াছে। আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রতীচ্য খণ্ডে যাহার আদর নাই আমাদের মধ্যেও তাহার আদর নাই। বিলাতী ধরণের না হইলে, বিলাতী নজির বা বিলাতী ছাপ না থাকিলে আমরা কোন দেশী বস্তুই আদর করি না। ইদানীং যে জাতীয়ভাবোদ্রেকের কথা শুনা যায়, তাহাও অনেকটা পাশ্চাত্য-ভাবমিশ্রিত, এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রণালীও পাশ্চাত্য ধরণের। আমিও আজীবন পাশ্চাত্য-প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার মত একজন নব্যভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্যসভ্যতাকে হেয় জ্ঞান করা অপেক্ষা তাহার পক্ষপাতী হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। অতএব পাশ্চাত্যসভ্যতা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব, তাহা অবিচার-দোষে দুষ্ট হইবে না, তাহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ। নব্যভারতে প্রাচ্যসভ্যতার প্রভাব যদিও নির্ব্বাপিতপ্রায়, তথাপি এখনও নিঃশেষরূপে নষ্ট হয় নাই, ভস্মাবৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। মধ্যে মধ্যে, ঘটনাক্রমে, তাহার উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতে দেখা যায়। উপস্থিত সাহিত্য-সেবকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের ন্যায় আমার সম্বন্ধে এইরূপই ঘটিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতীচ্যদেশবাসীর পক্ষে ততটা নহে।

তৃতীয়তঃ। ভারতে যদিও সমাজ-বিজ্ঞান রূপ কোনও স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল না, তথাপি বহু-সহস্রবৎসরব্যাপী মানসিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের মহাপুরুষেরা ঐ বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থনীতিশাস্ত্র, পুরাণ, মহাভারতাদিতে তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা ঐ সত্যগুলির উপর বিবিধ সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা এরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে তাঁহাদের অদ্ভুত জ্ঞানবহ্নি যেন এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অল্পায়াসে সেই সেই জ্ঞান আমাদের অধিকৃত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ। ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের একটী ক্ষুদ্র আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে একদিকে যেমন অভ্রভেদিতুষারমণ্ডিতগিরিশ্রেণী, শস্যশামল সুবিস্তীর্ণ সমতল, বিশাল বালুকাময়পাদপবিহীন মরুভূমি প্রভৃতি প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি অন্যদিকে অসভ্যতার নিম্নস্তর হইতে সভ্যতার উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত মানব জাতির বহুবিধ সামাজিক অবস্থা লক্ষিত হয়। সমাজ-তত্ত্বানুসন্ধানের সুবিধা ভারতবর্ষে যেমন, তেমন আর অন্য কোনও দেশে নাই। কার্য্যগতিকে আমি কতটা সেই সুবিধার ফল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

সভ্য-সমাজের ক্রমবিকাশ।

ক্রমবিকাশ জীবজগতের নিয়ম।

"জীবোব্রহ্মৈব"—ক্রমাভিব্যক্ত সম্বন্ধে সহস্র সহস্র গ্রন্থে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্য এই দুইটি কথাতে তাহার সার প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত অগোচর ক্ষুদ্রতম জীব হইতে স্থূলকায় পশু পর্য্যন্ত সমগ্র বসুধার সহিত আমাদের কুটুম্বিতা। মানব-ভ্রূণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে হীনতম হইতে শ্রেষ্ঠতম জীবদেহ পরম্পরায় মনুষ্যের ক্রম-বিকাশের পুনরাবৃত্তি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুদিগের সহিত মনুষ্যের শারীরিক সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। উভয়ের দেহ সর্ব্বতোভাবে একই উপাদানে গঠিত। উচ্চ শ্রেণীস্থ বানর-দেহে প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক শিরা ও প্রত্যেক অস্থি যেরূপে সন্নিবিষ্ট, মনুষ্যদেহেও ইহারা অবিকল সেইরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অস্থিসংস্থান-বিদ্যার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরের সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের যে সম্বন্ধ, উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তি-বিষয়েও কতিপয় শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানবের বিলক্ষণ

সাদৃশ্য দেখা যায়। স্নেহ, হিংসা, ঈর্ষা, ভয় বা সাহস কতকগুলি পশুতেও যেমন আছে, মনুষ্য-হৃদয়েও সেইরূপ বিদ্যমান'।

কিন্তু দুইটী প্রধান বিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ লক্ষিত হয়—

প্রথম—যতদূর প্রাচীনকালের কোনও নিশ্চিত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সেই সময় হইতেই পশুদের অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি সাতিশয় পরিপুষ্ট।

দ্বিতীয়—ধীশক্তি সম্বন্ধে মনুষ্য ও পশুতে যে প্রভেদ, দুইটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য দৃষ্ট হয়—(১) আধ্যাত্মিক বৃত্তি, যদ্দ্বারা মানুষ অলৌকিক জীবে ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করে, এবং (২) নৈতিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা মনুষ্য, লাভের ও শারীরিক সুখ-দুঃখের অতীত নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে। পশুদের মধ্যে এই দুই শক্তি যদি কখন দেখা যায়, তবে তাহা এরূপ অস্কুর অবস্থাতে, যে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু আদিম-মানবের, এবং তাহার সমতুল্য আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও এই দুই শক্তি থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিমপ্রস্তরযুগের যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে তাহার অস্ত্রাদির সহিত সমাহিত করা হইত এবং কখন কখন তাহার আত্মার ভোজনের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ খাদ্যও দেওয়া হইত। নবপ্রস্তরযুগের মনুষ্যগণ মৃতের সমাধির উপর প্রস্তরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত, এবং মৃতাত্মাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধির ভিতর অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ করিত। পৃথিবীর কোনও স্থানে এমন কোনও অসভ্য জাতি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার একেবারে কোনও ধর্ম্ম নাই। মনুষ্য-তত্ত্ববেত্তারা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন, যে অসভ্য জাতিরা নৈতিক-জ্ঞান-বিরহিত নহে। অতিহীন অসভ্য জাতিদের ভিতরেও সম্পত্তিজ্ঞান, মনুষ্য-জীবনের প্রতি সমাদর, এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে। এমন কোন অসভ্য জাতির বিষয় জানা যায় নাই, যাহারা চৌর্য্য ও হত্যাকে অন্যায় ভাবে না, ও যাহাদের অল্পবিস্তর ধর্ম্মভাব নাই।

এইরূপে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা লক্ষিত হয়—

প্রথম—পাশবিক অবস্থা, যাহাতে শরীর ও বহুতর চিত্তবৃত্তি বিষয়ে পশু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়—মধ্যাবস্থা, যাহাতে মনুষ্যের ধীশক্তির আভ্যন্তরিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া তাহাকে পশুজাতি হইতে অনেকটা পৃথক্ করিয়া দেয়।

তৃতীয়—বিশিষ্ট মানবাবস্থা, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি তাহাকে পশুজাতি হইতে এরূপ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, যে কোনও কোনও প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের অভিমত যে তদ্দ্বারা মানবজাতি "মনুষ্যরাজ্য" বলিয়া এক বিশেষ রাজ্যের দাবি করিতে পারে।

ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশে মানুষের এই তিনটি অবস্থা তিনটি স্তরে পরিস্ফুট হয়। সাধারণতঃ যৌবনে তাহার পাশব-প্রবৃত্তি সকল সাতিশয় প্রবল থাকে, এই সময় চিন্তার পাণ্ডুরছায়াপাতে

তাহার মন বিশেষ অসুস্থ হয় না; প্রৌঢ়ত্বে বুদ্ধি-শক্তির উৎকর্ষে পাশবিক অবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক্ হয়; এবং বার্দ্ধক্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে পাশব অবস্থা হইতে একেবারে পৃথক্ হইয়া যায়।

ব্যক্তিগত উন্নতির ক্রমাভিব্যক্তি-পদ্ধতির সহিত ব্যক্তি-সমষ্টির অর্থাৎ সমাজরূপ জীবের ক্রমাভিব্যক্তির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। পুরাকাল হইতে যত সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে উহাদের ক্রমবিকাশে ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ন্যায় তিনটি প্রধান স্তর দৃষ্ট হয়।

সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্যসমাজ তাহার পাশবিক জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এই জন্য পৌত্তলিক ও সামরিক প্রবৃত্তি তখন বলবতী। যে সকল শিল্পের দ্বারা জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্প এই সময়ে আবিষ্কৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি এবং জীবনের পাশব-প্রয়োজনের চরিতার্থতা, কিম্বা চিত্তবৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, কবিতা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কণ ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পের বিকাশ হয়, এবং এই কারণে সভ্যতার প্রথম স্তরকে 'কলাশিল্পের স্তর' বলা যাইতে পারে। এ স্তরে শিল্পকলাগুলি বস্তুতন্ত্র (realistic) হইয়া থাকে; দর্শনশাস্ত্র একেবারে নাই, বিজ্ঞানের মধ্যে কেবল জ্যোতিষবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার কথঞ্চিৎ উন্নতি হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলিত হয়। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও রণনৈপুণ্যের জন্য প্রখ্যাত শূরবৃন্দের উপাসনায় পর্য্যবসিত থাকে। ধর্ম্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনীবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস প্রবলভাবে বিস্তৃত থাকে। যে সমাজ অজ্ঞানান্ধকার-নিমগ্ন এবং পাশববল যেখানে উচ্চতম সমাদর লাভ করে ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন অন্য সুখের সন্ধান জানে না, সে সমাজে বিশেষ নৈতিক উন্নতির আশা করা যায় না।

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্ত্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা যাইতে পারে। তখন আর মনের উপর জড়-জগতের ততটা প্রভুত্ব থাকে না, যুক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। তখন মানবজাতি কেবল তাহার পাশব-জীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত হয়; সে প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে যত্ন করে। এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। কবিত্ব এখন অর্দ্ধসভ্য শূর ও দেবগণের রণকৃতিত্ব বর্ণনা ছাড়িয়া মার্জ্জিত বুদ্ধির ও নৈতিক জ্ঞানের উপযোগী নাটক ও মহাকাব্য-প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমর-প্রিয়তা ও লুণ্ঠন-শক্তি সাধারণতঃ প্রশমিত হইতে আরম্ভ হয়। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই জনসাধারণ পশুবলের অপেক্ষা বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাদর করিতে শেখে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর

অপেক্ষা ইহাতে মনুষ্যত্ব ও আত্মসংযম বাড়িয়া যায়। প্রথম স্তরে ভগবৎসম্বন্ধে যে মনুষ্যকেন্দ্রীভূত ধারণা ছিল, তাহার সহিত এ স্তরের যুক্তি-মূলক প্রকৃতির কোন সঙ্গতি হয় না। চিন্তাশীল শিক্ষিতশ্রেণী হয় কোন না কোনও প্রকারের একেশ্বরবাদের, নয় অজ্ঞানবাদের (Agnosticism) কিম্বা নাস্তিকতার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে।

তৃতীয়স্তরে, পাশব জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি—বাহ্যজীবন অপেক্ষা আভ্যন্তরিকজীবনের প্রতি মনুষ্যের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে বহির্জগতের পরিবর্ত্তে অন্তর্জগতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাড়িয়া আত্মসংযমে সুখসন্ধানের ইচ্ছা বলবতী হয়। যে সব শিল্পকলা, শরীরের সুখ ও বিলাস সাধন করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে সকলের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না। উন্নতশ্রেণীর কাছে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, এবং অশিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যেও কতকটা এইরূপই হয়। উন্নতশ্রেণীর লোকে স্বার্থদমন ও পরার্থপরতাকে জীবনের নিয়ম স্বরূপ করিয়া লয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও স্বার্থত্যাগ ও দয়া অভূতপূর্ব্ব প্রসার লাভ করে। যে সমর ও লুণ্ঠনপ্রিয়তা দ্বিতীয় স্তর হইতে সাধারণতঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখন অধ্যাত্মপথে উন্নত ব্যক্তিদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, সাংসারিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়ক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, এবং সমাজের গতিশীলতার হ্রাস ও স্থিতিশীলতার বৃদ্ধি হয়।

মানবোন্নতির ক্রম ধারাবাহিক নহে। ঐ উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ষট্‌সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মিশর, ব্যাবিলন ও চীনের প্রাথমিক সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর হইতে সাত শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে মিশর ও চীনের পরবর্ত্তী সভ্যতার, এবং ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, এসিরিয়া, ফিনিসিয়া ও পারস্য-দেশের সভ্যতার উত্থান হয়। আমরা এখন তৃতীয় যুগে। এই যুগ আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয়-(যাহাকে পাশ্চাত্য বলা যায়) সভ্যতার অভ্যুদয় ও উন্নতি এই যুগের মুখ্যতম ঘটনা।

ক্ষুদ্রতম বিষয়ের সহিত বৃহত্তম বিষয়ের তুলনা করা যদি বাতুলতা না হয়, তাহা হইলে সভ্যতার যুগ-বিভাগের সহিত ভূতত্ত্বের যুগ-বিভাগের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতাত্ত্বিক যুগ যেরূপ ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সূচিত হয়, সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগ কোনও না কোন বিশেষ জাতীয় বা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনধিকারপ্রবেশী বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক মিশর, চ্যাল্‌ডিয়া ও চীনের আদিম-নিবাসিগণের পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সূত্রপাত। এই যুগ প্রধানতঃ সিমীয় আধিপত্যের কাল। দ্বিতীয় যুগে সিমীয় এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতিকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশে আর্য্যজাতির কয়েকটি শাখা তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ-জাতিপুঞ্জ দ্বারা রোম-সাম্রাজ্য-জয়, সপ্তম ও অষ্টম-খৃষ্টাব্দে আরব-জাতির

আফ্রিকা, সীরিয়া, পারস্ত ও ভারতবর্ষে প্রবেশ, সপ্তম শতাব্দীতে টলাটকগণ কর্ত্তৃক মেক্সিকো-বিজয় এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইন্কাগণের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা।

আবার মানবোন্নতির পর্য্যায়ের সহিত পৃথিবীর জীবসজ্বের উন্নতির পর্য্যায় তুলনা করিয়া দেখিলে, উপরি উক্ত সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠতর মনে হয়। যেরূপ পৃথিবীর Tertiary যুগের ভূপঞ্জরে একই প্রকৃতির জীব লক্ষিত হয়, যেরূপ আদিম প্রস্তরান্তর্যুগের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সকল স্থানেই একই ধরণের, যেরূপ নব-প্রস্তরান্তর্যুগের মৃত মনুষ্যের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভাদি সর্ব্বত্র একই রকমের, সেইরূপ সভ্যতার প্রত্যেক যুগের শিল্প, মানসিক বা নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন, তক্ষণ এবং সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা একই প্রকার দৃষ্ট হয়। প্রথম যুগের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সহিত মিশরের ও চীনের সভ্যতার অনেকগুলি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়ে মিল দেখা যায়। ব্যাবিলন মিশরের নিকটবর্ত্তী, এইজন্য একদেশের চিন্তাফল ও রীতিনীতি অন্য দেশে আনীত হইয়াছে, এই দুই দেশ সম্বন্ধে ঐ সাদৃশ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু চীন ও ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তর, ও বাহ্য অন্তরায়-সমূহ সেই সুদূরযুগে এত দুর্লঙ্ঘ্য ছিল, যে ইহাদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যান আদৌ সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরের গ্রীক্-চিন্তাপ্রণালী অনেক বিষয়ে সেই সময়কার ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সদৃশ, এবং এই দুই দেশের সংসর্গ এত বেশী ছিল না যে কেবল ঐ সংসর্গ দ্বারা এই সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। দ্বিতীয় যুগের তৃতীয় (অর্থাৎ নৈতিক উন্নতির) স্তরে, চীনের ও ভারতবর্ষের সভ্যতার অনেক বিষয়ে এরূপ আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়, যে কেহ কেহ মনে করেন যে সেই সময়ের চীনের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক লাউৎসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং সেখানকার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

একসময়ের সভ্যতার সহিত অন্যসময়ের সভ্যতার তুলনা অবশ্য অতি সাবধানে করিতে হয়। যেরূপ ভৌতাত্ত্বিক কোন যুগ বা অন্তর্যুগের জীবাবশেষ পরবর্ত্তী যুগ বা অন্তর্যুগের ভূপঞ্জরে কখন কখন আনীত হইতে পারে, সেইরূপ এক সময়ের সভ্যতার সাহিত্যাদির অবশেষ, পরবর্ত্তী সময়ে গৃহীত হইতে পারে, যেমন দ্বিতীয় যুগের যাবনিক ও হিন্দু-সভ্যতার মানসিক উৎকর্ষের ফল তৃতীয় যুগের প্রথমস্তরের সারাসেনগণের সাহিত্যে নিহিত রহিয়াছে।

যেমন পৃথিবীর এক অংশের ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় কোন কালের জীবসজ্ব, অন্য অংশের সেই কালের জীবসজ্বের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে, সেইরূপ সভ্যতার কোনও যুগে একদেশে যে সকল ফলাফল প্রসূত হইয়াছে, তাহারা অপর দেশে সেই যুগের প্রসূত ফলাফলের সহিত ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে। যথা—সভ্যতার দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ মানসোন্নতির পর্য্যায়, গ্রীসে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে

মিলেটসবাসী থেলিস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে এই পর্য্যায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রাচীন উপনিষদ্‌রচনার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্য্যায় ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে, চীনে লাউৎসে ও কন্‌ফিউসিয়সের সময় হইতে, পারস্যে জোরোয়াষ্ট্রীয় ধর্ম্মপ্রচারের সময় হইতে, এবং প্যালেষ্টাইনে সংস্কৃত-ইহুদী-ধর্ম্ম-প্রচারের সময় হইতে প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ভ সক্রেটিসের সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে। আবার এই নৈতিক উন্নতির প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব নানাদেশে নানাবিধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী ও বিশিষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

সমাজতত্ত্বের উপকরণ এত জটিল, এবং ঐ উপকরণ যে সকল লেখাদিতে পাওয়া যায় তাহা এত অসম্পূর্ণ, এবং ঐ লেখাদির অভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা এত দুরূহ, যে কোন জনসমষ্টি কোন সময়ে সভ্যতার এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা অধিকাংশস্থলে অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে অথবা সভ্যতার নিম্ন-স্তরে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহারা নিজ সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় সমাজে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আদিম প্রস্তরযুগে এমন ধীশক্তিশালী শিল্পী জন্মিয়াছিল, যাহাদের শিল্পকার্য্য এখনকার সেই শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের সহিতও তুলনা করা যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা যে সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে কলাশিল্পসূচিত সভ্যতার প্রথম স্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময়, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহারা পরবর্ত্তী স্তরগুলির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বলা চলে না, যে সেই সময়কার সমগ্র ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজ তত্তৎস্তরে উন্নীত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারতে গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক, গ্রীসে সক্রেটিস্ কর্ত্তৃক সভ্যতার তৃতীয় (অর্থাৎ নৈতিক) স্তর সূচিত হয় কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ কারণে, ঐ কথায় আপত্তি হইতে পারে। একদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পূর্ব্বেই উপনিষদ্‌রচয়িতৃগণ ও পাইথাগোরাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং অপরদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ এবং সক্রেটিস যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্কপ্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় স্তরের সূত্রপাতের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাতে উহার সময় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হয় এবং দ্বিতীয় তর্কপ্রণালীদ্বারা উহার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। স্থূল কথা, সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলেও উহাতে প্রথম স্তরের জনসংখ্যা বেশী দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা অসভ্যদশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র; এবং তত্রত্য উন্নত ব্যক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক্ তাহার বিপরীত পথে লইয়া যাইতে চায়। সভ্য

সমাজে সর্ব্বদাই এইরূপ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া চলিতেছে, এবং তৎপ্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব এত মতিভ্রমজনক যে এই সংঘর্ষণজাত শক্তির গতি নির্দ্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

একটি সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা প্রয়োজন যদ্দ্বারা এরূপ বিষমসমস্যার কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের কোন সমাজের ধীশক্তি বা নৈতিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাববিস্তার করিতে না পারেন—যাহাতে সমাজসমষ্টির জীবনে ও কার্য্যে তাঁহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ কোনও সমাজকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়-স্তরে উন্নত বলা যায় না। বর্ত্তমানযুগের পাশ্চাত্যসমাজে মানসিক উন্নতির প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে। উহা যে দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাতে নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী স্বার্থশূন্য অনেক মহাপুরুষ আছেন—যাঁহাদের জীবনে নৈতিক পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। কিন্তু সমগ্র সমাজে তাঁহাদের প্রভাব এতই কম যে, ইহাতে সামরিক ও লৌষ্ঠনাদি প্রথম-স্তরোচিত পাশবপ্রবৃত্তি সকল অদ্যাপি সাতিশয় বলবতী। বস্তুতঃ দ্বিতীয়স্তরোত্থিতসমাজে সাধারণতঃ ঐ সকল প্রবৃত্তির যেরূপ লাঘব হইবার কথা, তাহা না হইয়া কোন কোন বিশেষ কারণে বরং উহাদের এরূপ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, যাহা কেবল অসভ্যসমাজে লক্ষিত হয়। আমরা যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহা অবলম্বন করিলে, পাশ্চাত্যসমাজে অনেক সাত্ত্বিক মহাপুরুষের অস্তিত্ব সত্ত্বেও উহাকে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান দেওয়া যায় না।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, কখন সভ্যতার কোন যুগের বা স্তরের আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কাজেই তাহা অনেকটা অনুমান-সাপেক্ষ। যে সকল লেখাদি হইতে ঐ সময়-নিরূপণের উপকরণ সংগৃহীত হয় সাধারণতঃ তাহা এত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে ঐ সময়গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়-গুলির সন্নিকট হইবে—ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না।

যেরূপ কোন ব্যক্তি সহস্র সুবিধা সত্ত্বেও বাল্যকালে বা পৌগণ্ডে পৌঢ়ত্বের বুদ্ধির পরি-পক্কতা, অথবা পৌঢ়ত্বে বার্দ্ধক্যের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যক্তি-সমষ্টিরও পক্ষে সভ্যতার প্রথমস্তরে দ্বিতীয়স্তরের মানসিক উন্নতি, অথবা দ্বিতীয় স্তরে তৃতীয় স্তরের নৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভে সারাসেনদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি হিন্দু এবং গ্রীক্‌দিগের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ভক্ত হইয়াছিল। তাহারা দর্শন, গণিত চিকিৎসাশাস্ত্রাদির অনেক গুলি সংস্কৃত ও গ্রীক্ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিল। নবম ও দশম-শতাব্দীতে বোগদাদ্ কায়রো ও অন্দলেসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সমগ্র সারাসেন-সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে অবস্থিত ছিল, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহারা দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছে। তাহাদের মানসিক উন্নতি প্রধানতঃ কলাবিদ্যায় পর্য্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ভাস্কর্য্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাহারা অতি সামান্যই মৌলিক রচনা বা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দর্শন

ও বিজ্ঞানে তাহারা মাত্র ভারবাহী হইয়া ভারতীয় ও গ্রীক্‌সভ্যতার কতকগুলি অমূল্য আদর্শ তাহাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে।

ইউরোপের অসভ্যজাতিগণ সভ্যতার বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভে গতযুগের প্রাচ্য সভ্যতার উচ্চতমস্তরের একটী উৎকৃষ্ট ফল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে ঐ স্তরে উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে। তাহারা খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই, উহা তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে নাই, এবং যদিও তাহারা নামে উহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি বহুদিন যাবৎ তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহাদের প্রকৃতিতে খৃষ্টানধর্ম্মের পরার্থপরতা, কারুণ্য ও দয়াশীলতা কোনও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তজ্জন্যই তৎকালীন খৃষ্টানমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও য়িহুদী প্রভৃতি অখৃষ্টান ও স্বাধীনচেতা লোকদিগের প্রতি বিবিধরূপে বীভৎস অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না দেখা যায়।

অন্যান্য জৈবিকসংস্থানের ন্যায় সভ্যমানবেও স্থিতিবিধানের নিয়ম এই যে, জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সঙ্কীর্ণ। আদিমপ্রস্তরযুগের মনুষ্যাপেক্ষা নবপ্রস্তর-যুগে মনুষ্য উন্নত এবং তাহার বাসস্থানও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। সভ্যমানবের বাসস্থান আরও সঙ্কীর্ণ। পুরাকালের সভ্যতা, উত্তরভূগোলার্দ্ধের কতিপয় স্থানে আর্য্য, সিমীয় ও মঙ্গোলীয় এই তিন জাতির কয়েকটী শাখার ভিতরে আবদ্ধ ছিল। পৃথিবীতে যত সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রথমসোপানের উপর উঠে নাই, এবং যাহারা দ্বিতীয় সোপানে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল ৪। ৫টীই সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিতে পারিয়াছিল—ইহার কারণ কি?

পশুগণ তাহাদের শারীরিক অভাব ব্যতীত অপর কোনও অভাবের বিষয় চিন্তা করে না এবং যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহা হইলে এক এক শ্রেণীর পশুর অভাব চিরকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যায়। কিন্তু আদিমকাল হইতেই মনুষ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হয়। এই আকাঙ্ক্ষা হয় শারীরিক বা বাহ্যজীবনের অভাব, নয় আত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক জীবনের অভাব সম্বন্ধে প্রকাশ প্রায়। এই বিবিধ আকাঙ্ক্ষাই মানবোন্নতির মূল কারণ। ইহার মধ্যে বাহ্যজীবনের অভাব-মোচনাকাঙ্ক্ষা সকল জাতিরই মধ্যে বর্ত্তমান কিন্তু সকল জাতিতে সমানভাবে থাকে না। ইতিহাসের আরম্ভকালে ঐ আকাঙ্ক্ষা কেবল এশিয়ার সিমীয় আর্য্য এবং মঙ্গোলীয় জাতির কয়েকটি শাখাতে সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বহুযুগ ব্যাপিয়া অন্যান্য আদিমনিবাসিরা নীল, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা এবং পীত (yellow) নদীর উর্ব্বর উপকূলে বাস করিয়াও সভ্যতার প্রথম স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই, কারণ তাহাদের মধ্যে ঐ আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ঠিক্ ঐ সকল স্থলেই সিমীয়, আর্য্য ও মঙ্গোলীয় জাতির শাখাগুলির

মধ্যে ঐ আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বলবতী ছিল বলিয়া তাহারা আপন আপন সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যেরূপ সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে অল্পসংখ্যক জাতিতে বাহ্যিক জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সমধিক বলবতী দেখা যায়, সেইরূপ আবার এই সকল জাতির মধ্যে আরও অল্প সংখ্যার মধ্যে আভ্যন্তরিক জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হয়। তজ্জন্য অধিকাংশ জাতিরই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্তরেই পর্য্যবসিত হয়। যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে, তাহাদের সংখ্যা অতিশয় কম। ধনসঞ্চয়, বিলাসিতা, সুখস্বচ্ছন্দতাদি সাংসারিক উন্নতি বা শারীরিক সুখের আকাঙ্ক্ষা যে পথে চরিতার্থ হয়, নৈতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাহা হইতে বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিপরীতপথাবলম্বী। পাশবিকজীবনের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) যন্ত্রবিদ্যা শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতির প্রয়াসকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, কিন্তু সভ্যতার উচ্চতম ফলস্বরূপ যথার্থ নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে ঐরূপ সংগ্রামের কার্য্যকারিতা নাই। সভ্যতার উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিস্তরে পাশবিক জীবনসংগ্রাম-নিয়মের বিপরীত ভাগ পরিস্ফুট হয়। তখন ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সমষ্টিতে সমষ্টিতে জাতিতে জাতিতে অবিরাম বিরোধের অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূরে থাকুক, যাহারা দুর্ব্বল ও নিঃসহায়, তাহারা বলবান্ ও শক্তিশালী লোকের কবল হইতে এমন কি কখন কখন পশুদেরও মনুষ্যের কবল হইতে রক্ষা করা হয়। তখন নিঃস্বার্থপরতা দয়াধর্ম্ম এতদূর প্রসূত হয় যে অনেকে দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও পার্থিব-লাভের কামনা একেবারে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। অধিকাংশ মনুষ্য পার্থিবোন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী হয়। তাহারা জাতীয়-জীবনের মঙ্গলের জন্য, অর্থের, শিল্পের, অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু তৎপক্ষে পার্থিবোন্নতির বিরোধী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সার্থকতা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। এই জন্য অতিশয় অল্পসংখ্যক সমাজ, সভ্যতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইয়া থাকে।

কেন যে জগতের কতিপয় জাতিমাত্র, সকল জাতিতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত উন্নতির প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছে, এবং সেই উন্নতির গুণ ও মাত্রাই বা কেন এত বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, এ প্রশ্ন উঠিলে, বর্ত্তমানযুগে সর্ব্ববিধজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইলেও, মনুষ্যের অসম্পূর্ণতার কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়! শারীরিক ও অশারীরিক বংশানুক্রম, অপারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সংস্থান, এ বিষয়ের কতকটা মীমাংসা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বড় বেশী নহে। মানব যেমন কৃত্রিম নির্ব্বাচন দ্বারা উদ্ভিজ্জ ও পশু-জগতের উন্নতিবিধান করে, মানবসভ্যতার উন্নতিও অনেকটা সেই ভাবেই হয়। কেবল এক্ষেত্রে মানবের কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে এমন এক দৈবশক্তির কর্ত্তৃত্ব

আরোপ করিতে হইবে, যে শক্তি মানবোন্নতির ক্রমবিকাশকে কোনও এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতেছে, যাহার তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে।

—:o:—

সভ্যসমাজের স্থায়িত্ব।

পুরাকালে যে সকল সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখা যায়—ভারতবর্ষের ও চীনের সভ্যতা। অন্যান্যদেশের সভ্যতার বিনাশের পরও এই দুই সভ্যতা কেন জীবিত রহিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, কিরূপ অবস্থায় ঐ স্থায়িত্ব ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু সভ্যতালোপের ও সভ্যতার স্থায়িত্বের উদাহরণ এত অল্প যে, তাহা হইতে কোন নির্দ্দোষ সাধারণ মত স্থাপিত করিতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত নহে। যদিও ইহার চূড়ান্ত মীমাংসার আশা করা যায় না, তথাপি বিষয়টি এত গুরুতর যে এরূপ চেষ্টা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

একটি গুরুতর বিষয়ে চীনের ও ভারতের সভ্যতার ঐক্য এবং অন্যান্য সভ্যতার সহিত অনৈক্য ছিল। উভয়েই তৃতীয় স্তরে এতটা উন্নত হইয়াছিল যে, উহারা পার্থিব বা লৌকিক ও নৈতিক বা অলৌকিক উন্নতিবিধায়ক শক্তি সমূহের মধ্যে সাম্যস্থাপন করিতে এবং ঐ সাম্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কনফিউসিয়স ও লাউৎসের সময় হইতে চীন-নীতিতে, দয়া,পরোপকার প্রভৃতি গুণ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কনফিউসিয়স শিখাইয়াছেন, "যে ব্যবহার নিজে পাইতে চাহ না, পরের সহিত তেমন ব্যবহার করিও না," এবং লাউৎসে, গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি মনীষীর ন্যায় শিখাইয়াছেন, "যে তোমার অপকার করিয়াছে, তাহার উপকার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিও।" অতিপ্রাচীনকাল হইতেই চীনে এবং ভারতবর্ষে প্রজাসাধারণের উপকার করাই রাজ্যের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও ধন-সম্পত্তিকে কখনও সমাজ-মর্য্যাদার মানদণ্ড করা হয় নাই। উভয় দেশেই জনসাধারণ দ্বারা পুণ্য ও উচ্চজ্ঞান যেরূপ সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোনও দেশে হয় নাই। মহাত্মাদিগের পূজা যেরূপ ভারতবর্ষে সেইরূপ চীনেও ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। তৃতীয় স্তরে উন্নীত হইলে চীন এবং হিন্দুরা যুদ্ধপ্রিয়তা ও লুণ্ঠন প্রবৃত্তি হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান, জ্ঞান ও নীতিচর্চ্চায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের নিম্নে। চীনে সামাজিক মর্য্যাদাপর্য্যায়ে সৈনিক সর্ব্ব নিম্ন স্তরে। নরপতি-সমাজে বোধ হয় একমাত্র চীনের সম্রাটই তরবারি ধারণ করেন না। যুদ্ধনিপুণতাই যাঁহাদের খ্যাতির একমাত্র কারণ, চীনে এবং ভারতবর্ষে তাঁহারা, ঐ দুই দেশের সভ্যতা তৃতীয়-স্তরে উন্নীত হওয়া অবধি, কখনও বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।

স্বার্থশূন্যতা, পরোপচিকীর্ষা, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির প্রশমন প্রভৃতি গুণে ভারত ও চীনে যেরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ যে সকল সভ্যসমাজ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের সহিত অনৈক্য

দৃষ্ট হয়। গ্রীস্ সভ্যতার তৃতীয়স্তরে উঠিয়াছিল, কিন্তু উহাতে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রীক্‌সমাজে ধনসম্পত্তি এবং রণ-নৈপুণ্যের যেরূপ সম্মান ছিল, উচ্চজ্ঞান বা নীতিচর্চ্চার সেরূপ ছিল না। পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীসের অধিকাংশ মহাপুরুষেরা বিষম অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, কেহ কেহ নির্ব্বাসিত, কেহ কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভারতে এবং চীনে মহাত্মদিগের যেরূপ সমাদর ছিল, গ্রীসে তাহার কিছুই ছিল না। গ্রীসের নৈতিকভাবের মধ্যে প্লেটো কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত এই চারিটি মুখ্য গুণের উপরি, বিজ্ঞতা, সাহস, অপ্রমত্ততা এবং ন্যায়, আরিষ্টটলের গুণাবলী স্থাপিত। দুইটির কোনটিতেই সার্ব্বজনীন প্রেমের ত কথাই নাই, নিজ-জাতি-সংশ্লিষ্ট সঙ্কীর্ণ দয়ারও স্থান নাই। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ দেশে দরিদ্রে ও ধনবানে, নিম্ন-শ্রেণীতে ও উচ্চশ্রেণীতে অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। গ্রীসে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির এত উৎকর্ষ হয় নাই যে উহাদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতি স্থাপন করিতে পারে। তিন শতাব্দী ধরিয়া ইহারা পরস্পরকে ঘৃণা ও পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন নিম্নশ্রেণী ক্ষমতাপন্ন হইত, তখন তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোকগুলিকে হয় নির্ব্বাসিত করিত, নয় তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। আবার যখন উচ্চ-শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা ফিরিয়া আসিত, তখন তাহারাও নিম্নশ্রেণীর সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করিত। এইরূপে ক্রমাগত জাতীয় সংহতির ক্ষয় হইত এবং তজ্জনিত আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতাই গ্রীক্‌সভ্যতার অবসানের কারণ হইয়াছে। গ্রীস্ যদি ভারত ও চীনের ন্যায় ঐক্যময় সভ্যতা স্থাপন করিতে পারিত, যদি তাহার সভ্যতার লৌকিক ও আত্মিক উপাদানগুলিতে সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা হইলে উহা তাহার স্বাধীনতার সহিত বিনষ্ট হইত না।

অতিরিক্ত অনাত্মবাদের বিষময় ফল রোমের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান। গ্রীকদিগের অনুকরণ করিয়া রোম দ্বিতীয় অর্থাৎ মানসিক উন্নতির স্তরে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় স্তরে পদার্পণও করিয়াছিল এরূপ বলা যায় না। রোম নিরতিশয় ঐহিকতায় নিমগ্ন ছিল। রোমের জনসাধারণের পাশবপ্রবৃত্তি কিরূপ বীভৎস ছিল, তাহা রোমক-সাম্রাজ্যের সকল প্রধান নগরীর রঙ্গভূমিতে নিষ্ঠুর-ক্রীড়া-প্রদর্শনেই সুব্যক্ত। কখনও কখনও রঙ্গভূমিস্থ হিংস্র জন্তুগুলিকে সশস্ত্র লোকের সমক্ষে না ছাড়িয়া দিয়া উলঙ্গ ও আবদ্ধ লোকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই কদাচার সাম্রাজ্যের সমস্ত নগরীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যগণকে জনসাধারণের আমোদের জন্য ঐরূপ ক্রীড়া-প্রদর্শনে বাধ্য করা হইত। এইরূপে স্ত্রী-পুরুষ ও বয়ঃক্রমনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক হিংস্র পশুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইত। কিন্তু রোমের জাতীয় আমোদ ছিল, গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ। সশস্ত্র মনুষ্যগণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমরণ যুদ্ধ করিত। অগষ্টস তাঁহার জীবিতকালে দশ সহস্র গ্লাডিয়েটরকে যুদ্ধ করাইয়াছিলেন এবং ট্রোজান চারিমাসেই ঐ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

অর্থ ও ক্ষমতা পাইয়া রোমের জনসাধারণ নিতান্ত ভ্রষ্ট-চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বিধি-ব্যবস্থার কোনও মূল্য ছিল না। কোনও বিচারার্থীকে পূর্ব্বে উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়া তবে বিচারের আশা করিতে হইত। সমাজ অতিশয় কলুষিতও হইয়াছিল। রোম-নগরী নরক-তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হত্যাকাণ্ড, পিতা মাতা পতি পত্নী বন্ধু সকলকেই প্রতারণা, বিষপ্রয়োগ, পরদারহরণ, অগম্যাগমন ও অন্যান্য অকথ্য পাপ—ফলতঃ মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তিপ্রসূত যত প্রকার কদাচার হইতে পারে তাহার কোনটাই অনাচরিত ছিল না। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী-লোকেরা এতদূর লালসাময়ী, ভ্রষ্টচরিত্রা এবং ভয়ঙ্করী হইয়াছিল, যে কোনও পুরুষকে উহাদের বিবাহ করিতে স্বীকৃত করা অসম্ভব হইয়াছিল। অবৈধসহবাস বিবাহের স্থল অধিকার করিয়াছিল এবং অবিবাহিত-কন্যাগণ অভাবনীয় নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিত। ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যে সিজার বিবাহের পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু-সন্তানবতী বিবাহিতা রমণীকে তিনি পুরস্কৃত করিতেন, এবং ৫৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ও সন্তান-হীনা স্ত্রীগণকে অলঙ্কার ধারণ করিতে, শিবিকারোহণে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিধিব্যবস্থাতেও উপরি-উক্ত কদাচার-নিচয় নিরাকৃত হওয়া দূরে থাকুক, বরং এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে অগষ্টস যখন দেখিলেন, কেহ আর বিবাহ করিতে চাহে না এবং জনসাধারণ ক্রীতদাসীর সহিত অবৈধ সহবাসই ভালবাসে, তখন তাঁহাকে অবিবাহিতের উপরি দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং তিনি এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কেহ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও বিষয় "উইল সূত্রে" পাইতে পারিবে না। ইহাতেও যে রোমের রমণীরা লালসাপরিতৃপ্তি করিতে বিরত তাহা নহে, তাহাদের নষ্টচরিত্র তাহাদিগকে এমন কুৎসিত কার্য্যনিচয়ে প্ররোচিত করিত যে, তাহার বর্ণনা করা আধুনিক কোনও গ্রন্থে সম্ভব নহে। কনসল-পরিবর্ত্তনের হিসাবে বর্ষ-গণনা না করিয়া, তাহারা বর্ষগণনা করিত নিজেদের নায়ক-পরিবর্ত্তন হিসাবে। উদরপরায়ণতা ও জঘন্য বিলাসিতার উদাহরণ রোমের ইতিহাসে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। কথিত আছে, রোমের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা "ভোজন করিত বমন করিবার জন্য এবং বমন করিত ভোজন করিবার জন্য"।

রোমকসাম্রাজ্যের বিস্তার ও তজ্জনিত সাংসারিক উন্নতির পরিপুষ্টি এমন কতকগুলি হেতুর সঞ্চার করিয়াছিল, যাহাদের ফলে রোমকজাতি ও রোমকসভ্যতার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সম্পত্তি-কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়পরতা কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল, আমরা এই মাত্র তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যে সমাজের নৈতিক বল এত কম, তাহার দীর্ঘ জীবনের আশা করা যায় না। জাতি-সংরক্ষার্থ সুসন্তান প্রসব করিতে হইলে রমণীগণের সতীত্বের আদর্শ পুরুষের অপেক্ষা উচ্চ হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সেই আদর্শ রোমে নিতান্ত কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। রোমকসাম্রাজ্যের অতি বিস্তারে রোমের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার সাতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাই রোমক-জাতির ক্ষয়ের একটি বিশেষ কারণ। প্রতিবৎসর রোম অনেকগুলি করিয়া সুসন্তান যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিত। ইহাদের গৌরবময় বিজয়লাভের ফলে

রোমের সাম্রাজ্য এবং দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু ঐ ঘটনাই রোমগণকে নষ্টচরিত্র করিয়া নানারূপে শেষে রোমের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই স্বহস্তে ভূমি-কর্ষণকারী সামান্যভূম্যধিকারী প্রাচীন রোমকগণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যের চিন্তা রোম-রাজ্যের মেরুদণ্ড-স্বরূপ রোমক-কৃষকগণের তিরোধানের একটি প্রধান হেতু হইয়াছিল। যখন সিসিলি ও আফ্রিকা হইতে প্রচুর শস্য আসিতে লাগিল, তখন আর ইটালীর সামান্য ভূম্যধিকারীরা শস্য উৎপাদনে লাভ করিতে পারিত না। তাঁহারা আপন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ধনাঢ্য প্রতিবেশিগণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। জ্যেষ্ঠ প্লিনি বলিয়াছেন যে বিস্তৃতভূম্যধিকারীই ইটালীর সর্ব্বনাশের কারণ। বিস্তৃত-ভূম্যধিকারীরা দেখিল যে ক্রীতদাসের পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন সুবিধাজনক। তাই আর পুরাতন কৃষককুল কোন কাজ পাইত না, এবং গৃহহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। টাইবিরিয়স গ্র্যাকাস বলিয়াছেন—"ইটালীর বন্য জন্তুদেরও মাথা গুঁজিবার স্থান আছে, কিন্তু যাহারা ইটালীর জন্য নিজ হৃদয়-শোণিত দিতে প্রস্তুত, তাহাদের কেবলমাত্র আলোক আর নিঃশ্বাসের বাতাস আছে—তাহারা আশ্রয়ের অভাবে স্ত্রীপুত্রসহিত ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা নামে পৃথিবীর অধিপতি, তাহাদের নিজস্ব এক ফুট জমিও নাই।" উচ্ছিন্ন কৃষককুল চারিদিক্ হইতে রোম নগরীর দিকে ছুটিল। তদ্ভিন্ন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ক্রীতদাসগণের সন্তানগণও নগরী পরিপূর্ণ করিল। গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, এসিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স, পৃথিবীর সকল দিক্ হইতে সকল জাতির লোক স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও দাসরূপে বিক্রীত ও পরে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়া নাগরিক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে রোমক-নামধারী এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইল। ইহারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না, ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে শস্য ও তৈল বিতরণ করিত। এই হতভাগ্য অলস ব্যক্তিগণই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা হইয়াছিল। ইহারাই নির্ব্বাচন-দিনে ফোরম জুড়িয়া থাকিত, এবং বিধিপ্রণয়ন ও ম্যাজিষ্ট্রেট-নিয়োগ করিত। ঐ সকল পদের প্রার্থিগণ আমোদজনক প্রদর্শনী ও ভোজাদি দ্বারা উহাদের অনুগ্রহ-লাভের চেষ্টা করিত। প্রকাশ্য দিবালোকে ভোট-বিক্রয়ের বিস্তৃত আয়োজন হইত।

নৈতিক উন্নতিবিহীন সভ্যতার আর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ আসিরিয়া। ইহা বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আসিরীয়গণ রোমকদিগের ন্যায় প্রভূত পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়াছিল। উহারা বর্ণ-বৈচিত্র-বিশিষ্ট সূচিশিল্প-সমন্বিত পরিচ্ছদ, হস্তিদন্তে স্বর্ণখচিত ও খোদিত কারুকার্য্য, কাচের ও বহুবিধ ধাতুময় দ্রব্য, মূল্যবান্ ও মনোহর গৃহসজ্জা ও অশ্বসজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়াছিল এবং উহাদের প্রভুত্বের বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের নৈতিক উন্নতি এতই সামান্য ছিল যে, আসিরীয়ার রাজারা তাঁহাদের উৎকীর্ণ-লিপিতে বারম্বার নিজেদের নিষ্ঠুরতার এরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেন ইহা একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। একজন রাজা বলিয়াছেন "আমি ২৬০ জন যোদ্ধার

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ডগুলির স্তূপ নির্ম্মাণ করিলাম।" আর একজন বলিয়াছেন "আমি প্রতি দুই জনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ করিলাম; নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া আমি বিদ্রোহী অধিনায়কগণের চর্ম্ম উন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা এই প্রাচীর আচ্ছাদিত করিলাম; কতকগুলিকে জীবদ্দশায় এই প্রাচীরের সহিত প্রোথিত করিলাম; কতকগুলিকে এই প্রাচীরে ক্রুশবিদ্ধ অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম।" আসিরিয়ার ইতিহাস তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদিত লুণ্ঠন ও হত্যা-বিবরণে পরিপূর্ণ। আসিরিয়ার নিষ্ঠুরতা ও রণ-হত্যাদি-প্রবণতা এরূপ প্রবল হইল, যে বিজিত জাতি সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইত, তাই যুদ্ধের আর বিরাম ছিল না। এইরূপে আসিরিয়া ক্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে মিডিয়া নামক একটী সবল জাতি অনায়াসে তাহাকে পরাভূত করিল। ইহুদী ধর্ম্ম-বক্তারা যাহাকে সিংহের আবাসভূমি রক্তপ্লুতনগরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই নিনেভীই নগরী বিজিত ও ধূলিসাৎ হইল। ধর্ম্মবক্তা নাহুম বলিয়াছেন "নিনেভীই ধ্বংস হইয়াছে, কে তাহার জন্য শোক করিবে?"

দীর্ঘজীবী চীন ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সহিত গ্রীক্, রোমক ও আসিরীয়ের ন্যায় স্বল্পজীবী সভ্যতার নৈতিক প্রভেদ অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রদর্শিত হইল, এবং ঐ প্রভেদ-প্রযুক্ত ইহাদের সভ্যতার কিরূপে বিনাশ হইল তাহারও কতকটা আভাস দেওয়া গেল। সভ্যতার বিলোপ বলিলে এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে উহার সঞ্চিত জ্ঞানরাশিরও উচ্ছেদ হইয়াছে। যে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় পার্থিব উন্নতির অনুরাগী, যাহার জীবন কেবল পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও সম্পদে আবদ্ধ, সে যদি ইহাকে হারায়, তাহা হইলে ভবিষদ্বংশীয়গণের জন্য রাখিয়া যাইবার আর তাহার কিছুই থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তির পার্থিব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আত্মিক উন্নতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং যাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পার্থিবসমৃদ্ধিতে নিমগ্ন না থাকিয়া, উচ্চতর আদর্শের ও অপার্থিব বস্তুর সন্ধানে ফেরে, সে পার্থিব ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইলেও নিজ অন্তরস্থ সবস্তুর প্রভাবে অটুট থাকে। তাহার উন্নত জ্ঞান, তাহার ঐশ্বর্য্য বা শরীরনাশের সহিত বিনষ্ট হয় না, ভবিষ্যদ্-বংশীয়গণের জন্য থাকিয়া যায় এবং মানব-জাতির উপকার সাধন করে। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমষ্টি সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটে। রোম এবং আসি-রিয়ার ন্যায় যাহাদের সভ্যতা পার্থিব সম্পৎ ও পরাক্রমে প্রধানতঃ পর্য্যবসিত হয়, তাহাদের উহা হারাইলে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু কোনও জাতির পক্ষে উচ্চজ্ঞানোন্নতি-বিধায়িনী শক্তি জড় জীবনের প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন হইলেও উহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ উহারই সাহায্যে উক্ত জাতি অন্যান্য জাতিকর্তৃক জড়জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হইলেও, নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে; এবং ঐ শক্তি সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও অমূল্য, কারণ অতীতবংশাবলীর ধনসম্পত্তি বা রণনৈপুণ্য অপেক্ষা উহাদের উচ্চজ্ঞান বা নৈতিক উন্নতি দ্বারাই মানবের যথার্থ উপকার হয়।

চীনের এবং ভারতের ইতিহাসে সমাজবিজ্ঞানের এই মূল সত্যটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অনেকের কাছে বিরোধোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা সত্য যে চীনের সৈন্যবল বা ধনসম্পত্তি তাহার সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। উহার নৈতিক উন্নতিই উহাকে রক্ষা করিয়াছে। চীন বহুবারই বিদেশী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে কিন্তু তাহার নৈতিক-জীবনী-শক্তি এত বেশী যে কেহই তাহার হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে নাই। চীন, বিজয়ী বিদেশীয়গণকে নৈতিকবলে পরাভব করিতে কখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই। স্বীয় নৈতিকশক্তির বলে বিদেশী বস্তুকে নিজেদের সভ্যতায় মিশাইয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তাহার সভ্যতার স্থায়িত্ব এত সুনিশ্চিত হইয়াছে। টারটার, মোগল কিংবা মাঞ্চু সকল বিদেশী বিজেতৃগণ কিছুদিন পরে প্রকৃতপ্রস্তাবে চীনের লোক হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই চীনের ভাষা, আচার, ব্যবহার ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া কন্‌ফিউসিয়াস প্রভৃতি চীন-মহাত্মগণের ভক্ত ও উপাসক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার নৈতিক উন্নতির ফলে বিজাতীয় উপকরণ গুলি তাঁহার সভ্যতায় মিশাইয়া লইয়া উহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। যখন ভারতবর্ষ তৃতীয় স্তরে উঠিয়াছিল, তখন অনার্য্যগণের জাতীয় পার্থক্য অপসৃত হইয়া, ইতিহাসবিশ্রুত একই আদর্শে এবং একই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত "হিন্দু" নামক এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে ভারতবর্ষ গ্রীক্, পার্থিয়ান, শক এবং হূণ প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী জাতির আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল, এবং উহারা স্থানে স্থানে নিজেদের অধিকার-স্থাপনেও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ উহারা বিতাড়িত কিংবা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সাহিত্য আচার গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গ্রীক্ নরপতি মীনাণ্ডার খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বুদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং মিলিন্দ নামে "মিলিন্দ-পংহে" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। শকরাজ কুশান শিবভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কনিষ্ক ও তাঁহার পুত্র হুনক বুদ্ধভক্ত ছিলেন। পার্থিয়ান বংশের পহ্লবগণ চারি শতাব্দী ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং সর্ব্বতোভাবে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সময় হইতে কাঞ্চীনগরী হিন্দুধর্ম্মের একটি পীঠস্থান-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সৌরাষ্ট্রের শক অধিপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের হয় ব্রাহ্মণ নয় বৌদ্ধশাখা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মুসলমান-বিজয়ে হিন্দুরা অনেক স্থানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরও তাহাদের সমাজ ও সভ্যতা জীবিত ছিল। এই স্থায়িত্বের প্রধান কারণ, তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। উহাই তাহাদিগকে শস্ত্রাঘাতের ভয়ে বা পার্থিব উন্নতির প্রলোভনে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিবার সাহস দিয়াছিল। উহা যে শুধু মুসলমান্-বিজয়রূপ প্রবল সংহারশক্তির অদমনীয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নহে; সময়ে মুসলমান্-হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া মুসলমান-সভ্যতার শাসন-নীতির উপর বিলক্ষণ-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ ক্রমশঃ অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের অন্যধর্ম্মানুরাগ

হিন্দুগণের দার্শনিকচিন্তার প্রভাবে ক্রমশঃ সংযত হইয়াছিল, এবং মুসলমানধর্ম্মের ও শাসনতন্ত্রের উপর হিন্দুর প্রভাব ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়াছিল।

আকবরের সিংহাসনারোহণ হইতে সাহজাহানের রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম কাল। আকবর এবং তাঁহার সুশিক্ষিত সভাসদ্ ভ্রাতৃদ্বয় ফাইজি ও আবুলফাজল বিশেষরূপে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। আবুলফাজলকে তাঁহার সমসাময়িক অনেকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করিতেন। আকবর হিন্দুদিগের মত গোহত্যাকে "পাতক" বলিয়া ভাবিতেন এবং গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছিলেন। আকবরের পত্নীদের মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এবং জাহাঙ্গীর ইহাদের একজনের সন্তান। জাহাঙ্গীরের দশটী স্ত্রীর মধ্যে ছয়টী হিন্দু ছিলেন এবং সাহজাহান ইহাদের মধ্যে একজনের সন্তান। তাঁহার ধমনীতে মুসলমান্ অপেক্ষা হিন্দু-শোণিতই বেশী ছিল। আকবর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি যৌবনাবধি হোম করিতেন। গোঁড়া মুসলমান্ ইতিহাস-লেখক বেদৌনি লিখিয়াছেন—"হিন্দুদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি নিজ অনুভবমতানুসারে অনেকগুলি হিন্দু আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস আপনার রাজদরবারে চালাইয়াছেন এবং এখনও চালাইতেছেন।" কেহ কেহ বলেন, আকবরের বিশেষ প্রিয়পাত্র রাজা বীরবল তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্ম ছাড়াইয়াছিলেন। বেদৌনি বলেন যে, বীরবলের মৃত্যুতে আকবর যেমন শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তেমন কোনও মুসলমান্ ওমারাহের মৃত্যুতে হন নাই। আকবরের হিন্দুপ্রীতিমূলক নীতি, গোঁড়া মুসলমানগণের হৃদয়ে যে হিংসানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা বেদৌনি প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু মানসিংহ, টোডরমল, বীরবল এবং ফাইজি ও আবুলফাজেল (যাঁহারা হিন্দুর মধ্যে গণ্য) আকবরের পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট্ যাহা করিতে পারেন নাই, ইঁহারা তাহা করিয়াছিলেন, ন্যায়সঙ্গত ও উদার-নীতির ভিত্তির উপরি স্থাপিত করিয়া মোগলসাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

আকবরের হিন্দুপ্রীতিমূলক রাজনীতি জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের সময়ও চলিয়াছিল। দারা ও ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উদারমতের ও সঙ্কীর্ণমতের, হিন্দুপ্রীতিমূলক ও হিন্দু-বিদ্বেষমূলক রাজনীতির যুদ্ধ। দারা আকবরের মতাবলম্বী ছিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমান্-মতসমূহের সামঞ্জস্য করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপনিষদের পারস্যভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের মত তিনিও বিধর্ম্মী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসিদিগের সহিত মিশিতেন। তিনি ঈশ্বরের মহম্মদীয় নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু "প্রভু" নাম ব্যবহার করিতেন এবং অঙ্গুরীতে হিন্দিভাষায় ঐ নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মুসলমানসাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দু-সভ্যতার বিশেষ কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। তৃতীয়স্তরে যে নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমানরাজত্বকালে তাহা বজায় ছিল। বারাণসী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃতশিক্ষা অনেকটা পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু চলিতভাষায় লিখিত সাহিত্যের অভ্যুত্থান

পরিপুষ্টি দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে একনাথ ও তুকারাম, উত্তরভারতে সুরদাস ও তুলসীদাস, বঙ্গে মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং বৈষ্ণব কবিগণ, দাক্ষিণাত্যে তিরুবল্লভের কামবর প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নাহরণ-পূর্ব্বক হিন্দু-মনীষিদিগের শিক্ষা লোকমধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। রামানন্দ, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য ও নানক-প্রমুখ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মসংস্কারকগণ জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ রাখিয়াছিলেন।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যে দুইটি সভ্যসমাজ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একবিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে—তাহাদের সাংসারিক উপাদান নৈতিক উপাদানের অধীন; যে সভ্যসমাজগুলি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এক-বিষয়ে সাম্য ছিল—তাহাদের সাংসারিক উন্নতির মাত্রা অনুচিতরূপে নৈতিক উন্নতির উপরি উঠিয়াছিল। আপাততঃ আমরা যতটুকু সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়।

প্রথম—যে সকল সভ্যসমাজের সাংসারিক বা ভৌতিক উপকরণ,নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উপকরণ অপেক্ষা প্রবল তাহারা ক্ষণস্থায়ী। উহাদের পিচ্ছিলবালুকারাশির উপরি নির্ম্মিত সুরম্য সৌধের ন্যায় অচিরেই হউক্ বা বিলম্বেই হউক্ পতন অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়—যে সকল ভৌতিক শক্তি সাংসারিক উন্নতি বিধান করে এবং যে সকল পার্থি-বেতর শক্তি উচ্চনীতিসংক্রান্ত উন্নতি বিধান করে, তাহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করা এবং ঐ সামঞ্জস্যরক্ষা করার উপরি সভ্যসমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এরূপ সামঞ্জস্যের জন্য প্রথমোক্ত শক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত শক্তি প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। কারণ, মানব স্বভাবতঃ স্বার্থপর ও সাংসারিক উন্নতি-বিধায়ক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গেই ধাবমান হয়; নৈতিক উন্নতি-বিধায়ক বিরুদ্ধশক্তি অধিকতর প্রবল না হইলে তাহাকে কিয়ৎপরিমাণেও নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক-জীবনে যে জ্ঞানে সামরিক রাজনৈতিক বা আর্থিক কার্য্যপটুতা সাধিত হয় তদপেক্ষা যে জ্ঞানে উচ্চ নৈতিক উন্নতি সাধন করে তাহার সার্থকতা অধিক। হিন্দুমহাত্মারা সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল সত্যটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। উচ্চ নৈতিক উন্নতিই জ্ঞানানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাদের জীবনে ও সাহিত্যে বিঘোষিত। তাঁহারা সাধারণতঃ ঐহিক বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং আশ্রমের নির্জ্জনতায় দরিদ্রভাবে থাকিতে ভাল বাসিতেন। গীতাতে সাত্ত্বিক-জ্ঞানের উদ্দেশ্য এইরূপ :—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাশক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

জনসাধারণের মধ্যে চাণক্যশ্লোকেও ঐরূপ :—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ॥
ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

ভগবদ্গীতা, ধর্ম্মশাস্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুমনীষিদের উচ্চনৈতিক আদর্শের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, গীতার কয়েকটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম-ফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

সমাজতত্ত্বের আর একটী গুরুতর বিষয়ে আমাদের মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে সমাজ যতই কেন উন্নত হউক্ নিম্নস্তরে উহারা অবস্থিত। অধিকসংখ্যক লোক জ্ঞানমার্গে বিশেষ অগ্রসর হইতে অক্ষম, তজ্জন্য উহাদের পক্ষে ভক্তি ও কর্ম্মমার্গ নির্দ্ধারিত করিয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও বিবিধ ব্রতাদির বিধিব্যবস্থা দ্বারা উহাদিগকে সর্ব্বভূতহিতমূলক উচ্চনীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ, রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরমহংস পর্য্যন্ত আমাদের সমাজসংস্কারক মহাপুরুষদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল—পথভ্রষ্ট ভারত-সন্তানদিগকে আমাদের প্রাচীন এবং প্রশস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে কি করিয়া আনা যায়। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, উন্নত-সমাজের সুখ এবং স্থায়িত্বের প্রধান উপকরণ ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে সমষ্টিতে অবিরাম সংগ্রাম নাই, ঐরূপ সংগ্রাম হইতে বিরতি, শারীরিক বল নহে, আত্মিক বল, জিগীষা—জিঘাংসা এবং যুদ্ধের ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি নহে, সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থত্যাগ, ন্যায়পরতা এবং পরোপচিকীর্ষা।

পঞ্চম পরিশিষ্ট।

নবম

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

ইতিহাস-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের—

সম্বোধন।

ইতিহাস-শাখার সভাপতির কর্ত্তব্য, ইতিহাস কি জিনিস, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝাইয়া দেওয়া। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বে এই শাখার দুই জন কীর্ত্তিমান্ সভাপতি, এখনকার ইতিহাস কিরূপে গঠিত হইবে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং সে দিকে আর পুনরুক্তি না করিয়া, আমাদের ভারতবাসী ইতিহাস বলিতে কি বুঝিতেন, কিরূপ ভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিতেন, কত দিক্ দিয়া ইতিহাসের আলোচনা চলিতে পারে, এ বিষয়ে বাঙ্গালী কি করিয়াছেন, আমাদের কি করিতে হইবে—অতি সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ইতিহাস কি?

অথর্ব্ব-সংহিতা (১৫।৬।৪), শতপথ-ব্রাহ্মণ (১৩।৫।৪।১০), ও ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৭।১।১) এই ত্রিবিধ শ্রুতির মধ্যেই ইতিহাসের উল্লেখ পাইয়াছি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাস "পঞ্চম বেদ" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ইতিহাস কি? মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত-কথা আছে, তাহাই ইতিহাস।

বিষ্ণুপুরাণের টীকায় (৩।৪।১০) শ্রীধরস্বামী এইরূপ আর একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আর্য্যাদি-বহুব্যাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ং।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্‌॥"

ঋষিপ্রোক্তাদি বহু ব্যাখ্যান, দেবর্ষি-চরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে তাহাই ইতিহাস।

মহাত্মা চাণক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র—এইগুলি লইয়া ইতিহাস।†

আমাদের ভারতবাসীর প্রাচীনতম ইতিহাস কি জিনিস তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইতিহাসে চতুর্ব্বর্গ-ফল-লাভের কথা আছে বলিয়াই ইতিহাস পঞ্চম বেদ বলিয়া শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্য স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে ইতিহাসের সমাদর। তাই গৃহ্যসূত্রে ও মন্বাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে ইতিহাস ও পুরাণ শুনাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।‡ কিন্তু আমাদের ভারতের সেই লিপিবদ্ধ আদি ইতিহাস কই? মহাভারতে আছে—

"আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্ব্বরিষ্ঠো চতুষ্পদাং॥ ২৬৫
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।
যশ্চৈনং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্‌ পাদমন্ততঃ॥ ২৬৬
অক্ষয্যমন্নপানং বৈ পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠতে।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥ ২৬৭

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১ অঃ)

অর্থাৎ বেদের মধ্যে যেমন আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র এবং চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ইতিহাস-সমূহের মধ্যে ভারত

---

† "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্ম্মশাস্ত্রং অর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।" (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র)

‡ "স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥" (মনু ৩।২৩২)

"আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাসপুরাণানীত্যাখ্যাপয়মানাঃ।" (আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৫।৩)

শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে এই ভারতের অন্ততঃ এক চরণও শুনান, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন ও পান পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত মহাভারতীয় শ্লোক হইতে বুঝিতেছি যে, মহাভারত আমাদের ইতিহাস; তৎপূর্ব্বেও বহু ইতিহাস ছিল, ভারত তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে (৩।৪।৪) "ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ" ইত্যাদি বচন হইতে মনে হইবে যে, তৎকালে 'ভারত' ও 'মহাভারত' নামে বিভিন্ন ইতিহাস প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রচলিত মহাভারত হইতেও জানিতে পারি, প্রথমে লক্ষশ্লোকী মহাভারত প্রচলিত হয় নাই, মহাভারতেই আছে—

"চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

ব্যাসদেব প্রথমে ২৪০০০ শ্লোকময়ী ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান প্রচলিত সংস্করণ-সমূহে সেই আদি ইতিহাসের অনেক কথা থাকিলেও উপাখ্যানাদির সহিত অনেক অবান্তর বিষয় প্রবিষ্ট হওয়ায় আজ মহাভারতকে অনেকে ইতিহাস বলিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু যে যুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের আদর্শ ধরিয়া আমরা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসের উপাদান স্বীকার করি, তাঁহারা কি বলিতেছেন শুনুন—

"* * * * It is evident that Freeman's definition of history as 'past politics' is miserably inadequate. Political events are mere externals. History enters into every phase of activity, and the economic forces which urge society along are as much its subject as the political result, In short the historical spirit of the age has invaded every field."

Encyclopædia Britannica, 11th. Ed. (1911),
Vol. XIII, p, 527.

সুতরাং পাশ্চাত্য বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের মত ধরিলে মহাভারতকেও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। আমাদের আদি ইতিহাস-সমূহের সার মহাভারতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব, দেব ঋষি পিতৃ প্রভৃতি সকল প্রকার জীবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভারতের সকল প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ, দুর্গ নগর তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদায় জীবস্থান, ধর্ম্মরহস্য, কামরহস্য, বেদচতুষ্টয়, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মার্থকামবিষয়ক

নানা শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ প্রভৃতি লোকযাত্রাবিষয়ক শাস্ত্র সকল আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্ ইতিহাসের যেরূপ ব্যাপকত্ব বা বিষয়-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, মহাভারত-রূপ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সেইরূপ ব্যাপকতাই পাইতেছি।

ইতিহাসের প্রামাণিকতা

যাহা ধ্রুব সত্য, যে সত্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই ইতিহাস। সেই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইতিহাসের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ইতিহাস-পুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতে" (শারীরক-ভাষ্য ১।৩।৩২) অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণও পৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণান্তরমূলতা (অর্থাৎ বেদের পর গৌণ প্রমাণ বলিয়া) স্বীকার করিতে হইবে। কেন স্বীকার করিব? তদুত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতা-বিগ্রহাদি-প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষ-মূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হি অস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবতাভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে।" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক বলিয়াই তাহা দেবতা-বিগ্রহাদির প্রপঞ্চনির্ণয়ে সমর্থ। ইহাও সম্ভবপর যে ঐ গুলি প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রাচীনদিগের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এই কারণেই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্যাস প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত প্রত্যক্ষ-রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিগণ জানিতেন, যাহা প্রত্যক্ষমূলক বা সমসাময়িক লোকের রচিত, যাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস।

আমাদের ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিকতা ও প্রামাণিকতা এখনকার ব্যবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না, তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাল করিয়াই বুঝাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং মহাভারত-পুরাণগুলির চরিতাদি ঠিক্ কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহার সন তারিখ জানা না থাকিলেও তাহা কেবল কাব্য বা উপাখ্যানগ্রন্থ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। সমসাময়িক ঘটনা, সমসাময়িক মনীষী দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পুরাকালের সেই সকল বিক্ষিপ্ত পুরাকথাগুলি পরবর্ত্তীকালে যিনি একত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস বা সংগ্রহকার নামে পরিচিত হইয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, নানা রাষ্ট্রবিপ্লব,

সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস গুলির অধিকাংশ বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়াছে, তাই অতিপ্রাচীন ভারতের খাঁটী ইতিহাস বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের নিকটে 'মহাভারত' ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হয় না। তথাপি যতই ভেজাল হউক, যতই প্রক্ষিপ্ত উপকরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-সমাজে মহাভারত ইতিহাস বলিয়াই পরিচিত।

মহাভারতীয় যুগের পরও বরাবর প্রত্যেক রাজবংশের ইতিহাস সেই সেই রাজবংশের চরিতাখ্যায়ক বা সূতমাগধাদি দ্বারা লিপিবদ্ধ হইত; রাষ্ট্রবিপ্লবে সে সমুদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের পুরাণসমূহে রাজবংশ প্রসঙ্গে সেই সেই রাজগণের নাম ও রাজ্যশাসনকাল মাত্র পাইতেছি। তাঁহাদের বিস্তৃত ইতিহাস বিলুপ্ত হইলেও মহাভারত-পুরাণ আমাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অবশ্যপাঠ্য বলিয়া অবধারিত থাকায় এককালে তাহা লোপ পাইতে পারে নাই। তাই পুরাণ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের ক্ষীণ কঙ্কালের সন্ধান পাইতেছি। তাহাও আবার পরবর্ত্তী অনভিজ্ঞ লেখকের দোষে নানাপাঠ-বিপর্য্যয়ে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইতে বসিয়াছে।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, মাকিদনবীর আলেকসন্দরের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাসরচনার সূচনা; তদনুসারে অনেকেই মৌর্য্যাধিপত্যকাল হইতেই আমাদের ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল অবধারণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঐ সময়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-জগতে ধারাবাহিক ইতিহাসরচনার সমাদর বাড়িয়াছিল, সমসাময়িক লিপি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বাহির হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ভারতে যবন বা গ্রীক্‌প্রভাবের ফলেই ও তাঁহাদের আদর্শেই নানা শিলালিপি উৎকীর্ণ হইতে থাকে,—প্রবাদ, উপাখ্যান বা কল্পনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঐ সময় প্রকৃত ঘটনা খোদিত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে ভারতেও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতে যে পারসিক বা যবন-প্রভাব-বিস্তারের বহু পূর্ব্ব হইতেই সমসাময়িক ঘটনা পাথরে খুদিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, পিপ্‌রাবা হইতে আবিষ্কৃত শাক্যবুদ্ধের ভস্মাধারের উপর তাঁহার নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে খোদিত শিলালিপি হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আলেকসন্দরের বহু পূর্ব্ব হইতে যে নানাভাবে নানা দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা কেবল মহাপুরাণবর্ণিত

রাজবংশবিবরণ বলিয়া নহে, আলেকসন্দরের সময়ে যে সকল মহাত্মা ভারতে আসিয়া এখানকার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণী হইতেও তাহার কতক পরিচয় জানিতে পারি। আলেকসন্দরের তিরোধানের অব্যবহিত পরে মেগাস্থিনিস দৌত্যকার্য্যে পাটলিপুত্রের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, সেই মেগাস্থিনিসের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন পুরাবিদ্ আরিয়ান্ লিখিয়াছেন—"ডাইওনিসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গ ৬০২২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সংখ্যায় তাঁহারা ১৫৩ জন ছিলেন। তবে এই সময়ের মধ্যে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"* এই বিবরণী হইতে বেশ বুঝিতেছি, যে সময় হইতে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের সূত্রপাত, তাহারও ৬ হাজার বর্ষের পূর্ব্বকার কথা ধারাবাহিকরূপে ভারতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ছিল। এখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত; মহাভারত ও পুরাণ হইতে তাহার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র পাইতেছি। এ কারণ মহাভারত ও পুরাণ আমাদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য। পরবর্ত্তীকালে ভারতের নানাস্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের যে শত শত শিলালেখ, তাম্রলেখ বা সাময়িক ঘটনামূলক ইতিবৃত্ত বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভারত-পুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। ভারতপুরাণ ছাড়িয়া দিলে আর্য্যভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সত্র হারা হইব। তাই মনে হয়, বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকরীতিতে ভারত-পুরাণের আলোচনা ও প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারের সময় আসিয়াছে।

প্রারম্ভেই বলিয়াছি—ইতিহাসের ব্যাপকতা অতি বিশাল ও অতি বিস্তৃত। স্থাবর জঙ্গম, জীব অজীব, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত এমন কোন পদার্থ নাই যাহার ইতিহাস নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলাদি সকলেরই ইতিহাস আছে। সেই জন্যই আধুনিক শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ডাক্তার জে, টি, সোটওয়েল, পি-এইচ, ডি বলিয়াছেন :—

"History in the wider sense is all that has happened, not merely all the phenomena of human life, but those of the natural world as well, It includes everything that undergose change; and as modern science has shown that there is nothing absolutly static, therefore the whole universe, and every part of it, has its history.* * Solids are solids no longer, The universe

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার-রচিত সমসাময়িক ভারত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬ ২৭ পৃষ্ঠা।

is in motion in every particle of every prat, rock and metal merely a transition stage between crystallization aud dissolution. This idea of universal activity has in a sense made physics itself a branch of history. It is the same with the other sciences—especially the biological division, where the doctrine of evolution has induced an attitude of mind which is distinctly historical."*

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই চতুষ্টয় শাখা আহ্বান করিয়াছেন। এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, ইতিহাস-শাখার বিশেষত্ব আছে এবং নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিকগণের মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয় ইতিহাসের অন্তর্গত হইলেও আমি ঐ তিন শাখার ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। বঙ্গদেশের ইতিহাস বলিলে কেবল বাঙ্গালীর নহে—বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাকৃততত্ত্ব, উদ্ভিজ্জাদি সকল দিকই বুঝাইতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর ইতিহাস আলোচনা।

প্রাচ্যভারতের মেরুদণ্ড বঙ্গদেশে সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির দিক্ দিয়া যাহা হইয়াছে তাহারই আলোচনা এই শাখার আলোচ্য। এ ছাড়া আরও অনেক দিক্ আছে, সেই সেই দিকের আলোচনা অপরাপর শাখার আলোচনার বিষয়।

সামাজিক ইতিহাস

বাঙ্গালার সমাজ বলিতে আর্য্য, অনার্য্য ও আর্য্যেতর সমাজ বুঝায়। এই তিন সমাজের পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস অতি বিশাল ও অতি জটিল। এই বাঙ্গালা কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্য লইয়া গঠিত প্রাচীন আর্য্য-সমাজের নিবেশ-স্থান নহে, সাধারণতঃ আর্য্য বলিলে আমরা যে সমাজ বুঝি, তাহা ছাড়াও এখানে অপর সভ্যসমাজ ছিল, সেই সভ্য সমাজকেই আমরা আর্য্যেতর সমাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তন্মধ্যে পণি বা ফিনিবীয়, প্রাচ্য বা লৌহিত্য এবং দ্রাবিড় বা দাক্ষিণাত্য এই কয় সমাজ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণা বা ভীতির চক্ষে দর্শন করিলেও সভ্যতায় ও সাহসিকতায় তাঁহারাও এক সময় উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন, বেদ, ভারত ও পুরাণে বঙ্গের সেই প্রাচীন সমাজের অস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। সেই প্রাচীন সমাজেই পৌণ্ড্রক বাসুদেব, মহাবীর একলব্য, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

* Encyclopædia Britannica, 11th Ed, (1911), Vol. XIII, p, 527.

তাঁহাদের পরাক্রমে পাশ্চাত্য আর্য্য-সমাজের রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত বিচলিত,—তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় মহারাজাধিরাজগণও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালার সামাজিক বা জাতীয় ইতিহাস বলিতে হইলেই আগে তাঁহাদের পরিচয়, তাঁহাদের জাতি ও সমাজের পরিচয়, তাঁহাদের রীতি-নীতির পরিচয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। এদেশে লৌহিত্য বা দ্রাবিড় জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বেদ হইতে প্রাচ্যভারতে পণি জাতির সন্ধান পাইয়াছি। এই সুসভ্য জাতি পরবর্ত্তীকালে এদেশে বণিক্ এবং য়ুরোপে ফণিক্ বা ফিনিক্ (Phœnician) বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ফিনিক জাতি হইতে কেবল প্রাচ্যভারত বলিয়া নহে, প্রাচ্য য়ুরোপও উচ্চ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, উত্তালতরঙ্গাকুল মহাসমুদ্রের বীচিমালা বিক্ষোভিত করিয়া এই জাতিই সমুদ্রপথে দ্বীপান্তরে গিয়া প্রাচ্যসভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। প্রাচ্য ভারতের আদি ইতিহাস হইতে এই পণিজাতির পরিচয় বাহির করিতে হইবে। এ ছাড়া আরও কত পরাক্রান্ত জাতি ছিল তাহাদিগকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। Anthropology ও Ethnologyর সাহায্য লইতে হইবে, বৈদিক ও অবৈদিক সকল প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্য হইতে যতটুকু পাওয়া যায়, সন্ধান লইতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে, পাশ্চাত্য বা মধ্যদেশবাসী আর্য্যগণ কিরূপে কোন্ কোন্ স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী এখানকার সভ্য সামাজিকগণের সহিত আর্য্যগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল। এখানে তাঁহারা কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—উভয়সমাজে কিরূপ আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে। নচেৎ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীজাতির আদি পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ভারতীয় আর্য্য সমাজের প্রভাব ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় দিক্ দিয়া অতি প্রাচীন ও অনতিপ্রাচীনকালে শাকদ্বীপাগত চারিবর্ণের এখানে সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতিও এ দেশবাসীর অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আদি পরিচয়ও বিশেষ ভাবে অনুসন্ধেয়।

পশ্চিম হইতে আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিলে, আমরা রামায়ণ-মহাভারতে যে সমাজাদর্শ পাই, সেই আদর্শেই এখানকার সমাজ-গঠনের চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার প্রভাব আজও বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে বিদ্যমান। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি আদর্শ বাঙ্গালীসমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে, যাহা কোন আর্য্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নাই, কতক বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, কতক জৈন

শাস্ত্রে, কতক এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। সেই আদর্শ কোথা হইতে আসিল, তাহা অনুসন্ধান করিতে হ'বে। সমাজ যে আদর্শ বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছে, যুগ যুগান্তর অতীত হইলেও সহজে তাহা এককালে বিলুপ্ত হয় না; তাহা সমাজের আচার-ব্যবহারের মধ্যে জড়িত হইয়া যায়। যে সমাজে যে আদর্শ যত বেশী দিন প্রচলিত ছিল, সেই আদর্শ সমাজে ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইতে তত বেশী সময়ের আবশ্যক। সেই আচার-ব্যবহার হয়ত 'আর্য্য' বলিয়া পরিচিত সমাজের আচার-ব্যবহার-শাস্ত্রে মিলিবে না, কিন্তু লোকসমাজের আচার-ব্যবহারের মধ্যে তাহা মিলিবে। একারণ বাঙ্গালার সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে বাঙ্গালার উচ্চ নীচ সকল জাতির আচার-ব্যবহার কি ছিল বা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পল্লীকথা, স্ত্রী-আচার, বঙ্গমহিলার অনুষ্ঠেয় নানা ব্রতানুষ্ঠান-প্রক্রিয়া এবং কুলাচারাদি সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। বিষয়জীবী চঞ্চলবুদ্ধি পুরুষের হৃদয় যেমন পারিপার্শ্বিক নানা আকর্ষণে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বসংস্কার ভুলিতে পারে, বঙ্গ-মাতার হৃদয়রঞ্জিনী বঙ্গমহিলা বিশেষতঃ পল্লীমহিলার মধ্যে পূর্ব্বসংস্কার তেমন সহজে যাইবার নহে; সুতরাং মন দিয়া অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলীর মধ্যে বাঙ্গালী-জীবনের অতীত-ইতিহাসের অনেক উপকরণ বাহির হইতে পারিবে। যেমন আমরা পরম্পরাগত অলিখিত কুলাচার হইতে বঙ্গসমাজের অতীত-জীবনের কতকটা স্মৃতি পাইতে পারি, সেইরূপ আমাদের লিপিবদ্ধ কুলশাস্ত্র হইতেও বাঙ্গালার অতীত সমাজের অনেক কথা জানিতে পারিব। সামাজিক বা জাতীয় ইতিহাস-রক্ষায় বাঙ্গালী কোন দিন উদাসীন ছিলেন না। এই বঙ্গদেশে শিক্ষায় দীক্ষায় যে যে জাতি কোন সময়ে উচ্চ ছিলেন, সেই সেই জাতিরই কুলপরিচায়ক কুলশাস্ত্র বা কুলেতিহাস ছিল। নানা সামাজিক বিপ্লবে, নানা সাম্প্রদায়িক আক্রমণে তাহার অনেক বিলুপ্ত হইলেও, এখনও যাহা আছে, তাহা নিতান্ত কম নহে। এই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বহরমপুরের প্রথম অধিবেশনে বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার সেই বিশাল কুলসাহিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্ব হইতে কুলশাস্ত্রসংগ্রহের সূত্রপাত হইলেও উপযুক্তরূপ আলোচনার সুবিধা হয় নাই। এখন যতই আলোচনা করিতেছি, ততই বুঝিতেছি, কুলশাস্ত্র-আলোচনা যত সহজ ভাবিয়াছিলাম তত সোজা নহে। বাঙ্গালায় নানা জাতির বাস, আবার সেই সেই প্রত্যেক জাতির মধ্যে নানা শ্রেণী, নানা শাখা ও নানা প্রশাখা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই সেই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক শাখার বা প্রত্যেক প্রশাখার স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ কুলশাস্ত্র বা কুলেতিহাস পাওয়া যাইতেছে। সকল শ্রেষ্ঠসমাজের কুলশাস্ত্রগুলি সেই সেই সমাজের কুলজ্ঞগণের পারিভাষিক ভাষায় রচিত; তাহার উপর প্রাচীনতম কুলশাস্ত্রগুলির পরবর্ত্তী কালে কুলপ্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সহিত পূর্ব্বকার ভাষার, ভাবের এবং বিষয়েরও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাই প্রাচীন ও

আধুনিক কুলশাস্ত্রের একত্র বিচার করিলে ঐতিহাসিকের মনে অনেক সন্দেহ ও অনেক আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। এই জন্য সমাজের প্রচীন অঙ্গ-বিচার-কালে যতদূর সম্ভব প্রাচীনতম কুলশাস্ত্রের এবং পরবর্ত্তী অঙ্গের আলোচনা করিবার সময় সেই সেই সময়ের কুলশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইবে।

এখানে বলিয়া রাখি, রাজকীয় ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাস এক নহে। কুলশাস্ত্র সামাজিক ইতিহাসেরই অঙ্গ, কিন্তু রাজকীয় ইতিহাসের সহিত দূরসম্পর্ক, এ কারণ কুলগ্রন্থে যেখানে যেখানে রাজকীয় ইতিহাস বা রাজবংশাখ্যান আছে, তাহা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রাচীনতম কুলগ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া আলোচনা করিতে হইবে, আধুনিক লিপির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

আমার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" আমি বঙ্গের বিশাল কুলশাস্ত্রেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছি। যে যে অংশের সহিত সমস্ত সমাজের সম্পর্ক, মূলপুথির সেই সেই অংশই উদ্ধৃত করিয়াছি। সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রণ করিয়া বৃথা ব্যয়-বাহুল্য করিবার কোন প্রয়োজন বুঝি নাই।

এখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি, আধুনিক কুলগ্রন্থে যেখানে রাজকীয় ইতিহাসের ক্ষুদ্র সম্পর্ক আছে, সেখানেই পরবর্ত্তী লেখক ঠিক্ প্রাচীন-তমের অনুবর্ত্তী না হইয়া তৎকালপ্রচলিত ভ্রমাত্মক কিংবদন্তীর অনুগামী হইয়াছেন, তাই রাজকীয় ইতিহাসাংশে ভুলও করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যেখানে অংশবংশ ও দোষগুণের পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে প্রাচীনের ঠিক্ অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হওয়ায় সেরূপ ভ্রম-প্রমাদের অবসর ঘটে নাই। এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি—

আদিশূরের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ১ম আদিশূর এ দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন—প্রাচীন কুলগ্রন্থ মতে তাহা ৬৫৪ শকাব্দ বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রাচীন রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্র তাহার অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সেনবংশধর দনৌজামাধবের সময় বিদ্যমান ছিলেন, এ কারণ সেনরাজবংশের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক রাজকীয় ইতিহাস-সঙ্গত কিন্তু তাঁহার সময়ে আদিশূরের প্রতাপের কথা কিংবদন্তীর অনুগত হওয়ায় হরিমিশ্র তাঁহার প্রকৃত নাম কি তাহাও ভাবিবার বা লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পান নাই। তথাপি তিনি আদিশূর সম্বন্ধীয় তৎকাল-প্রচলিত প্রবাদের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পরবর্ত্তী কুলজ্ঞগণ সেরূপ পরিচয় দিবারও সুযোগ পান নাই বা সুবিধা মনে করেন নাই। এ কারণ পরবর্ত্তী আধুনিক কুল-গ্রন্থসমূহে আদিশূরকে লইয়া যথেষ্ট গোল ঘটিয়াছে। যাঁহারই সময় বঙ্গে কোন সম্ভ্রান্ত জাতি বা বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই সেই বংশের আদি পরিচয়-প্রসঙ্গে আদিশূরকে খাড়া করা হইয়াছে, অথবা বিভিন্ন সময়ে যে কোন রাজার দ্বারাই কোন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য আহূত হইয়াছেন, তাঁহাকে আদিশূর নামে পরিচিত করা হইয়াছে। রাজকীয় ইতিহাসানভিজ্ঞ পরবর্ত্তী কুলজ্ঞগণের বিশ্বাস ছিল যেন আদিশূরের নাম করিলেই তাহার কুলপরিচয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে গৌড়াগত, রাঢ়াগত বা বঙ্গাগত প্রথম ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সমসাময়িক নৃপতিগণের নাম না করিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আদিশূরের সভাস্থ করিয়া প্রকৃত রাজকীয় ইতিহাসে গোলযোগ ঘটাইয়া গিয়াছেন। তাই আদিশূরের সময় লইয়া বিভিন্নশ্রেণীর কুলগ্রন্থে বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ্য করিয়া আদিশূরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছিলেন; কিন্তু সমসাময়িক লিপি ও গ্রন্থে শূরবংশের অস্তিত্ব এবং কোন কোন কুলগ্রন্থে শূররাজবংশের নামমালা বাহির হওয়ায় এই বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কুলগ্রন্থের সন্দিগ্ধ রাজকীয় অংশ বাদ দিয়া ও বংশপরম্পরার অনুপাত ধরিয়া কোন্ সময়ে কোন্ বংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহার কতকটা মীমাংসা করিতে পারা যায়। এই প্রকার আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছি, যে যে নৃপতি গৌড়ের রাজসভায় বৈদিক অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছেন বা বৈদিক বিপ্র আনাইয়া গৌড়রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি আধুনিক কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূর নামে পরিচিত হইয়াছেন। যাহা হউক্ যখন আমরা কুলশাস্ত্র আলোচনা করিব, তখন আমরা তাহাকে রাজকীয় ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে করিব। কুলশাস্ত্রের কথা আমরা জাতীয় বা সামাজিক ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাকৃতিক বা রাষ্ট্রীয় বিপবে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান সহস্র সহস্র কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে, তথাপি এখনও ধ্বংসের মুখ হইতে যে গুলি রক্ষা পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। এই সকল কুলগ্রন্থ উপযুক্ত ভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে, এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার বিভিন্নসময়ের পারিভাষিক অর্থ বুঝিয়া আলোচনা করিতে হইবে। এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, যে দিন হইতে আমাদের য়ুরোপীয় আদর্শে ইতিহাস লেখা আরব্ধ হইয়াছে—আমাদের সমাজের কুলজ্ঞগণের উপযুক্ত উৎসাহ বা আলোচনার অভাবে সেই সময় হইতেই প্রকৃত কুলগ্রন্থ লিখিবার প্রথা লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন কি কুলশাস্ত্র ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে, অনেক উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু রাজকীয় ইতিহাসের দিক্ দিয়া কুলগ্রন্থ গুলিকে অবজ্ঞার সহিত দেখিলে, সংরক্ষণের উপযুক্ত চেষ্টা না করিলে, আমাদের সমাজগত, জাতিগত, এমন কি ব্যক্তিগত পরিচয় হারাইব, আমরা আমাদের নিজেরই ক্ষতি করিব, শত শত শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কার দ্বারাও সে ক্ষতিপূরণ হইবে না।

সম্প্রদায়ের ইতিহাস

বঙ্গবাসীর মত ধর্ম্মপিপাসু জাতি বিরল। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে এখানে অসংখ্য ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈদিক যুগ হইতে এদেশে বহু অবৈদিক সভ্য জাতির বাস ছিল। সাঁওতাল কোল প্রভৃতি আদিম অনার্য্য জাতির কথা বলিতেছি না, প্রাচীন সুসভ্য পণি, লৌহিত্য, দ্রাবিড়,

শাকদ্বীপীয় প্রভৃতি জাতির কথা বলিতেছি। তাঁহারা বহুকাল বৈদিক আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মূল ধর্ম্মমত বরাবর স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের স্বতন্ত্র মতের ভিত্তির উপর আদি সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবক, আদি তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের গত বারের অধিবেশনে পূজ্যপাদ মহোমহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন—"জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, আজীবকধর্ম্ম এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন আচার, প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন রীতি, প্রাচীন নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য্যজাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না।" প্রাচ্য ভূভাগ হইতেই ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং প্রাচ্য দেশেই তাহার কতক কতক নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। সুতরাং বাঙ্গালী কি ছিল ও কি হইয়াছে বুঝিতে হইলে, ঐ সকল ধর্ম্মমত বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কারণ যাহাতে ঐ সকল শাস্ত্র উপযুক্তরূপে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়, পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়, তাহা করিতে হইবে।

জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ঐ সকল সম্প্রদায় বহুকাল হইতে স্ব স্ব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যেও নানা অবান্তর শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস যাহা আছে, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। উপযুক্ত আলোচনা, অনুসন্ধান চলিলে অনেক গৌরবজনক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তত্ত্ব জানিতে পারিব, বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক সূত্র বাহির করিতে সমর্থ হইব। এ সম্বন্ধে কেবল অতিপ্রাচীন লইয়া আলোচনা করিলে চলিবে না, খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত ২৩শ জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীর সময় হইতে নদীয়ার প্রেমের অবতার মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী ইদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগ পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে আমাদের বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখা দিয়াছেন, সকলের ধর্ম্ম-মত, আচার-ব্যবহার রীতিনীতি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই দিকের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যাইবে; কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায় বিশেষ যত্ন সহকারে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের এবং সেই সেই সম্প্রদায়ের অনুগত ধর্ম্মাচার্য্য বা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব প্রভাব ও তিরোভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এইগুলি বাঙ্গালার ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ বলিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবে আমাদের গৌড়বঙ্গে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে—এত প্রকার দেবদেবীর পূজা বোধ হয় ভারতের আর কোথাও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক যেরূপ অসাধারণ কল্পনাপ্রিয়, সেইরূপ কল্পনা-রাজ্যের বিভূতি-স্বরূপ সাধকগণের হিতার্থে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিও প্রকটিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার নানা স্থানে—কেবল তীর্থস্থান বা সিদ্ধস্থান বলিয়া নহে—দুর্গম অরণ্যানীর মধ্যে—অতীতকীর্ত্তির মহাশ্মশান বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের গর্ভেও

অদ্বিতীয় শিল্পকীর্ত্তির পরিচায়ক অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—কত শত দেবমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। বাঙ্গালার অতীত শিল্পের,—অতীত ভাস্কর-স্থাপত্যের ইতিহাস গড়িবার সেইগুলি অনন্যসাধারণ উপকরণ। সেই সকল দেবমূর্ত্তি যাহাতে ধ্বংসের ও লোপের হস্ত হইতে উদ্ধার হয়, উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হয়, তৎপক্ষে সমস্ত দেশবাসীর আনুকূল্য ও উৎসাহ একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ, ঢাকা মিউজিয়ম্, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি ও বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের সাধু-কার্য্যে সমস্ত বঙ্গবাসী উৎসাহ দান করিবেন। মনে রাখিবেন, এ কার্য্য অতি গুরুতর, অতি কষ্ট-সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। মনে রাখিবেন, প্রত্যেক নির্ব্বাক্ দেব-মূর্ত্তি কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যদান করিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালীর ধর্ম্মের ও শিল্পের দিক্ দিয়া যিনি ইতিহাস লিখিবেন, দেব-মূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয়লাভ তাঁহার সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মূর্ত্তিপরিচয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদের শিল্প-শাস্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাণ ও তন্ত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রত্যেক দেব-মূর্ত্তির উপযুক্ত ও নিখুঁত চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার সাধন বা মূর্ত্তিপরিচয় ধ্যান বাহির করিতে হইবে। মূর্ত্তির চিত্র হইতে ঠিক্ ধ্যান বা সাধন বাহির করিতে পারিলে কোন্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কোন্ কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন বা সেই দেবতা কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত, তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিব। এজন্য আমার নিবেদন—পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের প্রথম সোপান মূর্ত্তি-পরিচয়-জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে যে যে স্থানে দেবতার সাধন বা ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একত্র সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক মণ্ডলী বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন। এখানে বলিয়া রাখি, আমাদের দেবতত্ত্ব বুঝিবার উপযোগী বিশ্বকর্ম্ম-শিল্প, ময়শিল্প, মানসার, রাজবল্লভমণ্ডন প্রভৃতি বহুতর শিল্পশাস্ত্র এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র এবং জৈনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। সেই সকল সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রচার বহু ব্যয়সাধ্য বা বহু কষ্টসাধ্য হইলেও সেই সেই গ্রন্থের অন্ততঃ মূর্ত্তিপরিচয়াংশ মাত্র একত্র সংগৃহীত ও বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক গাথা, দোহা, প্রশস্তি, মঙ্গলগান প্রভৃতি—যাহাতে সেই সেই সম্প্রদায়ের মনের কথা, প্রাণের স্পন্দন আছে—তাহাও আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার ভিতর দিয়া কোন্‌টি আর্য্যমূলক, কোন্‌টি আর্য্যেতরমূলক বা কোন্‌টি অনার্য্যমূলক, তাহার ছায়াচিত্র বাহির করিতে হইবে।

অতঃপর বঙ্গের রাজকীয় ইতিহাসের সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। এই রাজকীয় ইতিহাসকেই আমরা প্রধানতঃ 'ইতিহাস' বলিয়া থাকি। আমাদের বাঙ্গালীর সমাজের ও ধর্ম্মের ইতিহাসের যেরূপ বিপুল উপকরণ আছে, প্রাচীন রাজকীয় ইতিহাসের সেরূপ

রাজকীয় ইতিহাস

প্রভৃত উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। বঙ্গভূমি অতিপ্রাচীন কাল হইতেই নানা স্বাধীন খণ্ড-রাজ্যে অথবা নামমাত্র পরাধীন নানা সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল,—অতি দীর্ঘকাল কোন এক রাজবংশের একচ্ছত্রাধীন হইতে পারে নাই। সুতরাং বাঙ্গালা-দেশের রাজকীয় ইতিহাস বলিলে মনে করিতে হইবে যে, বাঙ্গালার নানা স্থানে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেই সকল রাজ্যের ইতিহাস। সাধারণতঃ আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে পালবংশ, সেনবংশ এবং তৎপরে নানা-শ্রেণীর পাঠান ও মোগল বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। বাস্তবিক তাহাকে বাঙ্গালার প্রকৃত রাজকীয় ইতিহাস বলিয়া ধরা চলে না। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণের অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের ঐতিহাসিক জগতের উপর নূতন আলোকপাতে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি—আমাদের এই বঙ্গভূমির বিশাল রাজকীয় ইতিহাস ছিল,—যেমন প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সমাজের শ্রেষ্ঠ-বংশের লিপিবদ্ধ কুলপরিচয় রহিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যেক খণ্ডরাজ্যের অধিপতি-গণের ইতিহাস ছিল, প্রত্যেক রাজসভাস্থ ভাট বা মাগধেরা প্রত্যহ সেই বংশের গৌরব-কীর্ত্তন করিতেন,—সভাস্থ রাজকবি প্রয়োজনমত সেই সেই বংশের গৌরব কাব্যাকারে গ্রন্থন করিয়া সভাসদ্‌গণের মনোরঞ্জন করিতেন। কিন্তু সেই সেই রাজবংশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সহিত—রাজ্যসম্পদ্ বিভিন্ন জাতি বা বংশের হস্তগত হইলে—নূতন আসিয়া পুরাতনের সকল কীর্ত্তি লোপ করিয়া তাহার স্থানে নিজ নিজ বংশকীর্ত্তি ঘোষণায় যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহারই ফলে আমরা আমাদের দেশের শত শত রাজবংশের ইতিহাস হারাইয়াছি। নচেৎ কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" বা শ্রীহর্ষের "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি"র মত শত শত খণ্ড-কাব্যেতিহাস পাইতাম। কিন্তু নবজেতার আক্রমণেও যাহা নষ্ট হইবার নহে, দানধর্ম্মের পরিরক্ষণ যে দেশের সকল সমাজের শাস্ত্রসিদ্ধ, সে দেশের তাম্রশাসন-রূপ দানপত্র ও শিলালেখ, সহজে যাহা লোপ হইবার নহে, তাহা হইতে এদেশের নানা স্থানের অসম্পূর্ণ রাজকীয় ইতিহাস ব্যক্ত হইতেছে। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণের চেষ্টায় তাম্রশাসন বা শিলালিপির সাহায্যে ইতিহাস-উদ্ধারের এই নূতন পন্থা বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু একথাও জানাইয়া রাখি যে, এ পন্থা আমাদের নিকট কতকটা নূতন হইলেও পূর্ব্বকালে ভারতে যিনি প্রকৃত রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গিয়াছেন, তাঁহার নিকট নূতন ছিল না। তিনি কেবল সমসাময়িক কুলপ্রশস্তি বা বংশেতিহাস বলিয়া নহে তাম্রশাসন ও শিলালিপিরও আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাহার পরিচয় কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কহ্লণ তাঁহার রাজতরঙ্গিণীতে দিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক্—কেবল য়ুরোপীয় পুরাবিদ্ নহে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তনায় তাম্রশাসন ও শিলা-লেখের প্রতি আমাদের মনোযোগ পড়িয়াছে। ইঁহারাই এই বিষয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক। প্রায় ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন প্রথম প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় মনোযোগী হই, তৎকালে অনেকে আমাদিগকে 'পেত্নীতাত্ত্বিক' বলিয়া উপহাস করিতেন।

সে সময়ে আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিবার লোকই ছিল না। এখন কিন্তু বঙ্গবাসীর মতিগতি ফিরিয়াছে। কয়েকবর্ষ নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কারের সঙ্গে আমাদের বাঙ্গালার রাজকীয় ইতিহাসে একপ্রকার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে কেবল পাল ও সেনবংশ বলিয়া নহে, দেববংশ শূরবংশ, বর্ম্মবংশ, চন্দ্রবংশ, ঘোষবংশ প্রভৃতি বহু রাজবংশের পরিচয় বাহির হইয়াছে। এই সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজকীয় ইতিহাস অধিকাংশ পরিবর্ত্তিত ও নিত্য অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। সুখের বিষয়—বড়ই আনন্দের কথা—আজ উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—বঙ্গের সর্ব্বত্রই নূতন সাড়া পড়িয়াছে। এখন আমরা বুঝিয়াছি, কেবল ঘরে বা পুস্তকালয়ে বসিয়া পুথিগত বিদ্যায় কুলাইবে না। এখন আমাদের বঙ্গের যেখানে পুরাকীর্ত্তির কিছু শুনিব—পুরা-কথার কিছু সন্ধান পাইব, সেখানে ছুটীতে হইবে—তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে; কেবল পল্লীর স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় ঘুরিলে চলিবে না, গহনে বিজনে দুর্গম অরণ্যে, দুরারোহ পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রয়োজন হইলে যাইতে হইবে,—দূরদর্শী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষু লইয়া, কেবল কাগজ কলম নহে, খনিত্র কুঠারেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা লেখনীর মুখে উঠে নাই, হয়ত তাহা খনিত্রের মুখে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলার নানা স্থানে এখনও বহু অবসন্ন প্রাচীন রাজবংশ বিদ্যমান রহিয়াছে,—একসময়ে তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের এক এক দিক্ উজ্জ্বল করিয়া শৌর্য্যে বীর্য্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কত কর্ম্মবীর, কত ধর্ম্মবীর ও কত দানবীরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অধুনা অবসন্ন বলিয়া অবজ্ঞার সহিত না দেখিয়া সেই সকল রাজবংশের গৃহরক্ষিত কীটদষ্ট পুরাতন কাগজ পত্র আলোচনা দ্বারা ও সাময়িক লিপির সহিত মিলাইয়া সেই সেই বংশের অতীত ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান্ হইতে হইবে। যে যে স্থানে অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইব, সেখানকার জনপ্রবাদ যতই ভ্রান্তিমূলক হউক্, তাহা কখনই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিব না। তত্ত্বাবিষ্কারের সঙ্গে যত দিন তাহা কাল্পনিক বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, ততদিন অতি সাবধানে সেগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন কার্য্যে অনেক অসুবিধা ও অনেক গলদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বলিয়া উপেক্ষায় পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কোন সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমে যেমন অনেক অসুবিধা, অনেক অন্তরায় দেখা দেয়—আমাদের এই বিরাট্ অনুসন্ধান কার্য্যেও সেইরূপ অনেক অসুবিধা, অনেক বাধা-বিপত্তি ও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। 'সত্যের জয়' স্মরণ করিয়া সত্যাবিষ্কারের দিকে অবিচলিতমতি রাখিতে হইবে। আজ যাহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীতে সত্য বলিয়া স্থির হইল, কাল হয়ত তাহা নূতন অনুসন্ধান বা নূতন আবিষ্কারের ফলে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহাতে আমাদের নিরুৎসাহ বা লজ্জিত হইলে চলিবে না। উপযুক্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিব—আমাদের জাতীয় সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই দুরূহ কার্য্যে পদে পদে স্খলন-সম্ভাবনা, সেজন্য অতি সাবধানতা

আবশ্যক। কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইউরোপে বিশেষজ্ঞ বা ধুরন্ধরেরা মিলিত হইয়া কার্য্য করেন—তাহার ফলে তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ তত্ত্বাবিষ্কার অনেক সময় সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া থাকে; আমাদেরও তাঁহাদের আদর্শেই কার্য্য করিতে হইবে। জননীজন্মভূমির অতীত গৌরব রক্ষা করিতে হইলে আমাদের কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে, অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিলাম। সামাজিক ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক এবং রাজকীয় বিবরণী, সকল দিক্ দিয়া একত্র আলোচনা না করিলে বাঙ্গালীর পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার হইবে না। সমসাময়িক লিপির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া উপযুক্ত উপকরণ-সংগ্রহের এখনও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই—এখন যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে কএকটী বংশের 'রাজমালা' প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে হইলে, হয় উপযুক্ত সমসাময়িক লিপি আবিষ্কারের আশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, নয় যে কয় দিক্ দিয়া আলোচনা চলিতে পারে—উপযুক্ত অনুসন্ধান দ্বারা তাহারই ফল লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে হইবে। আমি মনে করি, বর্ত্তমানকালে শেষোক্ত পথই অবলম্বনীয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই প্রণালী অনুসারেই বড় বড় ইতিহাস রচিত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সেই সেই ইতিহাসের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির হইয়া থাকে;—আমাদেরও সেইরূপ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের আশা-পথ চাহিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ সমগ্র বঙ্গভূমি আপনার ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মাতৃভূমির অতীত গৌরবগাথা শুনিবার জন্য সকলেরই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন—জাতি বা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে—জড়বৎ স্পন্দহীন সমাজদেহে জীবন-সঞ্চার করিতে হইলে দৈবশক্তির প্রয়োজন, আর সেই দৈবশক্তিই আমাদের মাতৃভূমির অতীতকীর্ত্তির ইতিহাস। বালকোচিত দোষান্বেষী না হইয়া জননীজন্মভূমির সেবার—ইতিহাস-উদ্ধাররূপ মাতৃপূজার আয়োজন করিতে হইবে। তাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমৃত-নিস্যন্দিনী ভাষায় জানাইতেছি—

"ইতিহাসপ্রদীপেন মোহাবরণঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সংপ্রকাশিতম্॥

(মহাভারত ১।১।৮৩)

প্রকৃত ইতিহাসই আমাদের মোহান্ধকার দূর করিবে, আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবে; আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি—বুঝিতে পারিব, সকলে ধন্য হইব—তখন উন্নতহৃদয়ে চরমোন্নতি-পথে ধাবিত হইতে সমর্থ হইব।